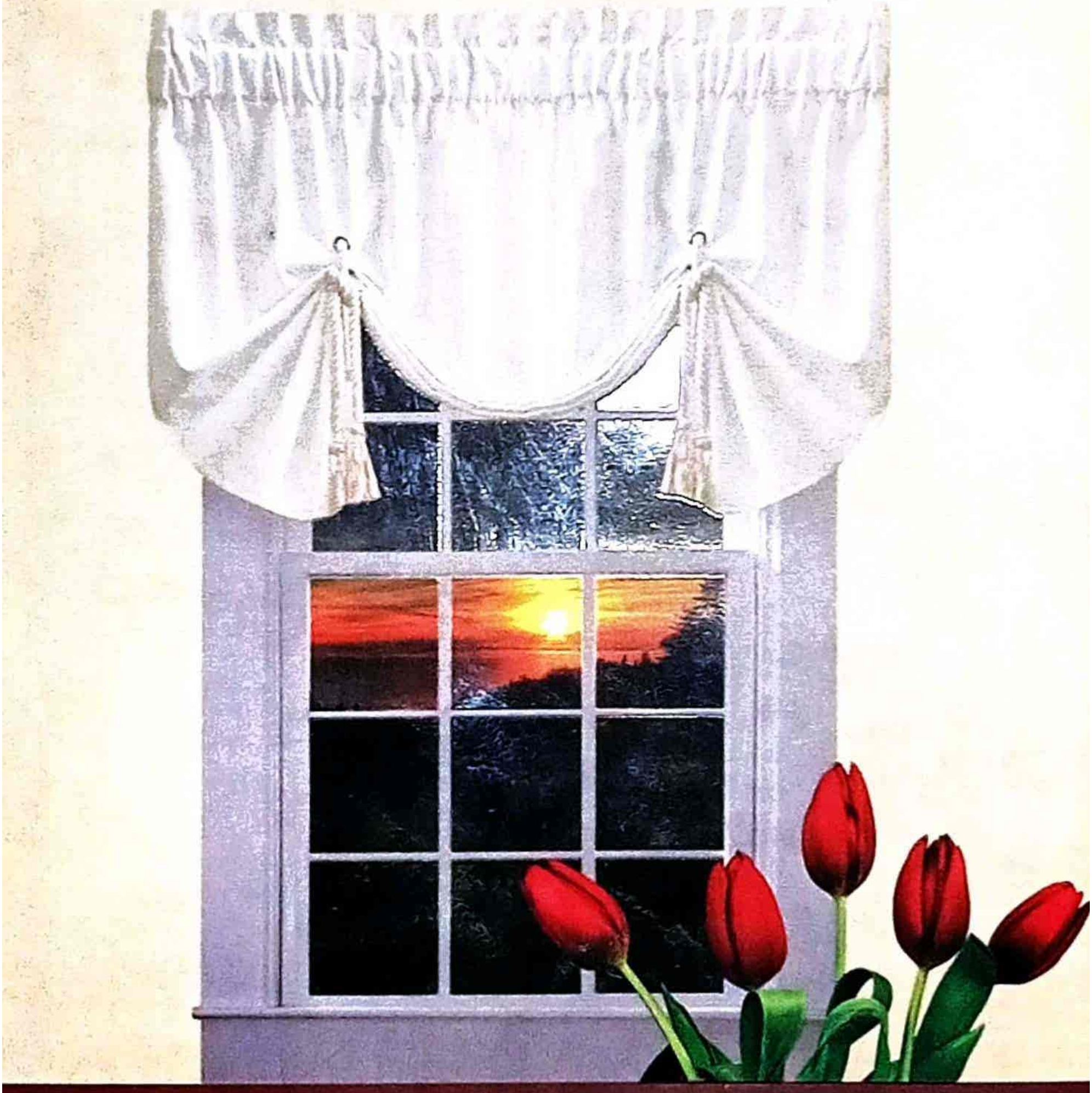
বিবাহ ও তালাক

বিবাহের আহকাম, আদব, খুতবার তাৎপর্য
প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও তালাকের সঠিক পদ্ধতি



শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

বিবাহ ও তালাক

বিবাহের আহকাম, আদব, খুতবার তাৎপর্য
প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ও তালাকের সঠিক পদ্ধতি

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমি জেদ্দা, সৌদিআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী
সদর : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ, পাকিস্তান

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ইমাম ও খতীব : পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

বেতাইল কুরআন
PDF

মাকতাবাতুল আসরাফ
দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহ ও তালাক

মূল : শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

চতুর্থ মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স, ৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-60-9

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/maktabatulashraf, ☎16297 or 01519521971

www.wafilife.com, ☎ 01799925050

khidmashop.com ☎ 01939773354

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

BIBAH O TALAQ

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani

Translated By: Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam

Price: Tk. 160.00 US$ 5.00

https://t.me/islaMic_fdf

ইসলামিক বিভিন্ন
ধরনের পিডিএফ
পেতে জয়েন হোন

https://t.me/islaMic_fdf

ইনতেসাব

ঐ সকল সচেতন নর-নারীর প্রতি যারা আখিরাতের সফলতা লাভের প্রত্যাশার সাথে সাথে সুখময় দাম্পত্য জীবন কামনা করেন এবং বিবাহ-তালাকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহপাকের হুকুম তথা শরী'অত ও সুন্নাহর নির্দেশনাকে জীবন চলার সর্বোত্তম পাথেয় মনে করেন।

- প্রকাশক

https://t.me/islaMic_fdf

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক রচিত অনবদ্য কয়েকটি গ্রন্থ

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন	রমযানুল মুবারকের সওগাত
ইসলাহী মাজালিস	ফুরাত নদীর তীরে
দুনিয়ার ওপারে	উহুদ থেকে কাসিয়ুন
ইসলাম ও আমাদের জীবন	হারানো ঐতিহ্যের দেশে
ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি	অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক
দরসে নেযামী - পাঠদান পদ্ধতি	দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর
ইসলাম ও আধুনিকতা	রাতের সূর্য
অভিশাপ ও রহমত	পৃথিবীর দেশে দেশে
জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ	আহকামে যাকাত
আপন ঘর বাঁচান	খৃষ্টধর্মের স্বরূপ
মাযহাব ও তাকলীদ ঃ কি ও কেন	ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস
মুমিন ও মুনাফিক	ইবাদাত বন্দেগী
ইসলামী মু'আমালাত	ইসলামী মু'আশারাত
নূরানী কাফেলা	বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের স্মৃতিচারণ

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

যেরূপভাবে নামায একটি ইবাদাত, রোযা একটি ইবাদাত, যাকাত একটি ইবাদাত, হজ একটি ইবাদাত, তদ্রূপভাবে মুসলিম পুরুষ ও নারীর বিবাহও একটি ইবাদাত। অন্যান্য ইবাদাতের জন্য যেরূপ সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতি আছে, তদ্রূপ বিয়ে-শাদীরও শরী'অত কর্তৃক সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতি আছে। যে বিবাহ শরী'অত মুতাবিক হবে, সুন্নাত অনুযায়ী হবে, সেটা ইবাদাতরূপে গণ্য হবে। নেকী ও ছওয়াব লাভের মাধ্যমে হবে। বরকত ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে। পক্ষান্তরে যে বিবাহ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় আঞ্জাম দেয়া হবে, যদিও তাতে বিবাহ সংগঠিত হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হালালও হবে, কিন্তু যে বরকত ও কল্যাণ শরী'অত ও সুন্নাত মুতাবেক সম্পাদিত বিবাহের মধ্যে আল্লাহপাক রেখেছেন তা থেকে এ বিবাহ শূন্য হবে। যেমন কেউ যদি সুন্নাত পরিপন্থি তরীকায় নামায আদায় করে, তাহলে যদিও সে ফরযের দায়িত্বমুক্ত হবে, এবং কেউ যদি সুন্নাতের খেলাফ তরীকায় হজ বা উমরাহ আদায় করে, যদিও এতে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সে সুন্নাত মুতাবেক হজ-উমরাহ আদায় করলে যে বরকত ও কল্যাণ লাভ করতো, তা থেকে বঞ্চিত হবে। সুন্নাতের খেলাফ তরীকায় নামায আদায়ের দ্বারা যেমন নামাযের বরকত ও নূর থেকে বঞ্চিত হয় এবং সুন্নাতের বিরোধী নিয়মে হজ-উমরাহ আদায়ের দ্বারা হজ ও উমরার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ সুন্নাত বিরোধী পন্থায় বিবাহ-শাদী সম্পন্ন করলে সেই বিয়ে-শাদীও বরকত শূন্য হয়।

এজন্য প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উচিত নিজেদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জন সবাইকে বিবাহ-শাদীতে শরী'অত ও সুন্নাত অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী উৎসাহিত করা, প্রচেষ্টা চালানো। কারণ বর্তমানকালে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই মারাত্মক অশান্তি বিরাজ করছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মিল-মহব্বত কমে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে বরং শত্রুতাই সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও অনেক পরিবারেই মারাত্মক ঝগড়া-ঝাটি চলছে। একজন আরেকজনকে সহ্যই করতে পারে না। এর বহুবিধ কারণ আছে। কিন্তু বিবাহকালীন সময়ে শরী'অত ও সুন্নাতকে উপেক্ষা করাও এর অন্যতম কারণ। তাই আমাদের উচিত বিবাহ-শাদী সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে সেভাবে আমল করে

https://t.me/islaMic_fdf

পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করে সুখ-শান্তিতে ইসলামী জীবন যাপন করে উভয় জগতে সফলতা অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

এ উদ্দেশ্যেই আমরা আমাদের মুহতারাম উস্তায বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ভাষণসমগ্র ও নির্বাচিত রচনা হতে এ বিষয়ে কয়েকখানা কিতাব পৃথকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। যদিও এসকল কিতাব "ইসলাম ও আমাদের জীবন" সিরিজের পঞ্চম খণ্ডে আছে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা পৃথকভাবেও প্রকাশ করা হলো। এই কয়েকখানা কিতাবের প্রথম কিতাব 'বিবাহ ও তালাক' এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহপাক আমাদের চেষ্টাকে কবুল করে সকলের জন্য এ কিতাবখানা উপকারী বানান। আমীন।

আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য (বিশেষ করে যারা নতুন দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন) এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

বিবাহ ও তালাক

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবাহের আহকাম ও আদবসমূহ	১১
নবীযুগে বিবাহকালীন নসীহত	১১
বিবাহকালীন খুত্‌বা	১২
বিবাহ একটি 'ইবাদত	১২
বিবাহের খুত্‌বায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত	১২
প্রথম আয়াতের শিক্ষা	১২
দ্বিতীয় আয়াতের শিক্ষা	১৩
তৃতীয় আয়াতের শিক্ষা	১৩
তিনও আয়াতে তাক্‌ওয়ার উল্লেখ	১৪
বিবাহ প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের একটি সহজ উপায়	১৫
খুত্‌বা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় – সুন্নত	১৫
বিবাহ যেভাবে বরকতপূর্ণ হয়	১৬
নবীযুগের বিবাহ	১৬
এ অনাড়ম্বরতা আপনিও গ্রহণ করুন	১৭
হযরত জাবির (রাযি.)-এর ঘটনা	১৭
হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ	১৯
অন্যদেরকে ডাকার রেওয়াজ	২০
বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া চাই	২২
বর্তমানে আমরা সহজকেও কঠিন বানিয়ে ফেলেছি	২০
তিনটি কাজে বিলম্ব পরিহার করুন	২০
ফুযুল রসম-রেওয়াজ ছেড়ে দিন	২১
বিবাহের পর মসজিদে শোরগোল	২২
'ইবাদতে গুনাহের মিশ্রণ	২৩
বিবাহের মজলিস যেন থাকে গুনাহমুক্ত	২৪
সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য তাক্‌ওয়া অপরিহার্য	২৪

https://t.me/islaMic_fdf

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিংস্র পশুর স্বভাব	২৫
স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কে ?	২৬
হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.)-এর কারামত	২৬
যে কোনও কাজের সুষ্ঠুতা তাক্ওয়ার মধ্যেই নিহিত	২৭
বিবাহ করা সুন্নত	২৭
বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন বংশের মধ্যে প্রীতিবন্ধন হয়	২৮
দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হল পুণ্যবতী স্ত্রী	২৮
তিনটি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণ	২৯
বরকতপূর্ণ বিবাহ	৩০
বিবাহ ইন্দ্রিয়চাহিদা নিবারণের বৈধ উপায়	৩১
বিবাহ করা মুমিনদের বিশেষ গুণ	৩২
ইন্দ্রিয় চাহিদা মানুষের স্বভাবগত বিষয়	৩২
এ চাহিদা নিবারণের দু'টি বৈধ উপায়	৩২
ভারসাম্য ইসলামী শিক্ষার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য	৩৩
খৃষ্টধর্মে বৈরাগ্যের ধারণা	৩৩
খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী	৩৪
স্বভাবের সাথে বৈরিতা	৩৪
শয়তানের দ্বিতীয় চাল	৩৫
শয়তানের প্রথম চাল	৩৫
ইসলামী বিবাহের সহজতা	৩৫
খৃষ্টধর্মে বিবাহের জটিলতা	৩৬
বিবাহের খুত্বা ওয়াজিব নয়	৩৬
আমরা বিবাহকে আযাব বানিয়ে ফেলেছি	৩৭
হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রাযি.)- এর বিবাহ	৩৭
হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ	৩৮
বৈধ সম্পর্কের দ্বারাও ছওয়াব পাওয়া যায়	৩৯
বিবাহে বিলম্ব করা উচিত নয়	৩৯
বিবাহ ছাড়া আর সবই অবৈধ পথ	৪০
বিবাহের খুত্বা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪১
বিবাহের খুত্বায় পাঠ্য তিন আয়াত	৪১

https://t.me/islaMic_fdf

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবাহের খুত্‌বায় কী বার্তা দেওয়া হয়?	৪৪
বিবাহে গোত্র বিচার প্রসংগ	৪৮
বিবাহে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ	৫২
শর'ঈ মোহ্‌র প্রসংগ	৫৭
যৌতুক প্রসংগ	৬২
বিয়ের দাওয়াত ও বরযাত্রা	৬৭
বিবাহ ও ওলীমা : কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৭৩
তালাকের সঠিক পদ্ধতি	৭৭
ইহ্‌সান ও দাম্পত্য জীবন	৮৩

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের আহকাম ও আদবসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর বিবাহানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের সকলের লাভ হল। আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহকে বরকতপূর্ণ করুন। আমীন।

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের খুতবা পড়ার সময় মনে হল সময়োচিত বিষয় হিসেবে এবং সমাজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ করে বিবাহের খুত্‌বা সম্পর্কে আজ কিছুটা আলোচনা হয়ে যাক। কেননা, এই যে খুতবাটি প্রতিটি বিবাহের সময় পড়া হয়, এর এক মহান উদ্দেশ্য আছে। সাধারণভাবে আমরা সে উদ্দেশ্যটি ভুলে গেছি। বরং বিবাহের খুত্‌বা পড়া তথাকথিত এক রসমে পরিণত হয়ে গেছে। বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবাহ পড়ানোর জন্য কাউকে ডেকে আনা হয়। সে খুতবার বাক্যসমূহ পাঠ করে আর সকলে শুনে নেয়। ব্যস হয়ে গেল। অথচ পূর্ণ খুত্‌বাটি এবং এতে যে আয়াতসমূহ পড়া হয়, তার একটি বড় উদ্দেশ্য আছে। তাতে আমাদের সকলের জন্য বিবাহ সম্পর্কে তো বটেই, সেই সংগে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কেও অতি মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে এবং রয়েছে অনেক বড় বার্তা।

নবীযুগে বিবাহকালীন নসীহত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে নিয়ম ছিল, তিনি যখন বিবাহের খুতবা দিতেন তখন উপদেশমূলক কিছু কথাও বলতেন। বর্তমানে উপদেশের সে নিয়ম পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। খুত্‌বার মাসনূন (সুন্নতসম্মত) আয়াতসমূহ পড়েই ক্ষান্ত করা হয়। তাই আজ এ খুত্‌বার প্রাণবস্তু ও মর্মকথা ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন বড় বেশি।

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহকালীন খুত্‌বা

বিবাহ দুই নর-নারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সামাজিক চুক্তি। এতে দুই পক্ষ থেকে ঈজাব-কবূল (প্রস্তাব-গ্রহণ) হয়। যিনি বিবাহ পড়ান, সাধারণত তিনি কনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তিনি বরকে বলেন, আমি অমুকের কন্যা অমুককে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। বর বলে, আমি কবূল করলাম। সুতরাং বেচাকেনায় যেমন প্রস্তাব-গ্রহণ হয়, তেমনি বিবাহেও তা হয়। পার্থক্য এই যে, বেচাকেনার প্রস্তাব ও গ্রহণকালে খুত্‌বা পড়া হয় না এবং তাতে কাযীরও দরকার হয় না? কিন্তু বিবাহে খুতবা পড়া হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈজাব-কবূলের আগে খুত্‌বা পড়তেন। কাজেই এটা সুন্নত যদিও খুতবা ছাড়াও বিবাহ হয়ে যায়।

বিবাহ একটি 'ইবাদত

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দু'টি দিক রেখেছেন। এক দিক থেকে তো এটা এক সামাজিক চুক্তি আর অন্যদিক থেকে এটা 'ইবাদত। বরং ইমাম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি 'আলাইহির মতে বিবাহে সামাজিক চুক্তিবদ্ধতার দিকটি গৌণ এবং ইবাদতের দিকটিই প্রধান।

যা হোক আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে একটি 'ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন। ইবাদত হওয়ার কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা দিয়েছেন। এটা তাঁর সুন্নত।

বিবাহের খুত্‌বায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত

বিবাহের খুতবায় বিশেষ তিনটি আয়াত পড়া সুন্নত। লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে সরাসরি বিবাহ সম্পর্কে কোন কথা নেই; অথচ কুরআন মাজীদে সরাসরি বিবাহ সম্পর্কে বহু আয়াত আছে এবং তাতে বিবাহের শব্দাবলীও আছে। আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি বলতেন, ভাবনার বিষয় হল, নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য আয়াত রেখে বিশেষভাবে এই তিনটি আয়াত কেন নির্বাচন করলেন? তা উপলব্ধির জন্য প্রথমে আয়াতগুলোর অর্থ বুঝে নেওয়া চাই।

প্রথম আয়াতের শিক্ষা

খুত্‌বায় সর্বপ্রথম পড়া হয় সূরা নিসার প্রথম আয়াত। আয়াতটি হল,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

https://t.me/islaMic_fdf

'হে লোকসকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে) এবং তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে)। আর তাদের উভয়ের (পারস্পরিক সম্পর্ক) থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাক (কেউ যখন কারও কাছে নিজের হক চায়, তখন বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার হক আমাকে দিয়ে দাও। তাই বলা হয়েছে, যে আল্লাহর অছিলা দিয়ে তোমরা নিজের হক দাবি কর, তাকে ভয় কর, যাতে সেই হক আদায়ে তার কোন হুকুম লংঘন করা না হয়। তারপর বলা হয়েছে) এবং আত্মীয়দের (পারস্পরিক অধিকারসমূহের) ব্যাপারেও ভয় কর (যাতে তাদের অধিকার পদদলিত করা না হয়)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন (তিনি তোমাদের প্রতিটি গতিবিধি দেখছেন) (সূরা নিসা : ১)।

এ আয়াতের শিক্ষা হল, পরস্পরে একে অন্যের হক আদায় করুন।

দ্বিতীয় আয়াতের শিক্ষা

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আলে 'ইমরানের–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'হে মু'মিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেভাবে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান, অন্য কোন অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে। বরং এ অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম'। (সূরা আলে 'ইমরান : ১০২)

মুসলিম মানে আনুগত্যকারী। অর্থাৎ সারাটা জীবন আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ভেতর কাটাও, যাতে সর্বক্ষণ মুসলিম ও অনুগত হয়ে থাকতে পার। ফলে যখন মৃত্যু আসবে, তখন তুমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফরমাবরদারির অবস্থায় থাকবে।

এ আয়াতের শিক্ষা হল, আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করুন।

তৃতীয় আয়াতের শিক্ষা

তৃতীয় আয়াতটি সূরা আহাযাবের,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

https://t.me/islaMic_fdf

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর (তাকওয়া অবলম্বন কর) এবং সত্য-সঠিক কথা বল। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মসমূহ সংশোধন করে দেবেন। (এবং তোমাদের সকল কাজ সমাধা করে দেবেন) আর তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই সফলতা লাভ করবে'। (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুত্‌বায় এ তিনওটি আয়াত পড়তে বলতেন। কাজেই ভেবে দেখা দরকার, তিনি বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ আয়াত তিনটিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন। বিশেষত যখন কুরআন মাজীদে বিবাহসংক্রান্ত আরও বহু আয়াত রয়েছে এবং এ তিন আয়াতে কোথাও সরাসরি বিবাহের উল্লেখ নেই?

তিনও আয়াতে তাক্‌ওয়ার উল্লেখ

লক্ষ করলে দেখা যায়, সাধারণভাবে তিনওটি আয়াতে যে বিষয়টির উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে 'তাক্‌ওয়া'। তাক্‌ওয়া দ্বারাই তিনওটি আয়াতের সূচনা। বোঝা যাচ্ছে, বিবাহে এ আয়াত তিনটি দ্বারা বিশেষভাবে তাক্‌ওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু তা কেন? তা এজন্য যে, লোকে সাধারণত বিবাহের বিষয়টাকে দ্বীনের বাইরে কেবলই পার্থিব বিষয় মনে করে। ফলে এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশাবলীকে তারা অগ্রাহ্য করে। বিবাহের আগে তো বটেই, এমনকি বিবাহের সময় এবং বিবাহের পরেও তারা এসংক্রান্ত বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ করে না। এ কারণেই বিবাহানুষ্ঠানে বিশেষভাবে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিবাহের সম্পর্ক বা দাম্পত্য জীবন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে শান্তিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না উভয়ের অন্তরে তাক্‌ওয়া সক্রিয় থাকে। তাক্‌ওয়া ছাড়া একে অন্যের হক যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তা আদায়েরও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

দাম্পত্য জীবনের তিনটি স্তর আছে। একটি বিবাহের আগের, একটি বিবাহকালীন এবং একটি তার পরের। এ তিনও ধাপে আমরা দ্বীনকে পাশ কাটিয়ে চলছি। কেবল এতটুকু করেই ক্ষান্ত হই যে, বিবাহের সময় কোন মৌলভী সাহেবকে ডেকে তার দ্বারা খুত্‌বা পড়িয়ে নেই, যাতে এ আয়াত তিনটি থাকে। আর এভাবে তার মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করিয়ে নেই। কিন্তু বিবাহের আগে কী করণীয় আর আমরা কী করছি এবং ঠিক বিবাহের মুহূর্তেইবা কী করছি? বিবাহের পর কী করা হয়ে থাকে? যা কিছু করা হয়, না আল্লাহ তা'আলার সংগে তার কোন সম্পর্ক আছে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

https://t.me/islaMic_fdf

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। অথচ বিবাহ একটি 'ইবাদত এবং একটি ছওয়াবের কাজ।

বিবাহ প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের একটি সহজ উপায়

ইসলামী শরী'আতে আল্লাহ তা'আলা বিবাহকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। এর চে' বেশি সহজ আর কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তাতে আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ রাখা হয়েছে। এটা তো স্পষ্ট যে, সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা নারীর প্রতি পুরুষের মনে এবং পুরুষের প্রতি নারীর মনে আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন। সেই আকর্ষণের কারণেই দুয়ে মিলে একত্রে জীবন-যাপন করা নারী-পুরুষের এক স্বভাবগত চাহিদা। কোন কোন ধর্ম তো একে শয়তানী চাহিদা ঠাওরিয়ে এ আকর্ষণের নিন্দা করেছে। সেসব ধর্ম অনুযায়ী এ চাহিদাকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়। এ ধারণা থেকেই বৈরাগ্যবাদের উৎপত্তি, যার সারকথা হল, বিয়ে-শাদি করো না। সংসারবিমুখ হয়ে সম্পূর্ণ একাকি জীবন কাটিয়ে দাও। কিন্তু ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। এটা স্বভাবধর্ম। এ ধর্ম জানে, পারস্পারিক এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বভাবগত বিষয়। স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করলে স্বভাব তখন নিজ চাহিদ পূরণের জন্য নাজায়েয ও হারাম পন্থা খুঁজে নেয়। সুতরাং চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইসলাম স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ না করে বরং স্বভাবসম্মত পন্থা দান করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

'হে নবী ! আপনার আগেও আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রীও দিয়েছি এবং সন্তান-সন্ততিও।' (সূরা রা'দ : ৩৮)

কাজেই স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করে একা জীবন-যাপন করা ইসলামসম্মত নয়। বরং তাদেরকে নিয়ে তাদের মধ্যেই জীবন-যাপন করতে হবে। এটাই স্বভাবের দাবি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই স্বভাবগত চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং সে ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন। তার জন্য বিশেষ কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি।

খুত্‌বা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় – সুন্নত

সুতরাং বিবাহকালে খুত্‌বা পড়া অপরিহার্য কোন শর্ত নয়। এটা ওয়াজিব বা ফরয নয়। হ্যাঁ সুন্নত অবশ্যই। যদি দু'জন নর-নারী পরস্পরে ঈজাব-কবূল করে নেয় এবং সেই মজলিসে দু'জন পুরুষ সাক্ষী বা একজন পুরুষ ও

https://t.me/islaMic_fdf

দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের একজন অন্যজনের জন্য হালাল হয়ে যাবে। এমনই সহজ আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহকে করে দিয়েছেন। আর তা এজন্য করেছেন, যাতে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে বিশেষ বেগ পেতে না হয়। একদম সহজ-সরল ইসলামী বিবাহ। না এতে বাগদান শর্ত, না সাজসজ্জা, না অনুষ্ঠানের দরকার হয়, না লোক সমাবেশের। কোনও রকমের দাওয়াত-নিমন্ত্রণও এর জন্য অপরিহার্য নয়।

বিবাহ যেভাবে বরকতপূর্ণ হয়

এক হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مَؤُوْنَةً

'সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ বিবাহ সেটি, যাতে খরচ কম'।

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ২৩৩৮৮)

অর্থাৎ– যে বিবাহে বেশি আড়ম্বর করা হয় না, আল্লাহ তা'আলা তাতেই বেশি বরকত দান করেন।

নবীযুগের বিবাহ

শরী'আত বিবাহকে যত বেশি সহজ করেছে, আমরা একে তত বেশি কঠিন করে ফেলেছি। বর্তমানকালে বিবাহ একটা আযাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের পর মাস বরং বছরের পর বছর এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়, লাখ-লাখ টাকা খরচ করতে হয়। এ ছাড়া বিবাহ হয় না। অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এটা কতই না সহজ ছিল। শুনুন সেকালের কিছু ঘটনা।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী। আশারায়ে মুবাশ্শারা অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্যতম, যাদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এক সংগে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তারা জান্নাতবাসী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সব সাহাবীরই গভীর সম্পর্কে ছিল। তারপরও এই দশজন ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। হযরত 'আব্দুর-রহমান ইব্ন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও তাদের একজন।

হাদীছ শরীফে আছে, একবার তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলে তার জামায় হলুদ দাগ দেখা গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জামায় এ

https://t.me/islaMic_fdf

হলুদ দাগ কিসের? উত্তরে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। বিবাহের কারণে যে খোশবু লাগিয়েছিলাম, এটা তার দাগ। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন। بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন। তারপর বললেন, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ 'ওলিমা কর; একটা ছাগল দিয়েই হোক না কেন'।

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭ ; মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬ ; তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪ ; নাসাঈ, হাদীছ ৩২৯ ; আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮০৪ ; ইবন মাজা, হাদীছ ১৮৯৭ ; আহমাদ, ১২২২৪)

এ অনাড়ম্বরতা আপনিও গ্রহণ করুন

চিন্তা করে দেখুন, হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে তার আত্মীয়তাও ছিল এবং তিনি আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন। তা সত্ত্বেও নিজ বিবাহে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকেননি। তাঁকে ছাড়াই তিনি বিবাহ করেছেন এবং বিবাহের পরও নিজ গরজে তাকে জানাননি; বরং তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে জানিয়েছেন। তাই বলে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযোগ করেছেন যে, তুমি তো নিজে নিজেই বিয়ে করলে আমাকে ডাকলে না? তা তো করেনইনি, বরং দু'আ করেছেন بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ (আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহে তোমাকে বরকত দান করুন) সেই সংগে হুকুম দিয়েছেন, একটা ছাগল যবাহ করে হলেও ওলীমা কর।

আজকাল যদি কেউ এভাবে বিবাহ করে এবং তাতে নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদেরকে দাওয়াত না করে, চিন্তা করে দেখুন তার অবস্থা কি দাঁড়ায়। কত অভিযোগ ও কত সমালোচনা তার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে যাবে। এত বড় কথা! নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলল ! আমাদেরকে জানাল না পর্যন্ত ! অথচ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অভিযোগ করেননি।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন আনসারী সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয়পাত্র। হাদীছের কিতাবসমূহে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ শেষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে আসছিলেন। তাঁর উটটি ছিল অত্যন্ত ধীরগতি। তিনি দ্রুত হাঁকানোর চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু সেটি চলছিল

https://t.me/islaMic_fdf

না। কাফেলার সকলে সামনে চলে গেল আর তিনি পেছনে পড়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন, তিনি বারবার পেছনে পড়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁর কাছে চলে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাফেলার সাথে কেন চলছ না? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি ভালো চলছে না। আমি একে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু এটি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী ঝোঁপ থেকে একটা লাঠি ভেংগে নিলেন এবং চাবুকের মত সেটি দিয়ে উটটিকে মৃদু একটা আঘাত করলেন। যেই না তিনি আঘাত করলেন অমনি তাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এমনই দ্রুত সেটি ছুটতে শুরু করল যে, গোটা কাফেলাকে পেছনে ফেলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফের তাঁর কাছে পৌছলেন। বললেন, এবার তো তোমার উট খুব দৌড়াচ্ছে। হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বরকতে এটা দ্রুতগামী হয়ে গেছে। এখন কাফেলার সকলের আগে ছুটছে।

তিনি বললেন, এটি তো খুবই ভালো উট। আমার কাছে বেচবে কি? হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিক্রির কি প্রয়োজন; আপনার পছন্দ হলে এটি আমি আপনাকে হাদিয়া দিলাম। আপনি কবূল করুন। তিনি বললেন, হাদিয়া নয়; বরং দাম দিয়েই নেব। বিক্রি করতে চাও তো বল। হযরত জাবির (রাযি.) বললেন, অগত্যা যদি কিনতেই চান, আপনার যা ইচ্ছা একটা দাম দিয়ে দিন। বললেন, না, তুমিই বল, কি দাম হলে বেচবে। হযরত জাবির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক উকিয়া রূপা (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) হলে বিক্রি করব। তিনি বললেন, তুমি খুব বেশি দাম চাইলে। এ দামে তো আরও অনেক বড় উট কেনা যায়। জাবির (রাযি.) বললেন, আপনার যা ইচ্ছা দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা এক উকিয়া রূপার বিনিময়েই কিনলাম; মদীনায় পৌঁছে দাম পরিশোধ করব।

হযরত জাবির (রাযি.) উট থেকে নেমে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নামলে কেন? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, উটটি তো আপনি কিনে নিয়েছেন। এখন এটা আপনার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে কি তুমি পায়ে হেটে মদীনায় ফিরবে? তার চে' বরং তুমি উটে চড়েই আস। মদীনায় পৌঁছে এটি আমাকে দিও এবং দামও আমি তখনই আদায় করব।

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে তিনি উটটি নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম হিসেবে এক উকিয়া রূপা তাকে পরিশোধ করলেন। তারপর দাম নিয়ে যখন

https://t.me/islaMic_fdf

ফিরে যাচ্ছিলেন, আবার ডেকে পাঠালেন এবং উটটিও তাঁকে দিয়ে দিলেন। বস্তুত এটা ছিল বেচাকেনার ছলে তাঁর প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক অনুদান।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ

হাদীছ শরীফে আছে, উটটি যখন দ্রুত চলছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাথে চলছিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? জাবির (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যুদ্ধে আসার কিছু আগে আমি বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন কুমারীকে বিবাহ করেছ, না পূর্ব বিবাহিতাকে? উত্তর দিলেন, এক পূর্ববিবাহিতাকে। তার পূর্বের স্বামী ইন্তিকাল করেছে। তারপর আমি তাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কুমারীকে বিবাহ করলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতার তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে। (তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) আমার ছোট ছোট বোন আছে। তাই আমার এমন এক মহিলার দরকার ছিল, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারবে। অল্প বয়সের কোন মেয়েকে বিয়ে করলে সে ঠিকমত তাদের পরিচর্যা করতে পারবে না। সে জন্যেই এক বিধবাকে বিবাহ করা। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হলেন। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বরকত দান করুন এবং মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে তোমাদের মিলিয়ে রাখুন'।

(বুখারী, হাদীছ ৪৯৪৮ ; মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪ ;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৪৪৮২)

বিষয়টা ভেবে দেখুন, হযরত জাবির (রাযি.) যুদ্ধে যাওয়ার আগে মদীনা মুনাওয়ারায় বিবাহ করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত রয়েছেন। তারপর তাঁর সাথেই তিনি যুদ্ধে যোগদান করলেন। যাওয়ার পথে তো নয়ই, ফেরার পথেও নিজের পক্ষ থেকে তিনি এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু জানাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যখন তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বিবাহ করেছেন কিনা, কেবল তখনই জানালেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। এর আগ পর্যন্ত তিনি তাঁকে বিবাহের মজলিসে তো ডাকেনইনি, বিবাহ করেছেন এই খবরটুকু পর্যন্ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি।

https://t.me/islaMic_fdf

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্চ করেননি যে, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন।

অন্যদেরকে ডাকার রেওয়াজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জীবনে বিয়ে-শাদির এই সাদামাঠা দৃশ্যই চোখে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এ বিধানটিকে যেমন সহজ-সরল রূপে দিয়েছিলেন, সাহাবায়ে কিরামও বিষয়টিকে ঠিক সেভাবেই রেখেছিলেন। তাঁরা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরতা ও দাওয়াত-নিমন্ত্রণের ঘটার পেছনে পড়েননি। সবটাই সহজ-সরলভাবে সম্পাদন করেছেন। আমি বলছি না, বিবাহে বড়দেরকে ডাকা ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করা হারাম ও নাজায়েয। হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বিবাহকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আবূ বকর ও উমরকে ডাক; ফাতিমার বিবাহ হবে। এভাবে তিনি বিশেষ বিশেষ লোককে ডেকেছিলেন। সুতরাং এটাও জায়েয। কথা হচ্ছে বাড়াবাড়ি নিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক না আসবে, যতক্ষণ এই এই শর্ত পূরণ না হবে এবং এই এই প্রথা ও রসম-রেওয়াজ পালন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ হতে পারবে না এ জাতীয় বাড়াবাড়ির কোন সুযোগ শরী'আতে নেই।

বর্তমানে আমরা সহজকেও কঠিন বানিয়ে ফেলেছি

আমরা বিবাহকে বড় কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। ফলে হালালের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আর তাতে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। যখন হালালের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, স্বাভাবিকভাবেই হারামের দরজা খুলে যাচ্ছে। বর্তমানকালে কেউ হালাল পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তাতে রাজ্যের প্রতিবন্ধকতা। তারপর গাঁটের পয়সা খরচ। লাখ-লাখ টাকা ব্যয় না করলে হালাল পন্থা অবলম্বন করা যায় না। এরই কুফল হল হারামের প্রতি মানুষের ঝোঁক। হালালকে কঠিন করে ফেলার কারণে হারামের দরজা খুলে গেছে আর সেই দরজা দিয়ে সমাজে কদর্যতার ক্রম বিস্তার ঘটছে।

তিনটি কাজে বিলম্ব পরিহার করুন

একটি হাদীছ সর্বক্ষণ মনে রাখার মত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'আলী (রাযি.)কে লক্ষ করে বললেন–

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا

https://t.me/islaMic_fdf

'তিনটি জিনিসে কখনও বিলম্ব করো না। নামাযে, যখন তার ওয়াক্ত হয়ে যায়। জানাযায়, যখন তা হাজির হয়ে যায় আর সাবালিকার বিবাহে, যখন উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যাও।' (তিরমিযী, হাদীছ ১৫৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৭৮৭)

জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেলে জানাযার নামাযে দেরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। শরীআতে জানাযার নামায আদায়ে দেরি না করা ও যথাসম্ভব শীঘ্র আদায়ের জোর তাগিদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, নামাযের জামাত প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার সময় যদি জানাযা এসে যায়, তবে জামাতের সাথে ফরয আদায়ের পর সুন্নতের জন্যও আর দেরি করা যাবে না; বরং প্রথমে জানাযার নামায পড়া হবে, তারপর সুন্নত পড়া হবে। কেউ কেউ বলেন, ফরযের পর সুন্নতও পড়া জায়েয আছে, কিন্তু নফলে লিপ্ত হয়ে জানাযায় বিলম্ব ঘটানো জায়েয হবে না। এরই উপর ফতোয়া। অনেকের এ মাসআলা জানা নেই। তারা ফরয নামাযের পর জানাযার ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও নফলে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ নফলের কারণে জানাযায় দেরি করা জায়েয নয়।

এ হাদীছে ওয়াক্ত অর্থাৎ মুস্তাহাব ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর নামায আদায়ে দেরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব নামায পড়ে নিতে হবে। তাতে পরে সময় থাকুক বা না থাকুক এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকুক বা না থাকুক।

তৃতীয় নির্দেশ হল, মেয়ে বড় হয়ে গেলে যদি উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায়, তবে বিবাহে দেরি করবে না। উল্লিখিত হাদীছে বিশেষভাবে এ তিনটি কাজে বিলম্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে আছে–

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

'তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা খুশি, তবে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দাও। তা যদি না কর, তবে যমীনে ফিতনা দেখা দেবে ও মহা অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়বে।'
(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

সেই অনিষ্ট হল হারামের বিস্তার। যখন হালালের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে, অনিবার্যভাবে হারামের পথ খুলে যাবে।

ফুযুল রসম-রেওয়াজ ছেড়ে দিন

বলছিলাম, শরীআত বিবাহকে যতটা সহজ করে দিয়েছিল, আমরা তাকে ততটাই কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। নানা আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়ে একে একটা আযাবে পরিণত করেছি। আল্লাহই জানেন, এতে নিজেদের পক্ষ থেকে কত

https://t.me/islaMic_fdf

রকমের রসম-রেওয়াজ আমরা চালু করে দিয়েছি। প্রথমে বাগদান (এনগেজ মেইন্ট) হতে হবে। তাতে এই এই আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। তারপর গায়ে হলুদ হবে। তাতে নানা আয়োজন থাকবে। এসব রসম পালন না করে বিবাহ হতে পারে না। আমরা মনগড়াভাবে এসব প্রথা চালু করে দিয়েছি। এরই পরিণামে এখন আর বিবাহে সেই বরকত নেই; বরং নানা বেবরকতি দেখা যাচ্ছে।

বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া চাই

দ্বিতীয় হল বিবাহকালীন অবস্থা। এ সময় কিছু করণীয় বিষয় আছে। আমি আগেই বলেছি, বিবাহ একটি ইবাদত। এ ইবাদত সম্পাদনের জন্য যেসব কাজ জরুরি তার একটি হল প্রকাশ্য ঘোষণা। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

'তোমরা এ বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তা মসজিদে সম্পাদন কর।'

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৯ ; ইবন মাজা, হাদীছ ১৮৮৫;
মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৫৫৪৫)

বিবাহের ঘোষণা দেওয়ার অর্থ তা প্রকাশ্যে সম্পাদন করা। হালাল ও হারামের মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, হারাম কাজ লুকিয়ে করা হয়, সকলের অজান্তে গোপনে সেরে ফেলা হয়। বিবাহ কোন হারাম কাজ নয়। একটা বৈধ কাজ ও 'ইবাদত। তাই শরীআত প্রকাশ্যে সম্পাদন করার আদেশ দিয়েছে, যাতে সকলে জানতে পারে, অমুকের সাথে অমুকের বিয়ে হয়ে গেছে এবং কারও মনে কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।

এ হাদীছের দ্বিতীয় নির্দেশ হল, বিবাহ মসজিদে সম্পাদন কর। এটাও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। বিবাহ যেহেতু একটা 'ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন, তাই নামাযের মত বিবাহকেও মসজিদে সম্পাদন করতে বলা হয়েছে। নামায এক 'ইবাদত, শরীআতের হুকুম হল তা মসজিদে আদায় কর। তেমনি বিবাহও এক ইবাদত। এ ব্যাপারে হুকুম হলো, তা মসজিদে অনুষ্ঠিত কর। এটাও সুন্নত।

বিবাহের পর মসজিদে শোরগোল

তবে এস্থলে আরও একটি মাসআলা জেনে নিন। নবী হওয়ার কারণেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি এ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

https://t.me/islaMic_fdf

মসজিদে বিবাহানুষ্ঠানের আদেশ সংক্রান্ত অপর এক হাদীছে তিনি আরও ইরশাদ করেন–

وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

'হাটবাজারের মত কোলাহল থেকে বিরত থাক।'

(মুসলিম, হাদীছ ৬৫৫; তিরমিযী, হাদীছ ২১১; আবূ দাউদ, হাদীছ ৫৭৭)

বর্তমানকালে মসজিদে বিবাহানুষ্ঠানের রেওয়াজ পাচ্ছে। এটা একটা আশার কথা। কিন্তু সেই সংগে হাদীছের দ্বিতীয় অংশের প্রতিও লক্ষ থাকা উচিত ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহকে মসজিদে অনুষ্ঠিত করার আদেশ দানের সাথে এদিকেও তো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, মসজিদে এটা অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে যেন বাজারের মত হইচই না হয়। কিন্তু আজকাল এদিকে লক্ষ রাখা হয় না। দেখা যায়, বিবাহ হয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে মসজিদ গরম হয়ে যায়। এক সাথে সকলে হইচই শুরু করে দেয়। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, মানুষ এ আদেশ পালন করতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। মসজিদে হট্টগোল করা গুনাহ। মানুষ পাছে এ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাই আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছেন, হাটবাজারের মত কোলাহল থেকে মসজিদকে রক্ষা কর।

'ইবাদতে গুনাহের মিশ্রণ

বিবাহ যখন একটি 'ইবাদত, তখন 'ইবাদতের মর্যাদা দিয়েই একে সম্পাদন করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে, যাতে এ 'ইবাদত গুনাহের মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকে। কি আশ্চর্য ! একদিকে 'ইবাদতও হচ্ছে, অন্যদিকে হারাম কাজও করা হচ্ছে, গুনাহও হচ্ছে। এটা যেন এ রকমের যে, এক ব্যক্তি নামাযও পড়ছে আবার সেই সাথে রেকর্ড চালু করে গানও শুনছে। একই সাথে নামায ও গানবাদ্য চলছে। বাস্তবে এটা ভাবা যায় না। কেননা, একজন লোক, সে যেমনই হোক না কেন, অনন্তপক্ষে নামায পড়ার সময় গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। নামায পড়ার সময় সামনে ছবি থাকলে তা সরিয়ে দেবে এবং গানবাদ্য চললে তা বন্ধ করে দেবে।

এক সময় হিন্দুস্তানে নামায আদায়কালে কোন কাফের মসজিদের সামনে বাদ্য বাজালে দাঙা লেগে যেত। মুসলিমগণ তার প্রতিরোধে জান দিয়ে দিত। কিন্তু এখনকার অবস্থা কতইনা দুঃখজনক। নিজেরাই এখন মসজিদের সামনে গানবাদ্য চালাচ্ছে।

বলছিলাম, নামায ও 'ইবাদতকালে মানুষ বিশেষ লক্ষ রাখবে যাতে কোন গুনাহের কাজ না হয়ে যায়।

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের মজলিস যেন থাকে গুনাহমুক্ত

বিবাহ একটি 'ইবাদত। এর দাবি হল বিবাহের মজলিস সব রকম গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবে। এটা 'ইবাদতের মজলিস, সুন্নত আদায়ের মজলিস এবং ছওয়াব ও পুণ্যার্জনের মজলিস। এ মজলিসে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ রকম এক পবিত্র মজলিস গুনাহের দ্বারা অপবিত্র হয়ে যাবে তা মেনে নেওয়া যায় না। কাজেই একে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে পবিত্র রাখার অংগীকার নিতে হবে।

আমরা এ মজলিসকে পঙ্কিল করে ফেলেছি। এতে সব ধরনের গুনাহ হচ্ছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হচ্ছে। মহিলারা সেজেগুজে সর্বসমক্ষে আসছে। আবার সেই সাথে বিবাহের 'ইবাদতও হচ্ছে। এটা কী ধরনের ইবাদত এটা সুন্নতের কেমন অনুসরণ?

আয়াতে তো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 'আল্লাহকে ভয় কর'। বিবাহ সম্পাদন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির সাথে বিবাহ সম্পন্ন করা হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রহমত ও বরকত কিভাবে লাভ হতে পারে? বরকত কেবল তখনই হতে পারে, যখন বিবাহনুষ্ঠানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হবে, তাঁর হুকুম পালন করা হবে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সাদাসিধাভাবে তা সম্পন্ন করা হবে। সেই সাথে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিবাহানুষ্ঠানকে মুক্ত রাখা হবে। অনুষ্ঠান করা ও মানুষজনকে ডাকা গুনাহের কাজ নয়। দাওয়াত করতে কোন সমস্যা নেই। এসবই করা হোক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন গুনাহের কাজ না হয়। কেননা, বিবাহ একটা ইবাদত। এটা করা হয় বৈধ পন্থায় স্বভাবগত চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করার জন্য। এর সাথে কোন গুনাহের কাজ করা হলে তা বিবাহের লক্ষ-উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহের মজলিসকে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য তাক্ওয়া অপরিহার্য

তৃতীয় ধাপ হল বিবাহের পরবর্তীকালীন। এসময় তাক্ওয়া অবলম্বন করা জরুরি। আমার পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না। চিন্তা করে দেখুন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি রকমের। এ সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ঠ যে, অন্য কোনও ক্ষেত্রে দু'জন মানুষের মধ্যে এরকম ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা যায় না এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। তারা দু'জন পরস্পরে একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে। একে অন্যের

https://t.me/islaMic_fdf

এতটাই কাছের, যার চে' বেশি কাছের ইহজগতে কেউ কারও হতে পারে না। এই সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতার সময়, যখন তারা অন্য কারও দৃষ্টির সামনে থাকে না, যদি একজন অন্যজনকে কোন রকম কষ্ট দেয় বা একে অন্যের হক নষ্ট করে, তবে সেই অন্যায় আচরণে বাধা সৃষ্টি করবে এমন কে আছে, না কারও পক্ষে তা সম্ভব ?

মানুষের পারস্পারিক হক ও অধিকারসমূহ সমপর্যায়ের নয়। কোন কোন হক এমনও আছে, যা নষ্ট করা হলে পুলিশের মাধ্যমে তা উসূল করা যায়। কিংবা আদালতে মামলা দায়ের করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক হকসমূহের অধিকাংশই সে রকমের নয়। সেজন্য পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া যায় না এবং আদালতেরও আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয় না। আদালত বড়জোর খোরপোষ ও মোহরানা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর সামনে ভার হয়ে থাকে বা রূঢ় ভাষায় কথা বলে আর এভাবে অনবরত স্ত্রীর মনে আঘাত দিতে থাকে, তবে তা বন্ধ করার উপায় কি হতে পারে? কোন আদালত বা পুলিশ এসে এর সুরাহা করে দিয়ে যাবে? এমন কি আছে, যা স্ত্রীর সে মনোবেদনা দূর করতে ভূমিকা রাখতে পারে ?

এমন কিছু যদি থাকে, তবে তা কেবল একটা জিনিসই। তাহলো তাক্ওয়া বা আল্লাহভীতি। কেবল আল্লাহর ভয়ই পারে সকল অন্যায় আচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে। স্বামীর অন্তরে যখন এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্ত্রীর জীবনকে আমার সংগে জড়িয়ে দিয়েছেন। আমার উপর তার কিছু হক আছে, যা আমাকে আদায় করতে হবে, তা আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। এ অনুভূতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষের দ্বারা স্ত্রীর যাবতীয় হক আদায় হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি একমাত্র শক্তি, যা স্ত্রীর হক আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। কোন আদালত বা পুলিশের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

হিংস্র পশুর স্বভাব

আমার এক সহপাঠী ছিল। একবার সে গর্বচ্ছলে বলছিল, আমি যখন ঘরে ঢুকি, স্ত্রী বা সন্তানদের সাহস হয় না, আমার সাথে কোন কথা বলবে বা আমার কথা অমান্য করবে। সে এই বলে নিজের পৌরুষ জাহির করছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে, এটা কোন হিংস্র জীবের চরিত্র হতে পারে, সত্যিকার কোন মানুষের চরিত্র হতে পারে না।

https://t.me/islaMic_fdf

মানুষের চরিত্র তো হবে অন্যরকম, যে রকম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিল। আম্মাজান হযরত 'আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসতেন, তাঁর পবিত্র চেহারা থাকত প্রফুল্ল, মুখে থাকত মুচকি হাসি। আমি যতকাল তাঁর সাথে কাটিয়েছি, কখনও তিনি আমাকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেননি।

(সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭ম খন্ড, ১২১; কানযুল-উম্মাল, হাদীছ ১৮৭১৯)

হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.)-এর কারামত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করে দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষের কাজ। অন্তরে তাক্ওয়া না থাকলে এরূপ কাজ করে দেখানো সম্ভব নয়। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, এরূপ অসাধারণ দৃষ্টান্ত পেশ কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। আমার শায়খ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহমাতুল্লাহি আলাইহি – আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উঁচু মর্যাদা দান করুন – নিজ কর্মপন্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, পঞ্চান্ন বছর হয়েছে বিয়ে করেছি; কিন্তু আজ পর্যন্ত পরিবারের সাথে এমন কোন আচরণের অবকাশ আসেনি, যাতে রাগত স্বরে কথা বলতে হয়েছে। মানুষ তো বাতাসে উড়ে চলা বা আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়াকে কারামত মনে করে; কিন্তু প্রকৃত কারামত তো হযরত শায়খ (রহ.)-এর এ আচরণ। পঞ্চান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে রাগত স্বরে কথা না বলা চরিত্রের কে দৃঢ়তা প্রমাণ করে ভেবে দেখুন তো! প্রকৃত কারামত তো এটাই।

হযরত শায়খ (রহ.)-এর মুহ্তারামা স্ত্রী নিজেই বলতেন, সারা জীবনে হযরত (রহ.) আমাকে কখনও কোন কাজের আদেশ করেননি। কখনও বলেননি, আমাকে পানি দাও বা এ কাজটি করে দাও; বরং আমি নিজ আগ্রহেই যা করার করেছি।

বস্তুত স্ত্রীর সংগে রাগতস্বরে কথা না বলার মত উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ কেবল তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই হতে পারে। অন্তরে যখন আল্লাহ্ভীতির প্রহরা থাকে, কেবল তখনই মানুষের দ্বারা এ রকম সুষ্ঠু ও শুদ্ধ আচরণ সম্ভব হয়। কোন পুলিশী পাহারা বা আদালতের খবরদারিতে এটা সম্ভব নয়।

স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কে ?

এমনিভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে যায়, তাকেইবা রুখতে পারে কে? কোন আদালত বা পুলিশের পক্ষে কি তা সম্ভব?

https://t.me/islaMic_fdf

কস্মিনকালেও তা সম্ভব নয়। তাকে রুখতে পারে কেবল একটা জিনিসই, যা স্বামীকে তার অন্যায়-অনাচার থেকে রোখার শক্তি রাখে। অর্থাৎ তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি।

এ কারণেই জীবনপথের এই নতুন বাঁকে, এই নাজুক ও স্পর্শকাতর ধাপে বিশেষভাবে আল্লাহভীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। সুতরাং খুত্বার যে সুন্নতসম্মত বিধান আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাক্ওয়াসংক্রান্ত তিনটি আয়াতই বেছে নেওয়া হয়েছে। তাতে অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর। অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি কর এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার চেতনা সঞ্চার কর। তবেই তোমরা একে অন্যের হক আদায়ে সক্ষম হবে। অন্যথায় তা আদায় করা কখনও সম্ভব হবে না।

যে কোনও কাজের সুষ্ঠুতা তাক্ওয়ার মধ্যেই নিহিত

সত্য কথা হচ্ছে, তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি ছাড়া দুনিয়ার কোন কাজই বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। বিশেষত বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক হকসমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহভীতিই পারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে। তা ছাড়া এ হক পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হওয়া সম্ভব নয়। যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে দৃষ্টি থাকে, অন্তরে সুন্নত মেনে চলার প্রেরণা থাকে, হৃদয়-মন আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে এবং থাকে আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি, তবেই পারস্পরিক হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় হতে পারে। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, প্রতিটি হকের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা তা কতটুকু আদায় করেছ এবং এক্ষেত্রে কোন আত্মীয়ের সাথে কিরকম ব্যবহার করেছ?

বিবাহ করা সুন্নত

বিবাহের খুত্বায় উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ ছাড়া কিছু হাদীছও পড়া হয়। সুতরাং আমি একটি হাদীছ পড়েছি–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ

'বিবাহ আমার সুন্নত'। (ইবনে মাজা, হাদীছ ১৮৩৬)

এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, বিবাহ কেবল দুনিয়াদারী কাজ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা এ কাজে ছওয়াবও রেখেছেন। তাই এটা একটা ইবাদতও বটে।

https://t.me/islaMic_fdf

এর দ্বারা আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে, যে সকল কাজকে আমরা কেবল পার্থিব বিষয় মনে করি, তাতে যদি দৃষ্টিকোণ ও নিয়ত বদলে ফেলা যায় এবং সঠিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে সেই কাজই দ্বীন বনে যায় এবং তাতে ছওয়াব পাওয়া যায়। সেই হিসেবে যেমন এ বিবাহও দ্বীন, তেমনি বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, চাকরি-বাকরি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে আনন্দ-ফুর্তি সবই দ্বীন। শর্ত একটাই, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা। আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিয়ত থাকলে পানাহার করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা ও অন্যসব দুনিয়াবী কাজ করাও দ্বীন হয়ে যায় এবং তাতে অশেষ পুণ্য লাভ হয়।

বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন বংশের মধ্যে প্রীতিবন্ধন হয়

দ্বিতীয় যে হাদীছটি পড়েছিলাম, তা হচ্ছে–

لَمْ تُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুই গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলে তা সুদৃঢ় করার জন্য বিবাহের মত কার্যকর কোন জিনিস দেখা যায়নি। (ইব্ন মাজা, হাদীছ ১৮৩৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৪/১২৮)

বিবাহ দ্বারা নতুন আত্মীয়তা জন্ম নেয় এবং দুই গোত্রের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে পূর্বে যে সুসম্পর্ক ছিল তা আরও প্রাণবন্ত ও পরিপক্ব হয় আর এভাবে পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আরও বরকতময় হয়ে উঠে। তবে এর জন্য উভয় পক্ষে তাক্ওয়া-পরহেযগারি থাকা এবং একে অন্যের হক আদায়ে যত্নবান থাকা শর্ত।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের পেছনে এ কারণটিও কার্যকর ছিল। অর্থাৎ আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তিনি সুস্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি সেসব গোত্রে বিবাহ করেন। সেকালে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের রেওয়াজ ছিল। কেউ কোন গোত্রে বিবাহ করলে সেই গোত্রের সাথে তার মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠত। যদি পূর্ব থেকেই সম্পর্ক থাকত, তবে বিবাহের মাধ্যমে সে সম্পর্ক আরও পাকাপোক্ত হত।

দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ হল পুণ্যবতী স্ত্রী

আমি তৃতীয় যে হাদীছটি পড়েছি, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

https://t.me/islaMic_fdf

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'দুনিয়ার সবটাই সম্পদ ও উপকার লাভের জিনিস। আর দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পুণ্যবতী স্ত্রী।'

(মুসলিম– হাদীছ ২৬৬৮; নাসায়ী– হাদীছ ৩১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ৬২৭৯)

আল্লাহ তা'আলা এ জগতকে মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। এর সব কিছুই মানুষের জন্য কল্যাণকর যদি বৈধ পন্থায় ব্যবহার করা হয়। মানুষ যাতে বৈধপন্থায় উপকৃত হতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার যা দ্বারা লাভ করা যায়, তা হচ্ছে ভালো স্ত্রী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেককার স্ত্রীকে সবচে' বড় নিআমত সাব্যস্ত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম 'আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (রহ.) বলতেন, স্বামী-স্ত্রী যদি হয় এক ও নেক সেটাই দুনিয়ার জান্নাত। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যদি থাকে ঐক্য ও মহব্বত এবং উভয়েই হয় নেক ও দ্বীনদার, এ দু'টি জিনিস একত্র হলে সেই পরিবার দুনিয়ার জান্নাত হয়ে যায়। সেই পরিবার সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে। এ দু'টির কোনও একটি অনুপস্থিত থাকলে দুনিয়া জাহান্নাম হয়ে যায়। সেই পরিবারে চরম অশান্তি দেখা দেয়, দাম্পত্য জীবন নিরানন্দ ও বিস্বাদ হয়ে যায় এবং নানা যন্ত্রণায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে।

তিনটি জিনিস সৌভাগ্যের লক্ষণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার কারও তিনটি জিনিস অর্জিত হয়ে গেলে তা তার জন্য খোশনসীব হয়। সেটা তার সৌভাগ্যের আলামত

ক. প্রশস্ত নিবাস

খ. নেক স্ত্রী ও

গ. উপযুক্ত বাহন।

এ তিনটি জিনিসই যদি বেতালা হয়, তবে দুর্গতির সীমা থাকে না। সারাটা জীবন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছ দ্বারা স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রী নির্বাচনে স্বামীকে এবং স্বামী গ্রহণে স্ত্রীকে লক্ষ রাখতে হবে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং দ্বীনের উপর চলার আগ্রহ কতটুকু আছে। কেননা, এ ছাড়া কখনও বিয়ের প্রকৃত উপকারিতা লাভ করা যায় না।

https://t.me/islaMic_fdf

বরকতপূর্ণ বিবাহ

চতুর্থ হাদীছটি পাঠ করেছিলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مَؤُوْنَةً

'সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ বিবাহ সেটি, যাতে কষ্ট ও খরচ কম হয়।'

(মুসনাদে আহমাদ-হাদীছ ২৩৩৮৮)

অর্থাৎ বিবাহ যত সাদামাঠা হবে, যত সহজ সরলভাবে তা সম্পন্ন করা হবে, তাতে বরকতও তত বেশি লাভ হবে।

এ হল বিবাহ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা। এর যথাযথ অনুসরণ করা হলে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়বিধ কল্যাণ নিশ্চিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি লাভ হবে, দাম্পত্য জীবন আনন্দময় হবে এবং আখিরাতের জীবনও সাফল্যমণ্ডিত হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে যে নানারকম ফিত্না-ফাসাদ বিস্তার লাভ করছে, চতুর্দিক থেকে অশান্তি ও অনাসৃষ্টি ঘিরে ধরছে, তার মূল কারণ এসব নির্দেশনায় আমল না দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১১ খণ্ড, ৫২-৮১ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহ ইন্দ্রিয়চাহিদা নিবারণের বৈধ উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

অর্থ: 'নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ, যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত সম্পাদনকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে তারা হবে সীমালংঘনকারী'। (মুমিনূন : ১-৭)

মুহ্তারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমি আপনাদের সামনে যা তিলাওয়াত করলাম, তা সূরা মু'মিনূনের শুরুর কয়েকটি আয়াত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা যে সব মু'মিন কৃতকার্য হবে, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টাকে এভাবেও বলা যায় যে, একজন মু'মিনের কৃতকার্যতা যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এ আয়াতসমূহে তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য এসব গুণ অর্জনের ফিকির ও চেষ্টা করা। পূর্বের জুমু'আগুলোতে এর মধ্য হতে তিনটি গুণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। গুণগুলো ছিল –

এক. নামাযে খুশূ'-খুযূ' অবলম্বন করা

দুই. ফুযূল-অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিহার করা এবং

তিন. যাকাত আদায় করা ও আখলাক-চরিত্র সংশোধন করা।

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহ করা মুমিনদের বিশেষ গুণ

এ আয়াতসমূহে সফল মু'মিনদের চতুর্থ গুণ বলা হয়েছে, তারা নিজ লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া অন্যকিছুতে লিপ্ত হয় না। এই বৈধ উপায়ে কেউ নিজ কামচাহিদা নিবারণ করলে সেজন্য তারা নিন্দনীয় হবে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌনচাহিদা পূরণ করতে চাইলে সেটা হবে চরম সীমালংঘন ও নিজ সত্তার উপর কঠিন অবিচার। এ হল আয়াতের সারমর্ম।

ইন্দ্রিয় চাহিদা মানুষের স্বভাবগত বিষয়

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি মানুষের যৌনচাহিদা পূরণ সংক্রান্ত। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকে এ চাহিদা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এ চাহিদা প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ বিপরীত লিংগের প্রতি আকর্ষণ মানুষের একটি মজ্জাগত বিষয়। তার মাধ্যমে কামনিবারণের ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই মানবমনে দেখা দেয়।

এ চাহিদা নিবারণের দু'টি বৈধ উপায়

আল্লাহ তা'আলা এ চাহিদার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি যে, এটা কোনওভাবেই পূরণ করা যাবে না। বরং এটা পূরণ করার জন্য দুটি বৈধ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, যা কুরআন মাজীদের এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কামেচ্ছা পূরণ করা সম্পূর্ণ হারাম। একজন মু'মিনের তা থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য।

বৈধ দুই উপায়ের একটি হল বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ নিজ স্ত্রীর দ্বারা তার এ স্বভাবগত চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ; বরং পুণ্যের কাজও বটে। এর বিনিময়ে ছওয়াব পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল অধিকারভুক্ত দাসীতে উপগত হওয়া। এককালে এটা চালু ছিল। মানুষের নিজ মালিকানায় দাসী থাকত। তখন যুদ্ধকালে যারা বন্দী হত, তাদের দাস-দাসী বানিয়ে নেয়া হত। নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে সারা জগতে এর রেওয়াজ ছিল। তাঁর পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এটা বহাল ছিল। আল্লাহ তা'আলা বাঁদীদেরকে তাদের মনিবদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল, সে দাসীকে মুসলিম বা কিতাবী হতে হবে। কুরআন মাজীদ বলেছে, যৌনচাহিদা পূরণের জন্য এ দু'ই পন্থা হালাল। এ ছাড়া অন্য যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তা

https://t.me/islaMic_fdf

কিছুতেই হালাল নয়; সম্পূর্ণ হারাম। সে রকম কোন পন্থা যে ব্যক্তি অবলম্বন করবে, সে সীমলংঘনকারী ও আত্মপীড়ক সাব্যস্ত হবে।

ভারসাম্য ইসলামী শিক্ষার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তার প্রতিটি শিক্ষাতেই ভারসাম্য বিদ্যমান। একদিকে মানুষের মধ্যে রয়েছে শারীরিক চাহিদা। কোন মানুষই এ চাহিদার ব্যতিক্রম নয়। বড়-বড় নবী, ওলী, মুত্তাকী, পরহেযগার, সকলেরই এটা এক স্বভাবগত চাহিদা। এর থেকে মুক্ত নয় কেউ। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এ চাহিদাকে মানবপ্রজন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষার একটি মাধ্যম বানিয়েছেন। এ চাহিদা পূরণের পথ ধরেই মানবপ্রজন্ম সামনে চলছে। কাজেই এটা এক স্বভাবগত ব্যাপার। স্বভাবগত হওয়ার কারণেই শরীআত এ চাহিদার বিপক্ষে অবস্থান নেয়নি। ঘোষণা দেয়নি, এ চাহিদা মন্দ, এটি অপবিত্র ও হারাম। বরং শরীআত এ চাহিদা পূরণের জন্য একটা নির্দেশনা দিয়েছে, যাতে এর অপব্যবহার না হয়। শরী'আত নির্দেশিত সে পন্থাই হল কামনিবারণের বৈধ পন্থা। সে বৈধ পথে তুমি যতটা ইচ্ছা এ চাহিদা পূরণ করতে পার। তা তোমার জন্য হালাল। সে পথ ছাড়া আর যত পথ আছে তার কোনওটি অবলম্বন করতে যেও না। কেননা, তা বিশৃংখলা ঘটায়, কলুষতা বিস্তার করে, মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে এবং তাকে পাশবিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত করে। হ্যাঁ, তা পাশবিকতার পন্থাই বটে। আর এ কারণেই শরী'আত তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ স্বভাবগত চাহিদ পূরণের জন্য নির্মল পন্থাকে জায়েজ করেছে এবং পঙ্কিল পন্থাকে নিষিদ্ধ করেছে। এটাই ইসলামের ভারসাম্য, ইসলামের প্রতিটি বিধানে এই ভারসাম্য বিদ্যমান।

খৃষ্টধর্মে বৈরাগ্যের ধারণা

খৃষ্টধর্মের প্রতি লক্ষ করলে রাহিব ও সংসারবিরাগীদের একটা বিশেষ স্থান দেখতে পাবেন। রাহবানিয়্যাত (বৈরাগ্যবাদ) এ ধর্মের একটা প্রসিদ্ধ নিয়ম। এ নিয়ম যারা মেনে চলে, তাদেরকে রাহিব বলে। খৃষ্টান রাহিবদের কথা হল, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে 'রাহবানিয়্যাত' অবলম্বন করা জরুরি। এ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। দুনিয়ায় যত রকম ভোগ-আস্বাদ আছে সব পরিত্যাগ করতে হবে। আনন্দের সব উপকরণ পরিহার করতে হবে। তা না করলে আল্লাহকে কিছুতেই পাবে না। খাবার খাবে কেবল প্রাণবাঁচে পরিমাণ। তাও রুক্ষ ও বিস্বাদ ধরনের খাদ্য। কোন নরম-সুস্বাদু খাবার খাবে না। খেলে আল্লাহকে পাবে না।

https://t.me/islaMic_fdf

এমনিভাবে যৌনচাহিদাকেও দমন করতে হবে। এ চাহিদা পূরণের জন্য যদি বিবাহের পন্থা অনলম্বন কর, তবে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে না, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে-শাদি, ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি এবং পার্থিব সকল কাজ-কারবার ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে কিছুতেই পাবে না। এ ধারণার বশবর্তীতে তারা আশ্রম তৈরি করল আর দলে দলে রাহিবগণ এসে তাতে অবস্থান নিল। তাদের দাবি, আমরা দুনিয়া পরিত্যাগ করে এসেছি।

খৃষ্টান সন্ন্যাসিনী

আপনি খৃষ্টান 'নান'দের কথা শুনে থাকবেন। এ নাম নিশ্চয়ই আপনার কানে পড়েছে। 'নান' কারা ? নান হল আশ্রমবাসিনী নারী, যারা আশ্রমের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা বিয়ে-শাদি করে না। জীবনভর কুমারীর জীবন যাপন করে। একদিকে হল 'রাহিব', (পুরুষ সন্ন্যাসী) যাদের অংগীকার কখনও বিবাহ করবে না। করলে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে যাবেন। অন্যদিকে 'নান' (নারী সন্ন্যাসী) যাদেরও একই অংগীকার যে, কখনও তারা বিবাহ করবে না। কেননা, তা করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। তাদের কথা হল, আত্মনিগ্রহ ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের সব কামনা-বাসনা দমন না করা হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে না।

স্বভাবের সাথে বৈরিতা

বস্তুত রাহবানিয়্যাতের ধারণাটি সম্পূর্ণ স্বভাববিরোধী। এটা প্রকৃতির সাথে বৈরিতাপূর্ণ ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা যখন মানবস্বভাবে যৌনচাহিদা রেখেছেন এবং কোন মানুষই এর ব্যতিক্রম নয়, তখন এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি স্বভাবের ভেতর কোন চাহিদা রাখবেন, অথচ তা পূরণের বৈধ কোন সুযোগ রাখবেন না? এটা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও হিকমতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও খৃষ্টান সম্প্রদায় স্বভাববিরোধী সন্ন্যাসবাদকেই বেছে নিল। পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হল। খৃষ্টান সাধু-সন্ন্যাসিনীরা যে আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল ইন্দ্রিয় দমনের নেক চেতনা নিয়ে, সেই আশ্রমই রঙ্গালয়ে পরিণত হল। তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, নান-রাহিবগণও তো আর সব মানুষেরই মত মানুষ। অন্যদের মত তাদেরও রয়েছে শারীরিক চাহিদা, আছে ইন্দ্রিয় বাসনা। বৈধ পথে যখন সেই চাহিদা পূরণ করা হবে না, তখন অবৈধ পথের দুয়ার খুলতে বাধ্য। শয়তান তাদেরকে সে পথেই নিয়ে গেছে।

https://t.me/islaMic_fdf

শয়তানের প্রথম চাল

শয়তানই তাদেরকে এই মন্ত্র শিখিয়েছে যে, নিজ প্রবৃত্তিকে চূর্ণ কর। শরীরের কামনা-বাসনাকে দমন কর। এটা যত বেশি করতে সক্ষম হবে, ততটাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। যদি ইন্দ্রিয় চাহিদাকে পুরোপুরি দমন করতে পার এবং প্রবৃত্তিকে চূড়ান্ত রূপে বশীভূত-করতে সক্ষম হও, তবে আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে খুশী হয়ে যাবেন। এ লক্ষে একটা কাজ কর। নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী একই কক্ষে থাক। এতে কামভাব তীব্র হয়ে উঠবে। তখন তা দমনের জন্য প্রবৃত্তির উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে আত্মনিগ্রহের মাত্রা অনেক বেশি হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর খুশি হয়ে যাবেন। সেমতে সাধু-সন্ন্যাসিনীগণ একই কক্ষে থাকতে শুরু করে দিল।

শয়তানের দ্বিতীয় চাল

তারপর শয়তান তার দ্বিতীয় চাল চালল। বলল, আত্মনিগ্রহের মাত্রা আরও বাড়ানো দরকার। ইন্দ্রিয় চাহিদার একদম মূলোৎপাটন করে ফেলতে হবে। এজন্য কেবল এক কক্ষে থাকা যথেষ্ট নয়। একই বিছানায় রাত কাটাতে হবে। এতে কামভাব চরমাকার ধারণ করবে। তখন যদি তা দমন করতে সক্ষম হও, তবেই আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। তারা সেই পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হল। একই খাটে তারা রাত্রিযাপন শুরু করে দিল। এর পরিণতি যে কি দাঁড়াতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। তাদের আশ্রমগুলো, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আত্মিক শূচিতা, কর্মের শুদ্ধতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের অনুশীলনী গ্রহণের জন্য, তা অবৈধ ইন্দ্রিয়চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হল। আশ্রমের বাইরে মানুষের সাধারণ জীবনে অতটা পাপ ছিল না, যা আছে নান-রাহিবদের এই আস্তানায়। এ সবই স্বভাব-প্রকৃতির সাথে বৈরি আচরণের পরিণতি।

ইসলামী বিবাহের সহজতা

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন, তা স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্বভাবগত প্রতিটি চাহিদাকে এ দ্বীনে মূল্যায়ন করা হয়েছে। শারীরিক চাহিদার এ ব্যাপারটা যেহেতু মানবস্বভাবের মধ্যেই নিহিত, তাই এ চাহিদা নিবারণের একটা বৈধ উপায় থাকা জরুরি ছিল। ইসলাম সে উপায় দান করেছে এবং তা-ই বিবাহ। শরী'আত এ বিবাহকে করেছে অতি সহজসাধ্য। এতে তেমন একটা টাকা-পয়সা খরচের দরকার হয় না এবং কোন অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি মসজিদে যাওয়া, কারও

https://t.me/islaMic_fdf

মাধ্যমে বিবাহ পড়ানোরও শর্ত নেই। বরং কনের সামনে যদি দুজন সাক্ষী থাকে এবং স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বর বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর কনে বলে আমি কবূল করলাম, কিংবা কনে বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর বর বলে কবূল করলাম, তাতেই বিবাহ হয়ে যায়।

খৃষ্টধর্মে বিবাহের জটিলতা

পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্মে বিবাহ অত্যন্ত জটিল কাজ। তার জন্যে অনেক নিয়ম কানূন আছে। এ ধর্মে গীর্জার বাইরে কোন বিবাহ হতে পারে না। গীর্জার বাইরে কোথাও সাক্ষীদের সামনে বর-কনে যদি প্রস্তাব-গ্রহণের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করতে চায়, তাতে কাজ হবে না। সে বিবাহ এ ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ ধর্মে বিবাহ সংঘটিত হবে কেবল তখনই, যখন বর-কনে গীর্জায় যাবে, সেখানে পাদ্রিকে খোশামোদ করবে, তাকে নির্ধারিত ফি দেবে, ফি পাওয়ার পর পাদ্রী বিবাহের জন্য কোন একটা সময় স্থির করে দেবে আর সেই নির্দিষ্ট সময়ে পাদ্রী বিবাহ পড়াবে। এই এত কিছু আনুষ্ঠানিকতার পরই তাদের বিবাহ সম্পন্ন হবে। তা ছাড়া এ ধর্মে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী শরী'আতে এ রকমের কোন নিয়ম নেই যে, বিবাহ অন্য কাউকে দিয়ে পড়াতে হবে এবং তা বিশেষ কোন স্থানে হতে হবে। বরং পাত্র-পাত্রি যদি দু'জন সাক্ষীর সামনে ঈজাব-কবূল করে নেয় এবং তাতে মোহরানা ধার্য করা হয়, ব্যস তাতেই বিবাহ হয়ে যায়।

বিবাহের খুত্‌বা ওয়াজিব নয়

হাঁ বিবাহে খুতবা পড়া সুন্নত বটে, কিন্তু সেই সুন্নত বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দিয়ে আদায় করানো শর্ত নয়। স্বামীর যদি পড়ার ক্ষমতা থাকে, তবে সে নিজেও পড়তে পারে। কিন্তু সাধারণত বর খুতবা পড়তে পারে না আর সে কারণেই কাজী ডেকে তাকে দিয়ে খুত্‌বা পড়ানো হয় ও তার মাধ্যমে ঈজাব-কবূল করানো হয়, যাতে বিবাহ সুন্নত মোতাবেক হয়। বর নিজে পড়তে পারলে কাজী ডাকার দরকার হত না। তারপরও খুতবা পড়া কেবল সুন্নত, যার অবশ্যই গুরুত্ব আছে, কিন্তু তা না হলে যে বিবাহই হবে না এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী বিবাহকে এমনই সহজ করে দিয়েছেন। তা করেছেন এজন্য, যাতে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের পন্থা কঠিন হওয়ার ফলে মানুষকে অবৈধ পন্থা খুঁজতে না হয়। বরং যখনই মানুষ নিজের ভেতর এ চাহিদা বোধ করবে, তখন তা পূরণের জন্য যেন একটা হালাল উপায় তার হাতে থাকে আর এভাবে সে নিজের দেহ-মনের শূচিতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

https://t.me/islaMic_fdf

আমরা বিবাহকে আযাব বানিয়ে ফেলেছি

বর্তমানে আমরা ইসলামের দেওয়া এ সহজ ব্যবস্থাটিকে অত্যন্ত কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। বিবাহকে একটি আযাবে পরিণত করেছি। এখন কারও কাছে লাখ টাকা না থাকলে সে বিবাহের চিন্তা করতে পারে না। কেননা, বাগদান, গায়ে হলুদ, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের দরকার হয়। এর প্রতিটির জন্য অনুষ্ঠান করতে হয়। তাতে অনেক লোকজনকে দাওয়াত করতে হয়, বিবাহের পোশাকাদি, সাজ-সজ্জার উপকরণ, অলংকার ইত্যাদি কিনতে হয়, বিবাহের পর ওলিমার আয়োজন করতে হয়, তা ছাড়া আরও নানা রকমের রসম-রেওয়াজ পালনের ব্যাপার তো আছেই। এসব মনগড়া নিয়ম-নীতির ভার বিবাহকে অত্যন্ত কঠিন করে ফেলেছে এবং এভাবে বিবাহ মানুষের পক্ষে একটা আযাবে পরিণত হয়েছে। অথচ শরী'আত বিবাহকে বড় সহজ করেছিল। এসব নিয়ম-কানূনের কোন বালাই তার বিধানে নেই।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রাযি.)- এর বিবাহ

হাদীছ শরীফে হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রাযি.)-এর বিবাহের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষার অনেক কিছু আছে। হযরত 'আব্দুর রহমান (রাযি.) একজন বিখ্যাত সাহাবী। একদম শুরুর দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন এবং তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যমত। অর্থাৎ যে দশজন ভাগ্যবান সাহাবী সম্পর্কে নবীজি এক বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রাযি.)-এর নামও তাঁদের মধ্যে রয়েছে।

হিজরতের পর একদা তিনি মসজিদে নববীতে নামায পড়তে এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে তাঁর দেখা। তাঁর গায়ের কাপড়ে হলুদ রঙের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তা ছিল সুগন্ধির দাগ। দেখে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি হে আব্দুর রহমান, এ দাগ কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। বিবাহকালে যে খোশবু মাখিয়েছিলাম, এটা তার দাগ।

ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। এমন একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকলেন না পর্যন্ত। কিন্তু তাই বলে কি মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছেন? কিছুমাত্র অভিযোগ তুলেছেন? বলেছেন যে, এ কি কথা ভাই? তুমি একাকি বিয়ে করে ফেললে? আমাকে জানানোরও দরকার মনে করলে না?

https://t.me/islaMic_fdf

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭; মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬; তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪; নাসাঈ, হাদীছ ১২২২৪; আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮০৪; ইব্ন মাজা, হাদীছ ১৮৯৭; আহমাদ, হাদীছ ১২২২৪)।

এই ছিল সেকালের বিবাহ। আমাদেরই কালে বিবাহে নানা রকমের ঘটা। বহু লোকজন দাওয়াত করতে হবে। প্যান্ডেল করতে হবে অথবা কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করতে হবে। আরও কত কি। এসব না হলে বিয়ে হবে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এসব মানুষের কল্পনায়ও ছিল না। খুব সহজেই বিয়ে হয়ে যেত। শরী'আত বিষয়টাকে করেছেই সহজ, যাতে বাড়তি চাপের কারণে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের বৈধ পথ রুদ্ধ না হয়ে যায় এবং মানুষ হারাম উপায় সন্ধান না করে।

হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিবাহ

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজ বিবাহের কথা জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী বিবাহ করেছ না বিধবা? যখন জানালেন, বিধবা, তখন বললেন, কোন কুমারীকে বিবাহ করলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছয়টি ছোট বোন আছে? তাদের জন্য এমন কোন মহিলার দরকার ছিল, যার সংসারজীবনের অভিজ্ঞতা আছে এবং তাদের ভালো দেখাশোনা করতে পারবে। কোন কুমারীকে বিবাহ করলে সে তাদের ভালো খোঁজখবর রাখতে পারত না। এজন্যই আমি বিধবাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে খুশি হলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।

(বুখারী, হাদীছ ৪৯৪৮; মুসলিম, হাদীছ ২৬৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ১৪৪৮২)

এ ঘটনায়ও দেখা যাচ্ছে, হযরত জাবির (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডাকেননি এবং না ডাকার কারণে তিনি তাকে এতটুকু তিরস্কার করেননি বা এই অভিযোগ তোলেননি যে, আমাকে ছাড়া একাকিই বিয়ে করে ফেললে?

এটাই ছিল বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামের মেজায, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হিন্দু ও অমুসলিমদের সাথে মিলেমিশে থাকার কারণে তাদের সংস্কৃতি দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে গেছি। আমাদের বিয়ে-শাদিতে তাদের রসম-রেওয়াজের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছি। ফলে আজ আমাদের সমাজে বিবাহ একটা আযাবে পরিণত হয়েছে। আমজনগণের জন্য এখন বিবাহ করা কঠিন হয়ে গেছে।

https://t.me/islaMic_fdf

মোটকথা, শরীআত বিবাহকে খুব সহজ করে দিয়েছে। রাহবানিয়্যাত বা সন্ন্যাসব্রতেরও আহবান জানায়নি যে, তোমরা ঘর-সংসার বিয়ে-শাদি পরিহার করে ইন্দ্রিয়দমনে লেগে যাও। আবার অবাধ ইন্দ্রিয়সেবারও পথ খুলে দেয়নি যে, যে যেভাবে পার ফুর্তি উড়াও। বরং সহজ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছে, যাতে প্রত্যেকে বৈধ উপায়ে স্বভাবগত চাহিদা পূরণের সুযোগ পায়।

বৈধ সম্পর্কের দ্বারাও ছওয়াব পাওয়া যায়

ইসলাম যে কেবল বিবাহ জায়েয করেছে তাই নয়; বরং এর জন্য ছওয়াবেরও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক দ্বারা বৈধ উপায়ে প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ছওয়াবেরও অধিকারী হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেকথা জানালে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীর সাথে আমাদের যে বৈবাহিক সম্পর্ক, তা দ্বারা তো আমরা আমাদের শারীরিক চাহিদা মিটিয়ে থাকি, সে কারণে ছওয়াব দেওয়া হবে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যদি এ চাহিদা অবৈধ উপায়ে মেটাতে, তবে গুনাহ হত কি না? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই গুনাহ হত। তিনি বললেন, তোমরা যখন হারাম পন্থা পরিহার করে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হালাল পন্থা অবলম্বন করলে, তখন তাঁর এ হুকুম পালন করার কারণে তিনি তোমাদেরকে ছওয়াব দান করবেন। এভাবে হালাল পথে চাহিদা পূরণ করাও তোমাদের জন্য পুণ্যার্জনের উপায় হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/৬৭)

বিবাহে বিলম্ব করা উচিত নয়

তারপর আবার আল্লাহ তা'আলা এ হালাল পদ্ধতিটির মধ্যেও ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর উপর সময়, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদির কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। বিষয়টাকে সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে মানুষ কোন অবৈধ পন্থা তালাশ না করে। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাছে (মেয়ের বিয়ের জন্য) যদি এমন কোন পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারিতে তোমরা সন্তুষ্ট ও আখলাক-চরিত্র তোমাদের পসন্দ এবং সে তোমাদের সমপর্যায়েরও হয়, তবে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দিও। তা না করলে যমীনে ব্যাপক ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে'।

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

সেই ফিত্না তো বিস্তারলাভ করছেই। ঘরে ঘরে বয়স্কা মেয়ে। তাদের বিয়ের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু কেবল দেরিই হচ্ছে। কেননা,

https://t.me/islaMic_fdf

যৌতুকের ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়ের সাথে নানা রকম আসবাবপত্র দিতে হবে। তা জোগার করতে লাখ-লাখ টাকার দরকার। বাবার কাছে সেই টাকা নেই। টাকার ব্যবস্থা যখন হবে, তখনই সে মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নিতে পারবে, তার আগে নয়। ওদিকে মেয়ের বয়স বেড়েই চলছে। সেও তো মানুষ। তারও দেহ-মন আছে। চাহিদা আছে, কামনা আছে। আছে প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়। যখন বৈধ পথে তার ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, তখন তা পূরণের উপায় কী? এখানেই শয়তান এগিয়ে আসে। সে তাকে প্ররোচনা দেয় ও অবৈধ পথে নেওয়ার চেষ্টা করে। এভাবেই সমাজে ফিতনার বিস্তার হচ্ছে। সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করুন, পরিস্কার দেখতে পাবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরিউক্ত নির্দেশনা অমান্য করার পরিণামে কি রকম ফিত্না-ফাসাদের বিস্তার ঘটছে।

বিবাহ ছাড়া আর সবই অবৈধ পথ

শরী'আত মানুষের ইন্দ্রিয়চাহিদা নিবারণের জন্য একদিকে এই বৈধ ব্যবস্থা দিয়েছে, অন্যদিকে জানিয়ে দিয়েছে, এ ছাড়া যত পথ আছে, সবই হারাম। তা মানুষকে ধবংসের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাক। যারা সে সব পথ পরিহার করবে না ; বরং বৈধ পথ ছেড়ে সেই অবৈধ পথের দিকেই ছুটবে তারা সীমালংঘণকারী সাব্যস্ত হবে এবং নিজেদের জন্য আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে তুলবে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন–

'যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, অর্থাৎ পবিত্র জীবন যাপন করবে, চারিত্রিক শূচিতা রক্ষা করবে, ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণের যে বৈধ ব্যবস্থা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তারাই কৃতকার্য হবে। বস্তুত দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তি এ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নয়।

এবার দেখার বিষয় হল, পবিত্রতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার পদ্ধতি কী? এর জন্য কুরআন-সুন্নাহ বিস্তারিতভাবে কি বিধিবিধান দিয়েছে? এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। সে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ তা'আলা আগামীতে আলোচনার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করুন এবং নিজ সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ১৫ খণ্ড, ১৩৭-১৫০ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের খুত্‌বা : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

ইনশাআল্লাহ এক আনন্দময় অনুষ্ঠান এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী দু' নর-নারী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বন্ধনকে বরকতময় করুন।

আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেন বিবাহ পড়ানোর আগে আপনাদের সামনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি। একথা সত্য যে, বর্তমানকালের পরিবেশ-পরিস্থিতি হিসেবে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান ওয়াজ-নসীহতের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজকগণ বলছেন, আমন্ত্রিত অতিথিগণও এ সুযোগে দ্বীনের কিছু কথা শুনতে চাচ্ছেন। সুতরাং হুকুম পালনার্থে আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা আরয করছি।

বিবাহের খুত্‌বায় পাঠ্য তিন আয়াত

ইনশাআল্লাহ এখনই বিবাহের খুতবা পড়া হবে। এ খুত্‌বা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। মূলত বিবাহও তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তাঁর ইরশাদ, اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ 'বিবাহ আমার একটি সুন্নত'।

(ইবনে মাজাহ, হাদীছ ১৮৩৬)

শর'ঈ বিধান অনুযায়ী যদিও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব-কবূল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়; কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজের যে সুন্নত আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তাও যত্নের সংগে পালন করা চাই। তাঁর সুন্নত হল ঈজাব-কবূলের আগে একটি খুত্‌বা পড়া। সে খুতবায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়, মহানবী

https://t.me/islaMic_fdf

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় এবং সাধারণত তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুত্‌বায় আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করার তালিম দিয়েছেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল সূরা নিসার এ আয়াতে

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

'হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে (অর্থাৎ হযরত আদম 'আলাইহিস সালাম থেকে হাওয়া 'আলাইহাস-সালামকে) তারপর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার ঘটিয়েছেন বহু নর-নারীর (সুতরাং পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করেছে, সকলেই সেই দু'ই মহান ব্যক্তির বংশধর)। ভয় কর আল্লাহকে, যার নামের অছিলায় তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজের হক) দাবি কর (অর্থাৎ কেউ যখন অন্যের কাছে নিজের প্রাপ্য দাবি করে, তখন সাধারণত আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে বলে, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার প্রাপ্য আমাকে বুঝিয়ে দাও) আর আত্মীয়-স্বজন (এর হকসমূহ)-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর (যাতে কারও কোন হক ধূলিসাৎ করা না হয়)। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (যাবতীয় কর্মের) প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখেন (অর্থাৎ তিনি দেখছেন তোমরা কি বলছ এবং কি করছ।)

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের। ইরশাদ হয়েছে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না; তবে কেবল এ অবস্থায় যে, তখন তোমরা মুসলিম'। (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

খুত্‌বায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় যে আয়াত তিলাওয়াতের শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল। (যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোল, তবে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত কাজ কবূল করে নেবেন এবং তোমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

https://t.me/islaMic_fdf

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবে, সে নিশ্চিত মহাসাফল্য অর্জন করবে'। (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)

খুতবায় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে এ তিনটি আয়াত বেছে নিয়েছেন, তার কারণ এ তিনও আয়াতে সাধারণভাবে একটা বিষয়ে জোর তাকিদ করা হয়েছে, তা হচ্ছে তাক্ওয়া ও আল্লাহ্ভীতি। সুতরাং এ আয়াত তিনটির মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে দাম্পত্য জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এমনিতে তো প্রতিটি মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখনই সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। কিন্তু তারপরও বিবাহকালে এ বিষয়টাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এ কারণে যে, বিবাহ মানবজীবনের একটা বিশেষ বাঁক। এখান থেকে তার একটা নতুন জীবনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে জীবনের অনেক বড় পরিবর্তন ঘটে এবং আগে ছিল না এ রকম নতুন-নতুন বিষয় ও নতুন-নতুন অবস্থার সে সম্মুখীন হয়। সেসব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ ও শর'ঈ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাক্ওয়ার বড় প্রয়োজন। সে জন্যই বিবাহের এ মুহূর্তে তাক্ওয়ার বিষয়টাকে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বান্দা তার জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে পুরনো সেই প্রতিশ্রুতির নবায়ন করে নেয়। এটাই বিবাহের খুত্বায় বিশেষ এ তিন আয়াত তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আয়াতসমূহের এ তাৎপর্য ভালোভাবে হৃদয়ংগম করার তাওফীক দিন এবং প্রত্যেকে যাতে তাক্ওয়া অবলম্বনের ফিকির ও যথাযথ চেষ্টা করি সেই তাওফীকও দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ৩য় খণ্ড, ২৪৯-২৫৩ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহের খুত্‌বায় কী বার্তা দেওয়া হয়?

আমাদের মধ্যে হয়ত এমন একজনও নেই, যে জীবনে কখনও কোন বিবাহানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেনি। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং তাতে বহু লোকজন উপস্থিত থাকছে। সে সব অনুষ্ঠানে আপনারা দেখে থাকবেন, বিবাহের ঈজাব-কবূলের আগে কাজী সাহেব বা যিনি বিবাহ পড়ান তিনি একটি খুত্‌বা পড়েন এবং তারপর ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়। বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য খুত্‌বা সুন্নত। ঈজাব-কবূলের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত খুত্‌বা দিতেন। তিনি খুত্‌বার প্রাথমিক বাক্যসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। খুত্‌বার সে বাক্যসমূহই আমরা সাধারণত বিবাহানুষ্ঠানে কাজীকে পড়তে শুনি। যুগ-যুগ ধরে এ রেওয়াজ চলে আসছে এবং মুসলিমদের বিবাহানুষ্ঠানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুন্নত যথারীতি চালু আছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, চালু যা আছে, তা কেবলই সুন্নতটির বহিরাঙ্গ। অর্থাৎ খুতবার বাহ্যিক শব্দাবলী। তার প্রাণবস্তু যেন দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। খুত্‌বার উদ্দেশ্য ও তার মর্মবাণী আজ বিবাহের আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও অনুষ্ঠানের কোলাহলের মধ্যে চাপা থেকে যাচ্ছে। রেওয়াজ হিসেবে খুত্‌বা পড়তে হয়, তাই পড়া হচ্ছে, কিন্তু সেদিকে শ্রোতাদের মনোযোগ কতটুকু? সম্পূর্ণ অবহেলাভাবে তা শোনা হচ্ছে। সমাবেশ যদি বড় হয় এবং তাতে মাইকের ব্যবস্থা না থাকে, তবে তো অধিকাংশ লোক তা শুনতেই পায় না। একদিকে খুত্‌বা পড়া হচ্ছে, অন্যদিকে লোকজন আলাপ-আলোচনায় মেতে থাকছে। এ রকম দৃশ্য হর হামেশাই নজরে পড়ছে। খুত্‌বার প্রতি মানুষের যে কতটা অবহেলা তার একটা প্রমাণ এইও যে, যেখানে একটা বিবাহানুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাখ-লাখ টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে আর কয়েকটা টাকা খরচ করে মাইকের ব্যবস্থা করা হবে, এই গরজটুকু কেউ বোধ করছে না। অথচ সে ব্যবস্থা করা হলে অনর্থক হইচই ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের বদলে মানুষ একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিবাহের বরকতপূর্ণ খুতবা সকলে শুনতে পেত। খুত্‌বা ও ঈজাব-কবূলই তো এ মজলিসের

https://t.me/islaMic_fdf

প্রাণবন্ত। তাই যদি সকলকে শোনানো না গেল আর পুরোটা মজলিস ফুযূল কথাবার্তায় গরম হয়ে থাকল, তবে এ মজলিসের সার্থকতা কোথায়?

যা হোক এটা তো একটা প্রাসঙ্গিক কথা। মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। কথা হচ্ছিল খুতবা শোনা নিয়ে যে, অধিকাংশ লোকই তা মনোযোগ দিয়ে শোনে না। আর কেউ যদি শোনেও, তবে একে কেবল তাবাররুকের বিষয় মনে করে। সাধারণ লোকদের ধারণা, খুত্‌বা পড়াই হয় কেবল বরকতের জন্য। এর বেশি কোন লক্ষ-উদ্দেশ্য তার নেই। যে কারণে খুত্‌বার অর্থ বোঝা ও তার তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা বা সে দিকে লক্ষ কম লোকেরই আছে। ক'জনে চিন্তা করে যে, বিবাহের মজলিসে খুত্‌বা কেন পড়া হয় এবং বিবাহের সাথে এর কী সম্পর্ক?

খুতবার বাক্যাবলী যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত বরং তিনি যথারীতি এটা শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এর অর্থ বোঝা ও লক্ষ-উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে এই বরকতময় সুন্নতটি দ্বারা আমরা যথাযথ উপকার লাভ করতে পারি।

খুতবা শুরু হয় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দ্বারা। মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রতি হুকুম হল, আমরা যেন যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা দ্বারা শুরু করি। কেননা, দুনিয়ার কোন কাজই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন করা যায় না। বিবাহও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা দু'জন লোকের জীবনের এক বিশেষ বাঁক। এখান থেকে তাদের এক নবজীবনের যাত্রা শুরু হয়। তাই এ সময়ের জন্যও আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেন এ যাত্রা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করি। তাঁর প্রশংসা ও স্তুতিগানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে বাক্যসমূহ শিক্ষা দিয়েছেন, তা কতই না চমৎকার, পূর্ণাঙ্গ ও তাৎপর্যপূর্ণ! বাক্যগুলি নিম্নরূপ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান আনি ও তাঁরই উপর ভরসা করি। আমরা নিজেদের

https://t.me/islaMic_fdf

কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কর্মের মন্দত্ব হতে আল্লাহ তা'আলার পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি অফুরন্ত শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।

বিবাহের সময়টি কেবল বর-কনের জন্যই নয়, উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময় সন্ধিক্ষণ। সকলের জীবনেই এ সময় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। মনের সাথে মন মিলে গেলে জীবনটা জান্নাতের নমুনা হয়ে যায়। আর আল্লাহ না করুন, মনে মনে যদি মিল না খায়, তবে উভয় পক্ষের জন্যই এ আত্মীয়তা এক যন্ত্রণাদায়ক শিরপীড়ায় পরিণত হয়। সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, তাই আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসার সাথে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিজেদেরই দুষ্কর্ম ও কুস্বভাবের কারণে দেখা দিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে এবং প্রার্থনা জানানো হয়েছে, তিনি যেন কর্ম শোধরানোর তাওফীক দেন, চরিত্র সংশোধনের চেষ্টায় সাহায্য করেন, হিদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা এবং তাঁর কাছে দু'আ করা সহ যত ভালো কাজ আছে তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে বিশুদ্ধ ঈমানের উপর। তাওহীদ ও রিসালাতের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন সৎকর্মেরই কিছুমাত্র মূল্য নেই। তাই এ খুত্‌বায় তাওহীদ ও রিসালাতের শাহাদাত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এই সাক্ষ্যের নবায়ন করা হয়েছে। সবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হয়েছে, যেহেতু তিনিই আমাদের জন্য হিদায়াতের আলো নিয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন।

এই হল বিবাহের খুত্‌বার প্রারম্ভিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য, সাধারণত এর পর কুরআন মাজীদের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। তার মধ্যে প্রথমটি সূরা আলে 'ইমরানের ১০২ নং আয়াত-

https://t.me/islaMic_fdf

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমাদের মৃত্যু যেন মুসলিম অবস্থায়ই হয়'।

দ্বিতীয়টি সূরা নিসার প্রথম আয়াত, ইরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

'হে মানুষ ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ (অর্থাৎ আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই থেকে তার স্ত্রী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন। তারপর উভয়ের দ্বারা বহু নর-নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে হক দাবি করে থাক আর সতর্ক হও আত্মীয়দের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

আর তৃতীয় হল সূরা আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত। তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল; আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে নিশ্চিত মহাসাফল্য লাভ করে ফেলে'।

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৯৭ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহে গোত্র বিচার প্রসংগ

বিবাহ-শাদিতে মানুষ এখনও পর্যন্ত নিজেদের মনগড়া রীতি নীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে কিছুতেই যেন তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না বা সেই চেষ্টাই করছে না। এ ক্ষেত্রে মানুষ ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে চরম উদাসীন এবং এ উদাসীনতা সর্বব্যাপী। এ বিষয়ে কিছু লোক শরীয়তী নির্দেশনা জানার লক্ষ্যে আমার কাছে যেসব ঘটনা উল্লেখ করে, তা দ্বারা অনুমান করা যায়, মানুষ আজও পর্যন্ত এক্ষেত্রে কি গভীর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। দিনকতক হল, আমেরিকা থেকে জনৈক নারী একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে তিনি যে বেদনাময় কাহিনী উল্লেখ করেছেন, তা যে কাউকে ভারাক্রান্ত করবে। ঘটনার সারমর্ম এরকম। তিনি এক ধনী পরিবারের সন্তান। পিতামাতা কোটিপতি। মেয়েকে বেশ লেখাপড়াও শিখিয়েছে। পিতার জেদ, মেয়েকে নিজ গোত্রের বাইরে বিবাহ দেবে না। তিনি লেখেন, আমি তার বড় মেয়ে। প্রথম দিকে আমার বিয়ের কয়েকটি প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু আমার পিতা এই বলে প্রত্যেকটি প্রত্যাখান করেন যে, ওরা আমার সগোত্রীয় নয়। আমি গোত্রের বাইরে মেয়ে দেব না। এভাবে আমার বয়স বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব আসাই বন্ধ হয়ে যায়।

এ অবস্থায় একদিন আমার পিতা আমাকে বললেন, এখন আর স্বগোত্রে তোমার বিয়ের সম্ভাবনা নেই। আর বাইরে তো বিয়ে দেবই না। সুতরাং তুমি আমার সামনে শপথ কর, জীবনে কখনও বিয়ে করবে না। আমার টাকা-পয়সার অভাব নেই। সারা জীবন তোমাকে লালন-পালন করব। তোমার চলার সব ব্যবস্থা করব, কিন্তু গোত্রের বাইরে কোথাও বিয়ে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে তিনি আমাকে শপথ করার জন্য এমনই চাপ দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'জীবনে কখনও বিয়ে করব না'।

অতঃপর বাস্তবিকই আমি মনস্থির করে ফেললাম যে, আমি বাবার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাব, কখনও বিয়ে করব না, সারা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু আমার ছোট বোন, এক ভাই ও মা এতে রাজি নয়। তারা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। এ দিকে এক ব্যক্তি বহুদিন থেকে আমাকে

https://t.me/islaMic_fdf

বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল এবং এখনও পর্যন্ত তার সে আগ্রহ বহাল আছে। বাবা কঠিনভাবেই তাকে 'না' করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরও সে আশা ছাড়েনি। এর মধ্যে একদিন আমার ভাই-বোন তার সাথে কথা বলল। বাবাকেও রাজি করতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত এই বলে সম্মতি জানাল যে, ঠিক আছে; বিয়ে হোক, কিন্তু এরপর আর মেয়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। বোন আমার কাছে বাবার একথা গোপন রাখল, কেবল তার সম্মতির কথাটুকুই জানাল। শেষে বিয়ে হয়ে গেল। আমি স্বামীর সাথে আমেরিকায় চলে এসেছি। এতদিনে আমি জানতে পেরেছি, বাবা সারা জীবনের জন্য আমার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তিনি ফোনেও আমার সাথে কথা বলেন না। এমনকি আমাকে নিজ কন্যা বলে পরিচয় দিতেও রাজি না।

এই হল আমেরিকা প্রবাসিনী সে মহিলার ঘটনা। কী সীমাহীন বাড়াবাড়ি। সত্য বটে, এতটা বাড়াবাড়ি সচরাচর ঘটে না। কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহের প্রতি মানুষের যে একটা রোখ্ আছে এবং তাতে যে মানুষ নানারকম বিভ্রান্তির শিকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে এ রকম অনেক কথাই আসে এবং আকছার চোখেও পড়ে।

একথা ঠিক যে, বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আত কুফু বা সমতার প্রতিও লক্ষ রেখেছে, কিন্তু তারও একটা পর্যায় আছে। তাতে এরকম বাড়াবাড়ির কোন সুযোগ নেই। ব্যাপার এই যে, বিবাহ একটা স্থায়ী আত্মীয়তার ব্যবস্থা। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী ও দুই খান্দানের মধ্যে সারা জীবনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই এতে স্বামী-স্ত্রী ও দুই খান্দানের মধ্যে মন মানসিকার মিল থাকা দরকার। তাদের থাকা-খাওয়া, চিন্তা-ভাবনা ও মন-মানসিকতার মধ্যে বেশি দূরত্ব থাকলে পরস্পরে বনিবনাও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উভয় খান্দান যাতে কাছাকাছি পর্যায়ের হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সমপর্যায়ের কোন প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সারা জীবনের জন্য বিবাহকে স্থগিত করে দেওয়া হবে এবং কুমারজীবন যাপনের জন্য শপথ নেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত কুফুর অর্থ স্বগোত্র হওয়ার অপরিহার্যতা নয় যে, কেবল নিজ গোত্রের মধ্যেই আত্মীয়তা করতে হবে, তার বাইরে নয়। কাজেই বাইরের যত উপযুক্ত প্রস্তাবই আসুক না কেন তা কুফুবহির্ভূত বা অসম গণ্য করা হবে। কুফু সম্পর্কে এ সবই ভুল ধারণা।

এ প্রসংগে কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা অগ্রাহ্য করার কারণেই আমাদের সমাজে নানা রকম বিভ্রান্তি শিকড় ছড়িয়েছে।

https://t.me/islaMic_fdf

এক. যে ব্যক্তি বংশ, দ্বীনদারী ও পেশার দিক থেকে কোন মেয়ে ও তার খান্দানের সমপর্যায়ের হয়, তাকে সেই মেয়ের কুফূ (সমস্তরের) গণ্য করা হবে। অর্থাৎ কুফূ হওয়ার জন্য স্বগোত্রীয় হওয়া শর্ত নয়; বরং অন্য গোত্রের লোক হয়েও কুফূ হতে পারে, যদি তার গোত্র মেয়ের গোত্র অপেক্ষা খাটো না হয়, বরং সমপর্যায়ের হয়। যেমন সাইয়্যেদ, সিদ্দীকী, ফারুকী, 'উছমানী, আলাবী তথা কুরায়শের সকল শাখা গোত্রই একে অন্যের কুফু। এমনিভাবে আমাদের দেশে রাজপুত, খান প্রভৃতি গোত্রগুলোকেও পরস্পর সমপর্যায়ের গণ্য করা হয় কাজেই এরা একে অন্যের কুফূ।

দুই. কোন কোন হাদীছে বিবাহের ক্ষেত্রে কুফূর দিকে লক্ষ রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, যাতে মন-মানসিকতায় কাছাকাছি হওয়ার ফলে উভয় খান্দানে বনিবনাও সহজ হয়। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, কুফূর বাইরে বিবাহ সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং শরীআতে এরূপ বিবাহ গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ মনে করলে সেটা মারাত্মক ভুল হবে। মেয়ে ও তার অভিভাবকগণ কুফূর বাইরে বিবাহে সম্মত হলে শরী'আত সে বিবাহকে বৈধ গণ্য করে এবং এতে কোন রকম গুনাহ নেই। সুতরাং কোন মেয়েকে যদি কুফূর ভেতর বিবাহ দেওয়া না যায় আর কফূর বাইরে উপযুক্ত কোন পাত্র পাওয়া যায়, তবে সেখানে বিবাহ দেওয়াতে কোন দোষ নেই; বরং সেখানে বিবাহ দেওয়াই উচিত। কুফূর ভেতর উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার অজুহাতে মেয়েকে বসিয়ে রাখা কোনওক্রমেই জায়েয নয়। শরী'আত এটা অনুমোদন করে না।

তিন. অভিভাবক ছাড়া নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলা কোন মেয়ের পক্ষে কিছুতেই উচিত নয়। শরীআত তা পসন্দ করে না। বিশেষত সে বিবাহ যদি হয় কুফূর বাইরে। কুফূর বাইরে এরূপ বিবাহ অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে বৈধ নয়। কিন্তু অভিভাবকেরও কর্তব্য কুফূ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা এবং এ ব্যাপারে এমন জিদ না ধরা, যার পরিণামে মেয়েকে জীবনভর বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। স্বগোত্র হওয়ার শর্ত তো আরও বাড়াবাড়ি। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অনর্থক প্রয়াস। এর কোনও বৈধতা নেই।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

'যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় এমন কোন ব্যক্তি প্রস্তাব নিয়ে এলে তার সাথে (তোমাদের মেয়ের) বিয়ে দাও। তা না করলে পৃথিবীতে কঠিন ফিৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে'।

(তিরমিযী, হাদীছ ১০০৫)

https://t.me/islaMic_fdf

চার. মানুষের মধ্যে আরও একটা ধারণা আছে। অনেকেই মনে করে, সাইয়্যেদ বংশের মেয়ের বিবাহ অন্য বংশে দেওয়া যায় না। এটাও শরীয়তসম্মত ধারণা নয়। আমাদের পরিভাষায় সাইয়্যেদ বলা হয় এমন লোককে, যার বংশধারা বনূ হাশিমের সাথে মিলেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বংশের হওয়ায় নিশ্চয়ই এ বংশের একটা বাড়তি মহিমা আছে এবং এ বংশের সাথে কারও বংশের সম্পর্ক থাকাটাও অনেক বড় সৌভাগ্য। কিন্তু তাই বলে এ বংশের কোন মেয়েকে অন্য বংশে বিয়ে দেওয়া যাবে না এরকম কোন বিধিনিষেধ শরীআত আরোপ করেনি। বরং আমি যেমন আরয করেছি, কেবল চার খলীফার বংশই নয়, কুরায়শের সবগুলো শাখা গোত্রই সাইয়্যেদ বংশের কুফু। তাদের পরস্পরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে শর'ঈ কোন বাধা নেই। এমনকি কুরায়শের বাইরেও যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আত্মীয়তা করা হয়, তাও নিঃসন্দেহে বৈধ।

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩১৫ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহে বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ

হযরত আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি সেই সৌভাগ্যবান দশজনের অন্যতম, যাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এক দিনের ঘটনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাপড়ে হলদে ছাপ দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ দাগ কিসের? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি বিবাহ করেছি (অর্থাৎ বিবাহকালে যে সুগন্ধি মাখিয়েছিলাম, এটা তারই দাগ, যা এখনও কাপড়ে রয়ে গেছে)। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরকতের দু'আ করলেন এবং বললেন, ওলীমা কর, তা একটা ছাগল দিয়েই হোক না কেন।

(বুখারী, হাদীছ ১৯০৭; মুসলিম, হাদীছ ২৫৫৬; তিরমিযী, হাদীছ ১০১৪; আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮০৪; নাসাঈ, হাদীছ ৩২৯; ইবন মাজাহ্, হাদীছ ১৮৯৭; আহমাদ, হাদীছ ১২২২৪;)

চিন্তা করে দেখুন, বিশিষ্ট ও সর্বশীর্ষ দশ সাহাবীর একজন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে নিজে বিয়ে করে ফেলেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ের মজলিসে ডাকার পযর্ন্ত প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর কাপড়ে হলদে দাগ দেখে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কারণ জিজ্ঞেস করেন আর এর জবাবেই তিনি তাকে নিজ বিবাহ সম্পর্কে অবহিত করেন। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরকম কোন অভিযোগ করেননি যে, মিয়া, নিজে নিজে বিয়ে করে ফেললে, আমাকে জিজ্ঞেসও করলে না! অভিযোগ তো করেনইনি, বরং তিনি তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করেছেন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে হুকুম করেছেন যে, এবার একটা ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

বস্তুত ইসলাম বিবাহের বিষয়টিকে খুবই সহজ করেছে এবং এর জন্য খুবই সাদামাঠা ব্যবস্থা দিয়েছে। দু'পক্ষ সম্মত হয়ে গেলে বিশেষ কোন আয়োজন ছাড়াই তারা বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলতে পারে। অনর্থক কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয় না। কোন কাজী বা আলেমকে

https://t.me/islaMic_fdf

বিয়ে পড়াতে হবে এমন কোন শর্তও নেই। শরীআতের পক্ষ থেকে শর্ত কেবল এতটুকুই যে, বিবাহের মজলিসে দু'জন সাক্ষী থাকতে হবে এবং তাদের সামনে ঈজাব কবুল হতে হবে। অর্থাৎ পাত্র-কনে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের একজন অন্যজনকে বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম আর অন্যজন বলবে, আমি কবূল করলাম। ব্যস বিবাহ হয়ে গেল। এর জন্য না কোন আদালতে যাওয়ার দরকার আছে, না কোন অনুষ্ঠান করার শর্ত আছে। দাওয়াত, যৌতুক কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ; কনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মোহরানা জরুরি আর বিবাহকালে তা ধার্য হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে ঘটনাক্রমে বিবাহকালে যদি মোহরানা ধার্য না হয়, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' (অর্থাৎ কনের বংশে সাধারণত যে মোহরানা ধার্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ) দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

বিবাহকালে খুত্‌বা সুন্নত এবং যথাসম্ভব এ সুন্নতের উপর আমল করে তার বরকত হাসিল করা চাই। কিন্তু বিবাহের বৈধতা খুত্‌বার উপর নির্ভরশীল নয়। খুত্‌বা ছাড়াও যদি সাক্ষিদের উপস্থিতিতে কেবল ঈজাব ও কবূল হয়ে যায়, তাতেও বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায় এবং সে বিবাহে কোন অসম্পূর্ণতা থাকে না।

বিবাহের পর ওলীমা সুন্নাত, যেমন পূর্বোক্ত হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবন 'আওফ (রাযি.)-কে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তা ফরয বা ওয়াজিব নয় যে, তা ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তা ছাড়া শরী'আত এর কোন পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কত সংখ্যক মেহমান হতে হবে তাও স্থির করেনি। প্রত্যেকে নিজ আর্থিক সংগতি অনুযায়ী তা স্থির করে নিতে পারে। এর জন্য ধারকর্জ করারও কোন প্রয়োজন নেই। বরং তা করাটা শরী'আতে পসন্দনীয়ও নয়। স্বাভাবিকভাবে যার পক্ষে যে মানের ওলীমার আয়োজন করা সম্ভব, সে তা করেই ক্ষান্ত থাকবে। আর যদি মোটেই করতে না পারে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। তাতে বিবাহে কোন ত্রুটি দেখা দেবে না।

ইসলাম বিবাহকে এতটা সহজ কেন করেছে? তা করেছে এজন্য যে, বিবাহ মানুষের ইন্দ্রিয়চাহিদা পূরণের একটা উত্তম ও বৈধ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাকে যদি কঠিন করে দেওয়া হত বা এর সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা রাখা হত, তবে তার অনিবার্য ফল দাঁড়াত বিপথগামিতা। তখন মানুষ এ বৈধ ব্যবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করত। কেউ যখন নিজের স্বভাবগত চাহিদা পূরণের বৈধ পথ বন্ধ দেখবে, তখন তার মন অবৈধ পথের দিকেই ঝুঁকবে। ফলে গোটা সমাজে অন্ধকার নেমে আসবে।

https://t.me/islaMic_fdf

কিন্তু আফসোস, ইসলাম বিবাহকে যতটা সহজ বানিয়েছিল আমাদের বর্তমান সমাজ তাকে ততটা সহজ রাখেনি। বরং তার বিপরীতে ঠিক অতটাই কঠিন করে ফেলেছে। বিবাহের বরকতপূর্ণ চুক্তিকে নানা রকম রসম রেওয়াজের ঘেরাটোপে বন্দী করে ফেলেছি এবং বিশাল ব্যয়ের বোঝা এর উপর চাপিয়ে দিয়েছি। ফলে একজন গরীব লোক, বরং মধ্য আয়ের লোকের পক্ষেও আজ বিবাহ এক দুর্লঙ্ঘ পর্বত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি সাধারণ একজন লোকও আজ দু-এক লাখ টাকা পকেটে না থাকলে বিবাহের কথা কল্পনা করতে পারে না। সেই দু-এক লাখ টাকাও বিবাহের প্রকৃত যিম্মাদারি আদায়ের জন্য নয়, বরং কেবল ফুযুল রসম-রেওয়াজ পালনের জন্য দরকার হয়। অথচ সে অর্থব্যয় জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সমাধায় কোন ভূমিকা রাখে না।

শরী'আতের পক্ষ থেকে বিবাহে খরচের ব্যাপার বলতে সুন্নত পর্যায়ে এক ওলীমার অনুষ্ঠানই ছিল এবং তাও ছিল প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী। কিন্তু সমাজ তাতে নানা রকম অনুষ্ঠান ও দাওয়াতের সিলসিলা যোগ করে দিয়েছে এবং দিন দিন সে সিলসিলা বাড়ছে। বাগদানের অনুষ্ঠানটি তো রীতিমত এক বিবাহানুষ্ঠানেরই মর্যাদা লাভ করেছে। পূর্ণ বিবাহানুষ্ঠানের মতই বড় রকমের আয়োজন এতে করতে হয়। তারপর আছে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। বিবাহের পর নানা রকম নিয়ম ও একেক দিন একেক অনুষ্ঠান। সামাজিকভাবে এগুলোকে এতটাই জরুরি মনে করা হয় যে, এসব ছাড়া বিবাহের কল্পনাই করা যায় না। অনুষ্ঠানগুলিতেও যুগের নিত্য-নতুন ফ্যাশন অনুযায়ী ব্যয়ের নতুন-নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। নতুন-নতুন দাবি-দাওয়া সামনে আসছে। নতুন-নতুন প্রথা অস্তিত্ব লাভ করছে। মোটকথা ফালতু রসম-প্রথার এক সুদীর্ঘ তালিকা। এসব প্রথা বিবাহের বিষয়টাকে এক ব্যয়বহুল দায়ভারে পরিণত করেছে। সাধারণত হালাল উপার্জন দ্বারা যা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কোনও না কোনওভাবে হারাম উপার্জনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। না জানি বিবাহের পুণ্যকর্মটি এভাবে কত রকমের গুনাহ ও অসৎকর্মের উপলক্ষ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য যে, বিবাহের সূচনাই হয় গুনাহ দ্বারা, অসৎকর্মই হয় যার ভিত্তিপ্রস্তর, তাতে কিভাবে বরকতের আশা করা যায় এবং কিভাবেই তা দাম্পত্য জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে?

আনন্দের স্থানে পরিমিত আনন্দ উদ্‌যাপনে শরীআত কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু যে আনন্দ উদ্‌যাপনে পরিমিতিবোধের পরিচয় দেওয়া হয় না। কোন ভারসাম্য রক্ষা করা হয় না, শরীআত তা কখনও অনুমোদন করে না। আজ আনন্দ উদ্‌যাপনের নামে আমরা যে নিজেদেরকে রসম-রেওয়াজের

https://t.me/islaMic_fdf

বেড়াজালে আবদ্ধ করে ফেলেছি, তা যে কেবল বৈবাহিক আনন্দের ভারসাম্য নষ্ট করেছে তাই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তা বিবাহের আনন্দকেই মাটি করে ফেলেছে। যে আনন্দ ছিল মানসিক স্ফূরণের নাম, আধুনিক বিয়ে-শাদীতে তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। তদস্থলে গুচ্ছের প্রথা পালনই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে কণামাত্র ত্রুটি করা যাবে না। ত্রুটি হয়ে গেলে নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। হাজারও রকমের অভিযোগ তোলা হয়। তাই চেষ্টা করা হয় যাতে বিবাহের সবগুলো প্রথা নিখুঁতভাবে পালন হয়ে যায়। আর এভাবে বিবাহের অনুষ্ঠানসমূহ সত্যিকারের আনন্দের বদলে রীতি-রেওয়াজের ঘর পূরণেই সাবাড় হয়ে যায়। তাতে টাকা-পয়সা তো পানির মত খরচ হয়ই, সেই সংগে প্রথাগত নিয়ম-নীতির ঝক্কি-ঝামেলায় মন–মেজাযও ভালো থাকে না। যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে, তাদের আরাম হারাম হয়ে যায়। রাজ্যের কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে গিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপরও কোনও না কোনও খুঁত থেকে যায় আর তা নিয়ে অভিযোগের ঝড় ওঠে। অনেক সময় তা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়।

আমরা সকলেই মনে করি, এ অবস্থার সংশোধন দরকার এবং মুখে তা উচ্চারণও করি, কিন্তু কাজের বেলায় তার প্রমাণ দিতে পারি না। যখন সামাজিক রীতি-নীতি পালনের জন্য বহুমুখী চাপ শুরু হয়ে যায়, তখন আর কথা ঠিক রাখতে পারি না, সেই চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করি।

তবে কি এ অবস্থার সংশোধন সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব এবং তার একমাত্র উপায় হল একাজে স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী লোকদের এগিয়ে আসা। তারা যদি নিজেদের বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সাদামাঠাভাবে সম্পন্ন করে এবং যে সব রসম-রেওয়াজ বিবাহকে আযাবে পরিণত করেছে, হিম্মতের সাথে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, তবে তাদের দেখাদেখি অন্যরাও এরূপ করতে সাহস পাবে।

ধনী শ্রেণী যদি এগিয়ে না আসে এবং তারা এসব সামাজিক প্রথা ছাড়তে রাজি না হয়, তবে অন্ততপক্ষে সীমিত আয়ের লোকেরাই তা করুক না। তারা ধনী শ্রেণীর সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের টাকা পয়সা নষ্ট না করে বরং নিজ অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। নিজ সামর্থ্যের সীমানা কিছুতেই অতিক্রম করবে না।

এ ব্যাপারে যদি আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখি, আশা করা যায়, উপরে বর্ণিত অনর্থসমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পারে ইনশাআল্লাহু তাআলা।

https://t.me/islaMic_fdf

এক.

বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠান ছাড়া বাগদান, গায়ে হলুদ ইত্যাদি যত প্রথা আছে, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দেওয়া। সংকল্প করে নেওয়া যে, আমাদের বিয়ে-শাদীতে এসব প্রথা বিলকুল পালন করব না। উভয়পক্ষ সানন্দচিত্তে ও মহব্বতের সাথে একে অন্যকে কোন হাদিয়া-তোহ্ফা দিতে চাইলে তা সাদামাঠাভাবে দিয়ে দেবে। তার জন্য কোন রকম ঘটা করবে না এবং লোক-লস্কর জমিয়ে জমজমাট আয়োজনের দিকে যাবে না।

দুই.

আনন্দ প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতিকে অপরিহার্য মনে করবে না, সে পদ্ধতি যাই হোক না কেন। বরং প্রত্যেকে নিজ অবস্থা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সহজ-সরলভাবে যে কর্মপন্থা সমীচীন মনে হয় তাই অবলম্বন করবে। এ ব্যাপারে কারও লোভ-লালসার শিকার হবে না এবং কোনও রকম রসম-প্রথার কাছে বাঁধা পড়বে না। আর এই সহজ সরল ব্যবস্থার কারণে কেউ তার সমালোচনাও করবে না।

তিন.

বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠানও যথাসম্ভব সহজ-সরলভাবে সমাপন করবে। নিজ সাধ্য ও সামর্থ্যের গণ্ডি অতিক্রম করবে না। মনে রাখতে হবে, নিজ গোষ্ঠীগত ও আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী কাকে দাওয়াত দেওয়া হবে আর কাকে নয়, এটা আয়োজকের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার। কাজেই এক্ষেত্রে সে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে, তা নিয়ে কোন রকম মন্তব্য করা হতে বিরত থাকতে হবে। অমুককে কেন দাওয়াত দেওয়া হল আর অমুককে দেওয়া হল না, এরকম অভিযোগ করা যাবে না।

চার.

সর্বদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে যে,

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً

সেই বিবাহই সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ, যাতে সর্বাপেক্ষা কম ভার বহন হয়, (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৩৮৮)। অর্থাৎ টাকা পয়সাও কম খরচ হয় এবং অহেতুক শ্রম-মেহনতও বরদাশত করতে হয় না।

১৫ জুমাদাল উলা ১৪১৬ হিঃ ১৫; অক্টোবর, ১৯৯৫ ইং

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৬৬ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

শর'ঈ মোহ্‌র প্রসংগ

কিছুদিন আগে একটি কাবিননামা আমার চোখ পড়েছে। তাতে দেনমোহরের ঘরে লেখা ছিল, দেন মোহরের পরিমাণ শর'ঈ মোহর বত্রিশ টাকা। এর আগেও অনেকের সাথে আলাপ–আলোচনা প্রসংগে এ বিষয়টা সামনে এসেছে এবং তা দ্বারা আমার অনুমান হয়েছে, লোকে বত্রিশ টাকাকে শরঈ মোহর মনে করে থাকে। জানি না, তাদের মধ্যে এ ধারণা কোত্থেকে জন্ম নিল। সেই সংগে এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মোহরের পরিমাণ যত কম ধরা হবে, শরীআতের দৃষ্টিতে তা ততই পসন্দনীয়। মোহর সম্পর্কে এ ছাড়া আরও নানা রকম ভুল ধারণা লক্ষ করা যায়, যার সংশোধন অতীব জরুরি।

মোহর মূলত স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে প্রদত্ত একটি সম্মাননা (Honorarium)। স্ত্রীকে সম্মান ও মর্যাদা দেখানোই এর উদ্দেশ্য। এটা কিছুতেই স্ত্রীর মূল্য নয় যে, এর বিনিময়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী বিক্রি হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হবে এবং তাঁকে তাঁর বাঁদী বলে অমর্যাদা করা হবে। এমনিভাবে এটা কাগুজে হিসাবমাত্রও নয় যে, কথাতেই শেষ, বাস্তবে পরিশোধের কোন দায় নেই।

শরীআত স্ত্রীকে মোহর দেওয়ার যে দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পণ করেছে, তার উদ্দেশ্য স্ত্রীর সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে স্বামীকে সচেতন করা। অর্থাৎ স্ত্রী হিসেবে এ নারীর একটি আলাদা মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে স্বামীর কর্তব্য তাকে যখন নিজ ঘরে আনবে, তখন তার সামনে এমন এক আর্থিক নজরানা পেশ করবে, যা তার মান-মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। কাজেই শর'ঈ এ দৃষ্টিভংগির দাবি হল, মোহর নির্ধারণকালে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দিকে লক্ষ রাখা। অর্থাৎ মোহরের পরিমাণ এতটা কম হতে পারবে না, যার ভেতর স্ত্রীর মর্যাদার বিষয়টা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং এত বেশিও হতে পারবে না, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়, যদ্দরুন তাকে হয়ত মোহর অনাদায় রেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে অথবা স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

https://t.me/islaMic_fdf

শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর আসল প্রাপ্য হল 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল। প্রত্যেক নারীর খান্দানে তার সমতুল্য নারীর বিবাহে সাধারণত যে মোহর ধার্য করা হয়ে থাকে তাকে 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' বলে। নিজ খান্দানে অন্য কোন নারী না থাকলে খান্দানের বাইরে তার সমতুল্য নারীদের মোহরকেও তার 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' বলা হয়। শরীআতের দিক থেকে নারীর মূল অধিকার হল এই মাহ্‌রে মিছ্‌ল। এ কারণেই বিবাহকালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোন মোহর নির্ধারণ করা না হলে সেক্ষেত্রে আপনা আপনিই 'মাহ্‌রে মিছ্‌ল' নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বামীর পক্ষে তা আদায় করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে যায়, তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে মাহ্‌রে মিছ্‌ল অপেক্ষা কম নিতে রাজি থাকলে বা স্বামী মাহ্‌রে মিছ্‌ল অপেক্ষা বেশি দিলে ভিন্ন কথা। তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এরূপ কমবেশি করার অবকাশ আছে।

তবে শরীআত এ ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন মোহরের একটা সীমারেখা দিয়ে দিয়েছে, যার নিচে নামা জায়েয নয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল দশ দিরহাম। দশ দিরহাম হল দু'তোলা সাড়ে সাত মাশা পরিমাণ রুপা। বর্তমান কালের মূল্য অনুযায়ী তাতে দু'শ টাকার কাছাকাছি হয়।[১] এই সর্বনিম্ন পরিমাণের অর্থ এ নয় যে, শরীআত এ পরিমাণ মোহর নির্ধারণকে পসন্দ করে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মাহ্‌রের এই সর্বনিম্ন সীমার নিচে নামা স্ত্রীর জন্যও জায়েয নয় অর্থাৎ এর কম পরিমাণে স্ত্রী রাজি থাকলেও শরীআত রাজি নয়। কেননা, সে ক্ষেত্রে মোহর নির্ধারণ দ্বারা শরীআতের যা উদ্দেশ্য, তা পূরণ হয় না। কেননা অতটা কম মোহর স্ত্রীর পক্ষে মর্যাদাকর নয়।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণটাও নির্ধারণ করা হয়েছে আর্থিক দিক থেকে দুর্বলদের প্রতি লক্ষ করে। অর্থাৎ যারা বেশি দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না, তারা যাতে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সর্বনিম্ন মোহর দিয়ে বিবাহ করতে সক্ষম হয়, কেবল সেই সুযোগটা তাদের জন্য রাখা হয়েছে। নচেত সচ্ছল-সামর্থ্যবান লোকেরাও এ পরিমাণ মোহরেই বিয়ে করবে এবং শরীআতের অভিপ্রায়ই হল মোহরের পরিমাণ দু'শ দিরহাম রাখা আর সে অর্থে এটাই শর'ঈ মোহর, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ গলত।

বর্তমানকালে যারা বত্রিশ টাকাকে শার'ঈ মোহর বলছে, তারা দু'টো ভুল করছে। এক তো স্থায়ীভাবে দশ দিরহামের মূল্য স্থির করে নিয়েছে বত্রিশ

---

১. এটি বহু বছর আগের হিসাব। বর্তমানে (রমযান ১৪৩৫ হিজরী) প্রতি তোলা রুপার পাইকারী মূল্য ৭২০ টাকা। –সম্পাদক

https://t.me/islaMic_fdf

টাকা। অথচ কোনও কালে এর মূল্য বত্রিশ টাকা থাকলেও পরবর্তীকালে তা ক্রমে বাড়তে থেকেছে এবং বর্তমানে তো বহুগুণ উপরে উঠে গেছে। দ্বিতীয় ভুল হল, শরীআত যে পরিমাণকে মোহরের সর্বনিম্ন স্তর সাব্যস্ত করেছে, তারা তাকেই শরীআতের পসন্দনীয় পরিমাণ ধরে নিয়েছে এবং মনে করছে, এর বেশি মোহর ধার্য করা ঠিক নয়, অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এটা যে কতবড় ভুল তা মোহরে ফাতিমীর দিকে লক্ষ করলেই অনুমান করা যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মোহর ধার্য করেছিলেন পাঁচশ' দিরহাম (কানযুল-উম্মাল, হাদীছ ৩৭৭৪৩ (১৩খ, ৬৫৭ পৃঃ,), যা ১৩১ তোলা তিন মাশা রূপার সমপরিমাণ। বর্তমানকালে এর মূল্য হয় প্রায় দেড় লাখ টাকা। তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের মোহরও এর কাছাকাছিই ছিল। মধ্যবিত্তদের হিসাবে এ পরিমাণটি খুবই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

আবার অনেকে মোহরে ফাতিমীকে শর'ঈ মোহর শব্দে ব্যক্ত করে এবং এর দ্বারা তারা বোঝাতে চায়, এর কম-বেশি মোহর ধার্য করা শরীআতে পসন্দনীয় নয়। অথচ এটাও একটা ভুল ধারণা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় পক্ষ যদি মোহরে ফাতিমীতে একমত হয় এবং এই চিন্তায় তারা তার সমপরিমাণ মোহর ধার্য করে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এটা ভারসাম্যমান ও বরকতপূর্ণ হবে এবং সুন্নতের অনুসরণ করার ছওয়াবও পাওয়া যাবে। তবে এ জযবা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও মূল্যায়নযোগ্য, কিন্তু তাই বলে এটাকে এই অর্থে শর'ঈ মোহর সাব্যস্ত করা যে, এর কম-বেশি করা শরীআতে পসন্দনীয় নয়, সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা। প্রকৃতপক্ষে মোহরে ফাতেমীর চেয়ে কম বা বেশি মোহর ধার্য করলে তাতে শরীআতের দৃষ্টিতে দোষের কিছু নেই। হাঁ পরিমাণ নির্ধারণে এদিকে লক্ষ রাখা অবশ্যকর্তব্য যে, তা যেন স্ত্রীর পক্ষে মর্যাদাকর হয় এবং স্বামীরও সামর্থ্যের মধ্যে হয়।

যারা বেশি মোহ্র ধরতে নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল মোহরের বিধানকে কার্যত প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ সামর্থ্যের বাইরে মোহর ধরলে তা একটি কাগুজে কারবার রূপেই থেকে যায়। বাস্তবে তা কখনও আদায় করা হয় না। ফলে স্বামীর ঘাড়ে মোহর অনাদায়ের গুনাহ থেকে যায়। তা ছাড়া অনেক সময় বেশি পরিমাণ মোহর ধরার উদ্দেশ্যই থাকে কেবল লোক দেখানো। নিজের শান-শওকতের মহড়া হিসেবেই অস্বাভাবিক রকমের মোহর ধার্য করা হয়। বলাবাহুল্য, উভয়টাই ইসলামী মেজায ও চরিত্রের

https://t.me/islaMic_fdf

সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই বুযুর্গানে দ্বীনের অনেকেই অস্বাভাবিক বেশি মোহর ধরতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজ খিলাফত আমলে একদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। প্রসংগত তিনি বলছিলেন, তোমরা বেশি পরিমাণ মোহর ধার্য করবে না। তখন এক মহিলা এই বলে আপত্তি জানাল যে, কুরআন মাজীদে তো এক স্থলে মোহর সম্পর্কে 'কিনতার' (সোনা-রুপার স্তূপ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (নিসা : ২০) বোঝা গেল মোহর সোনা-রুপার স্তূপ পরিমাণও হতে পারে। তা হলে আপনি বেশি মোহর ধরতে নিষেধ করছেন কিভাবে? একথা শুনে হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ; তার বক্তব্য সঠিক। সুতরাং বেশি মোহর ধার্য করার প্রতি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংগত নয়।

(আল-মাকাসিদুল-হাসানা : ১ খ, ১৭১; কাশফুল খাফা ১/২৬৯)

অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি নাম ডাক না হয় এবং আদায় করার সামর্থ্য ও ইচ্ছাও থাকে, তবে বেশি পরিমাণ ধার্য করাও জায়েয। কিন্তু এর কোনও একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে তা জায়েয হবে না।

প্রসংগত আরও একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। মোহর সাধারণত দু'ভাবে ধরা হয়ে থাকে। নগদ (মু'আজ্জল) ও বাকি (মুয়াজ্জাল)। যেহেতু বিবাহের মজলিসেই শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই এর প্রকৃত অর্থ অনেকেরই জানা থাকে না। মু'আজ্জাল বা নগদ মোহ্‌র বলা হয় ওই মোহ্‌রকে, যা বিবাহ হওয়ামাত্র স্বামীর উপর অবধারিত হয় এবং বিবাহকালে বা তারপরে যথাসম্ভব শীঘ্র তা আদায় করা জরুরি হয়ে যায়। স্ত্রীরও তা যখন ইচ্ছা আদায় করে নেওয়ার অধিকার থাকে। আমাদের সমাজে স্ত্রীগণ সাধারণত এ রকম দাবি করে না। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করার কোন সুযোগ নেই যে, আমার জন্য তা পরিশোধ করা জরুরি নয়। বরং স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকর্তৃক দাবি জানানোর অপেক্ষায় না থেকে যথাসম্ভব শীঘ্র পরিশোধ করে নিজেকে দায়মুক্ত করে ফেলা।

আর মুয়াজ্জাল বলা হয় এমন মোহরকে, যা আদায়ের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কোন মেয়াদ স্থির করে নেওয়া হয়। নির্ধারিত সেই মেয়াদের আগে স্বামীর উপর তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় না এবং স্ত্রীরও তা দাবি করার অধিকার থাকে না। তো মোহর মুয়াজ্জাল হওয়ার অর্থ তো এটাই যে, বিবাহকালে তা পরিশোধের জন্য কোন মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে, কিন্তু আমাদের সমাজে এর জন্য কোন মেয়াদ স্থির করা ছাড়াই শুধু এতটুকুই বলে

https://t.me/islaMic_fdf

দেওয়া হয় যে, এ পরিমাণ মাহ্‌র মুয়াজ্জাল বা বাকি। আর সমাজের প্রচলন অনুযায়ী এর অর্থ হয়ে থাকে, এ পরিমাণ মোহর আদায় করা কেবল তখনই জরুরি হবে, যখন বিবাহ খতম হয়ে যাবে, অর্থাৎ তালাক বা স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে কারও মৃত্যু হয়ে যাবে। তালাক বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা আদায় করা জরুরি হয় না।

আর একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে যে অলংকার দেওয়া হয়, মূলত মোহরের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। সমাজের রেওয়াজ অনুযায়ী এসব অলংকারের মালিক স্ত্রী নয়, বরং স্বামী। সে তা সাময়িকভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে দেয় মাত্র। এ জন্যই স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তা বিক্রি করতে, কাউকে উপহার দিতে বা অন্য কোন কাজে লাগাতে পারে না। আর একারণেই আল্লাহ না করুন স্বামী-স্ত্রীতে তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সব অলংকার ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং অলংকার দ্বারা মোহর আদায় হয় না। হ্যাঁ; স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দেয়, এ অলংকার তোমাকে মোহর বাবদ দেওয়া হচ্ছে আর এভাবে স্ত্রী তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তা দ্বারা মোহর আদায় হয়ে যাবে। এ অবস্থায় স্ত্রী তার মালিক হয়ে যাবে এবং মালিক হিসেবে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে ও যে-কোন কাজে লাগাতে পারবে। স্বামীর তা কোনও অবস্থায়ই ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

যা হোক, শরী'আতে মোহরের বিষয়টা কাগুজে কারবার মাত্র নয় যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বলে ফেললেই হল। বরং এটা একটা অবশ্যপরিশোধ্য দেনা, যা চিন্তা-ভাবনা করে সম্পন্ন করা চাই। এটা একটা আর্থিক লেনদেন। কাজেই এর সর্বদিক পরিষ্কার হওয়া চাই। এর চুক্তি ও কথাবার্তা যেভাবে হবে, আদায়ও সেভাবেই করতে হবে। ধার্য করার পর আদায় সম্পর্কে উদাসিনতা দেখানো এবং পরিশেষে মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া – যখন সামাজিক চাপের কারণে মাফ করা ছাড়া তার উপায় থাকে না – একটা গুরুতর অবিচার ও কঠিন পাপকর্ম।

১৮ জুমাদাছ-ছানিয়া- ১৪১৬ হিঃ

১২ নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র

https://t.me/islaMic_fdf

যৌতুক প্রসংগ

বছর কয়েক আগে শামের এক বুযুর্গ আলেম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ (রাহ.) আমাদের এখানে তাশরীফ এনেছিলেন। ঘটনাক্রমে স্থানীয় এক বন্ধু উপস্থিত হন এবং আরব দেশীয় একজন বুযুর্গকে দেখে তাঁর কাছে এই বলে দু'আ চান যে, আমার দু'টি মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেছে। দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দেন। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, কেন উপযুক্ত কোন পাত্র কি পাওয়া যাচ্ছে না? বন্ধু বলল, তা পাওয়া যাচ্ছে, দু'মেয়ের জন্যই যোগ্য পাত্র আছে, কিন্তু আমার কাছে এমন টাকা পয়সা নেই, যা দ্বারা তাদের বিবাহ সম্পন্ন করতে পারব। শুনে শায়খ তাজ্জব বনে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারা আপনার পুত্র, না কন্যা? বলল, কন্যা। তিনি চরম বিস্ময়ে বললেন, কন্যাদের বিবাহের জন্য টাকা-পয়সা দরকার হবে কেন? সে বলল, তাদের বিবাহে যৌতুক দেওয়ার মত টাকা আমার নেই। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন. যৌতুক কি জিনিস? এর জবাবে উপস্থিত লোকজন বলল, আমাদের দেশে প্রচলন হল, বিয়েতে মেয়ের বাবা মেয়ের অলংকার, পোশাক ও ফার্নিচার ইত্যাদিসহ অনেক কিছু দিয়ে দেয়। একেই যৌতুক বলে। যৌতুক দেওয়াকে মেয়ের বাবার এক অপরিহার্য কর্তব্য মনে করা হয় এবং এছাড়া আমাদের দেশে বিবাহের কল্পনা করা যায় না। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে এর অনেক চাহিদা। তারা সরাসরি এর দাবি করে থাকে, এসব বিবরণ শুনে শায়খ দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন এবং বললেন, মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি একটা অপরাধ, যেজন্য তার বাবাকে এরকম শাস্তি দিতে হবে ? তারপর বললেন, আমাদের দেশে এ জাতীয় কোন রেওয়াজ নেই। অধিকাংশ স্থানে তো এটা স্বামীরই কর্তব্য গণ্য করা হয় যে, স্ত্রীকে আনার আগেই সে তার প্রয়োজনীয় সবরকম সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রাখবে। মেয়ের বাবাকে কোন খরচই করতে হয় না। কোন কোন স্থানে এরকম প্রচলন আছে যে, মেয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার পিতাই কিনে দেয়, কিন্তু টাকা দেয় ছেলে। হাঁ স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় পিতা চাইলে মেয়েকে কোন হাদিয়া-তোহফা দিতে পারে, কিন্তু সেটাকে তার অবশ্য কর্তব্য গণ্য করা যায় না । আমাদের এ অঞ্চলে যৌতুক দেওয়াকে যেমন বিবাহের এক অবিচ্ছেদ্য

https://t.me/islaMic_fdf

অংগ মনে করা হয়, মুসলিম জাহানের অন্যত্র বিষয়টা ঠিক এরকম নয়। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

উপরে শায়খের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে, মেয়ের বিদায়কালে পিতা যদি তাকে কোন উপহার দিতে চায়, তা দিতে পারে এবং এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখাই শ্রেয়। অর্থাৎ মেয়ের কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী পিতা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়াস্বরূপ দিলে তাতে কোন দোষ নেই। ব্যস শরীআতের মাপকাঠিতে যৌতুক সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভংগি এতটুকুই। এর বেশি যৌতুককে বিবাহের অপরিহার্য শর্ত গণ্য করা বা শ্বশুর পক্ষ হতে যৌতুকের দাবি করা এবং তা না দিলে বা প্রত্যাশা অনুযায়ী দেওয়া না হলে সেজন্য মেয়েপক্ষের সমালোচনা করা ও মেয়েকে মানসিক কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ শরীআতবিরোধী কাজ। এমনিভাবে যৌতুক কোন প্রদর্শনের বস্তুও নয় যে, বিবাহকালে তা দেখিয়ে নিজের শান-শওকত প্রকাশ করবে ও বাহাদুরি ফলাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে নানা রকম ভুল ধারণা চালু হয়ে আছে এবং উত্তরোত্তর তা আরও বিস্তার লাভ করছে। নিচে এর সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

এক. যৌতুককে বিবাহের এক অবশ্যপালনীয় শর্ত মনে করা হয়। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত যৌতুক কেনার অর্থ সংগ্রহ না হয়, ততক্ষণ মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায় না। নাজানি আমাদের সমাজে এমন কত মেয়ে আছে, যাদের কেবল এ কারণেই বিবাহ হচ্ছে না যে, তার বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার মত অর্থ তার বাবার নেই। এমনকি উপযুক্ত কোন সম্বন্ধ আসলে মেয়ের বাবা যৌতুকের অর্থ সংগ্রহের জন্য অবৈধ উপায় পর্যন্ত অবলম্বন করে, তা সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, তসরূফ, প্রতারণা যাই হোক না কেন। যে সকল পিতা চরিত্রবান হওয়ার কারণে কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না, তারাও অন্ততপক্ষে ধার-কর্জে জড়িয়ে নিজেকে সর্বশ্বান্ত করার জোগাড় করে ফেলে।

দুই. যৌতুকের পরিমাণও দিন দিন বাড়ছে এবং তার অপরিহার্য সামগ্রীর তালিকায় নতুন-নতুন জিনিস যোগ হচ্ছে। এখন আর যৌতুক পিতার পক্ষ হতে কন্যাকে দেওয়া কোন উপহার নয়, যা সে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খুশিমনে দেওয়ার চেষ্টা করবে, বরং এটা একটা সামাজিক বাধ্যবাধকতা, যা সাধ্যের অতীত হলেও সমাজের চাপে তাকে দিতেই হবে। সুতরাং তা আর এখন মেয়ের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জামাইয়ের দরকারি জিনিসপত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি জামাইয়ের ঘর দুয়ার সাজিয়ে দেওয়াও যৌতুকের অপরিহার্য অংগ হয়ে গেছে, তা দেওয়ার

https://t.me/islaMic_fdf

মত সামর্থ্য পিতার থাকুক বা না থাকুক এবং সে তাতে খুশি থাকুক বা না থকুক।

তিন. যৌতুক দেওয়ার ক্ষেত্রে এখন কেবল মেয়ে-জামাইয়ের মন সন্তুষ্ট করার দিকে নজর রাখলেই চলে না, বরং এটা এমন এক প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছে গেছে যে, তাতে দর্শকদেরও খুশি করার চেষ্টা থাকতে হবে, যাতে তা দেখে যে কেউ খুশিতে ডগমগ হয়ে যায় এবং প্রশংসা করতে বাধ্য হয়।

চার. যৌতুক প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা নীচতা হল, তার মান ও পরিমাণের প্রতি পাত্রপক্ষের নজরদারি। তারা কোন রাখঢাক ছাড়াই দামী-দামী যৌতুকের দাবি জানায়। অনেকে অতটা খুলে না বললেও ইশারা-ইঙ্গিতে তা বোঝানোর চেষ্টা করে। অন্ততপক্ষে এই আশা তো রাখেই যে, বধূ যেন দামী-দামী যৌতুক নিয়ে স্বামীগৃহে আসে। সেই আশা পূরণ না হলে নিন্দা-ধিক্কারের একশেষ করা হয় এবং নববধূকে নানাভাবে যন্ত্রণা পোহাতে হয়।

যৌতুকের সাথে এ জাতীয় যেসব রসম-রেওয়াজ ও দৃষ্টিভংগি জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর কারণে যেসব সামাজিক অনাচার জন্ম নিয়েছে ও নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তাবিদগণ অনবহিত নন। এ সম্পর্কে বহু লেখা-জোখা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। এমনকি যৌতুক রোধের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন আইন-কানুনও তৈরি করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এসব প্রচেষ্টার কিছু সুফলও অবশ্যই পাওয়া গেছে। যৌতুক সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় এখন বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যৌতুককে প্রদর্শন করার মানসিকতা অনেকটাই কমে গেছে। আইনের চাপে যৌতুকের বাধ্যবাধকতায় শিথিলতা এসেছে, কিন্তু তারপরও সমাজের একটা বড় অংশের ভেতর থেকে উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণার প্রবল প্রতাপ অদ্যাবধি খতম হয়নি।

কারও কারও প্রস্তাব হল, আইন করে যৌতুককে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা সামাজিক সমস্যা। কেবল আইন দ্বারা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান করা যায় না। তা ছাড়া এজাতীয় আইনও সব সময় মেনে চলা সম্ভব হয় না। আসলে এর জন্য দরকার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে অনুকূল চিন্তা-চেতনা ও মন–মানসিকতা তৈরি করা। এমনিতে তো এটা শরীআতের কোন নিষিদ্ধ কাজ নয় এবং নয় অনৈতিক আচরণও। একজন পিতা তার আদরের কন্যাকে স্বামীগৃহে যাওয়ার সময় এমন কোন উপহার দিতেই পারেন, যা তার ভবিষ্যত জীবনে কাজে আসবে। এটা সম্পূর্ণ মনের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপার। খোদ নবী কারীম

https://t.me/islaMic_fdf

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহেবযাদী হযরত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাঁর বিবাহকালে সাদামাঠা কিছু যৌতুক দান করেছিলেন। এজাতীয় উপহারের জন্য শরী'আত কোন সীমাও নির্ধারণ করে দেয়নি। অন্য কোন ফ্যাসাদ না থাকলে যে-কোন পিতা তার মনের আবেগে যা কিছু দিতে চান দিতে পারেন। কিন্তু এতে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তা মানুষেরই কৃতকর্মের পরিণাম। এক তো তারা এটাকে এক প্রদর্শনীর ব্যাপারে পরিণত করেছে ও বাহাদুরি ফলানোর মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত পাত্রপক্ষ কার্যত এটাকে নিজেদের প্রাপ্য মনে করছে, অন্ততপক্ষে এর আকাঙ্ক্ষা তো তাদের মনে থাকেই। সবচে' খারাপ কথা হল, যৌতুকের মান ও পরিমাণ আশানুরূপ না হলে বউ ও তার পরিবারের লোককে হেনস্থা করা হয় ও নিন্দা-সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়।

যৌতুকের এসব বিপত্তি দূর করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে এসব ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এর মন্দত্ব মানুষকে বোঝাতে হবে এবং বহুমুখী পদক্ষেপ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এমন একটা আবহ তৈরি করতে হবে, যাতে সাধারণ-বিশেষ সকলের চোখে যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা একটা চরম নিন্দনীয় খাসলতে পরিণত হয়ে যায় এবং তা গ্রহণ করাকে যে-কেউ নিজের পক্ষে অবমাননাকর গণ্য করে।

যে-কোন সামাজিক ব্যাধি একদিনেই নির্মূল করা যায় না। তা নির্মূল হয় নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও পর্যায়ক্রমিক মেহনতের মাধ্যমে। প্রথমে ক্ষমতাবান, বিদ্বান, বিজ্ঞজন ও প্রভাবশালী মহল সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গণসচেতনতা গড়ে তোলে। সেই গণসচেতনতাই ক্রমে শক্ত-পোক্ত হয়ে মানুষের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর জন্য চাই দরদী মন, চাই অবিরাম চেষ্টা। আফসোস আমাদের এই স্তরের অধিকাংশ লোকই এ নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ পায় না। তারা নানা কাজে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সমাজ সংস্কার ও মানুষের চিন্তা-চেতনা নির্মাণের দিকে নজর দেওয়ার সময় তাদের নেই। অথচ জাতি গঠনের জন্য এটা ভিত্তিপ্রস্তরের মর্যাদা রাখে। এ ছাড়া কোন সুস্থ ও আদর্শ জাতি গঠন করা কোনও দিন সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতি ও দলাদলির ডামাডোলে গণসচেতনতা তৈরির চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে, এখন তার নাম নেওয়াটাও যেন একটা তামাশার ব্যাপার। তবে এ পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে বসে যাওয়াটাও কোন কাজের কথা নয়। একজন

https://t.me/islaMic_fdf

সত্যের ঘোষক ও আলোর পথের দিশারীকে হতাশ হলে চলে না। সে তার কথা বলতে থাকবে। একাকি হলেও সত্যের পথে চলতে থাকবে। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে না। এভাবে চেষ্টা চালাতে থাকলে একটা সময় আসে, যখন সত্যের বাণী আপন বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং অন্যকে নিজের দিকে টানতে শুরু করে। আর এভাবে কেবল জাতির চিন্তা-চেতনায়ই নয় ! বরং তাদের কার্যকলাপেও মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দেয়।

২৫ জুমাদাহ-ছানিয়া ১৪১৬ হিঃ
১৯নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৮২ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিয়ের দাওয়াত ও বরযাত্রা

পূর্বের নিবন্ধে যৌতুক সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। নিবন্ধটি লেখার পর ইষ্টান ব্রিস্টল (ব্রিটেন) থেকে জনৈক ব্যক্তির একটি চিঠি আমার হাতে আসে। তাতে তিনি লেখেন–

আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার সূচনা কখন থেকে তা নির্ণয় করা তো ইতিহাসবিদের কাজ, কিন্তু তার ক্ষতি সকলেরই চোখের সামনে। বিষয়টি হচ্ছে যৌতুক। যৌতুক প্রথাটি যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে প্রবল-পরাক্রমে বিরাজ করছে, তাই সেখান থেকে যারা এদেশে এসেছে, তারা এ প্রথাটিও সংগে নিয়ে এসেছে এবং বর্তমানে পশ্চিমেও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আপনার কাছে অনুরোধ আপনি শরী'আতের দৃষ্টিতে এ প্রথাটি ঠিক কেমন তা ব্যাখ্যা করে দেবেন, যাতে ইউরোপের নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং যেই হাজার হাজার মেয়ে এই কুপ্রথার অভিশাপে অবিবাহিতা থেকে যাচ্ছে তাদেরও সৌভাগ্যের দুয়ার খুলতে পারে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে,

১. যৌতুক দেওয়া কি অবশ্যকর্তব্য?

২. অবশ্যকর্তব্য হলে তার পরিমাণ কি?

৩. যৌতুক দেওয়ার পর কি পিতা-মাতার মীরাছে মেয়ের কোন অধিকার থাকে না?

৪. সাধারণত মেয়েরা মীরাছ থেকে নিজ অধিকার এই চিন্তা করে ছেড়ে দেয় যে, সে তো যৌতুক পেয়ে গেছে এবং সুখে দুঃখে বাবার থেকে সহযোগিতা পায় ও আরও পাওয়ার আশা থাকে। তাছাড়া তার বিয়েতেও তো বহু টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ব্যাপার ছেলের বেলায়ও কি কার্যকর থাকে না? তা সত্ত্বেও সে মীরাছ পাবে, আর মেয়ে পাবে না-এ কেমন কথা?

৫. মেয়ের বাবা বরযাত্রীকে যে খাবার খাওয়ায় শরীআতের দৃষ্টিতে তার বিধান কী?

https://t.me/islaMic_fdf

৬. আরব দেশগুলোতে মেয়ের বাবা-মা যে খরচ করে, তার টাকা পাত্রকে পরিশোধ করতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে পিতা-মাতার ঘাড়েই এটা চাপানো হয়। এর কী যুক্তি?

৭. কোন কোন এলাকায় পণপ্রথা চালু আছে। অর্থাৎ মেয়ের বাবা পাত্রপক্ষ থেকে বিয়ের খরচ ছাড়াও বাড়তি টাকা দাবি করে থাকে। এর শর'ঈ বিধান কী?

আপনার রচনাবলী দ্বারা অগণ্য মানুষ উপকৃত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 'জংগ' পত্রিকায় আপনার যে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হওয়ার কারণে তার তাছীর অনেক বেশি। আপনি আমার উপরিউক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর যদি এ পত্রিকাতেই ছাপিয়ে দেন, আশা করি তাতে বহু লোকের সন্দেহ নিরসন হবে ও ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন হয়ে যাবে।

ইতি আব্দুল মজীদ
ইষ্টান, ব্রিস্টল, বৃটেন।

পত্রলেখকের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্বের নিবন্ধে এসে গেছে, যেমন যৌতুক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা আদৌ বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ নয়। কাজেই যৌতুক দেওয়ার সামর্থ্য না থাকার বাহানায় মেয়েকে অনূঢ়া বসিয়ে রাখার কোন বৈধতা নেই। পিতা তার মেয়ের স্বামীগৃহে যাত্রাকালে যদি খুশীমনে সামর্থ্য অনুযায়ী কোন হাদিয়া-তোহ্‌ফা দিতে চায়, তবে নিঃসন্দেহে সে তা দিতে পারে, এতে দোষের কিছু নেই। দোষ হয় তখনই, যখন তাকে বিবাহের অপরিহার্য শর্ত মনে করা হয় বা তাতে বাহাদুরি ফলানোর ইচ্ছা থাকে। এমনিভাবে স্বামী বা তার পরিবার যদি যৌতুকের দাবি করে বা তার আশায় থাকে, তাও অত্যন্ত গর্হিত ও দূষণীয় সাব্যস্ত হবে।

পত্রলেখক নতুন যে কথা লিখেছে তার সম্পর্ক মীরাছের সাথে। তার প্রশ্ন হচ্ছে যৌতুক দেওয়ার পর কি পিতামাতার মীরাছে মেয়ের কোন হক থাকে না? বস্তুত মহল বিশেষে এ ধরনের একটা ভুল ধারণা আছেও এবং তার ব্যাপকতা বড় কম নয়।

এ প্রসংগে আরয হল, মীরাছের সাথে যৌতুকের কোন সম্পর্ক নেই। পিতা যদি যৌতুক হিসেবে তার যথাসর্বস্বও মেয়ের পায়ে লুটিয়ে দেয়, তবুও তার উত্তরাধিকার লোপ পায় না। বাবার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদে মেয়ের প্রাপ্য অংশ যথারীতি সংরক্ষিত থাকবে। বোনকে বঞ্চিত করে

https://t.me/islaMic_fdf

নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেওয়ার কোন অধিকার তার ভাইদের থাকবে না। বোনকে যথেষ্ট পরিমাণে যৌতুক দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে মীরাছ থেকে তাকে বঞ্চিত করার কোন বৈধতা নেই। ছেলে হোক বা মেয়ে, পিতা নিজ জীবদ্দশায় তাকে যা-কিছুই দিয়েছে, সে কারণে তার মীরাছের অংশে কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। তবে সন্তান-সন্ততিকে কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা পিতার অবশ্যকর্তব্য। কোন এক সন্তানের প্রতি দানের বারি বর্ষণ করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করা কোনও ক্রমেই জায়েয নয়। তবে এটা এক স্বতন্ত্র মাসআলা, যে সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

যা হোক এটা এক স্থিরীকৃত মাসআলা যে, যৌতুক দেওয়ার কারণে মীরাছ থেকে মেয়ের উত্তরাধিকার লোপ পায় না এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এমনকি যৌতুক হিসেবে তাকে যা দেওয়া হয়েছে, মীরাছের প্রাপ্য অংশ থেকে তা বিয়োগও করা যাবে না। মীরাছে তার ওয়ারিসী স্বত্ব পুরোপুরিই বহাল থাকবে।

পত্রলেখক দ্বিতীয় যে প্রশ্ন তুলেছে, তা হচ্ছে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন সম্পর্কে। অর্থাৎ বরের সাথে আগত লোকজনকে যে খাবার খাওয়ানো হয়, সে ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিভংগী কী? এ সম্পর্কেও আমাদের সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট বাড়াবাড়ি আছে। কেউ কেউ তো মনে করে, ছেলের বিয়েতে যেমন ওলীমা করা সুন্নত, তেমনি মেয়ের বিয়েতেও তা সুন্নত। অন্ততপক্ষে পসন্দনীয় কাজ তো বটেই। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাত্রীপক্ষের দিক থেকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা সুন্নত তো নয়ই, এমনকি মুস্তাহাবও নয়। বরং অন্য কোন অনিষ্ট না থাকলে তা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। একই কথা বরানুগমন সম্পর্কে অর্থাৎ ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া সুন্নত-মুস্তাহাব কিছুই নয় এবং শরীআত বিবাহকে এর উপর মওকুফ রাখেনি। সেই সংগে একথাও ঠিক যে, অন্য কোন বিপত্তি না থাকলে বরযাত্রা কোন গুনাহের কাজও নয়।

সুতরাং যারা বরযাত্রী গমন এবং মেয়েপক্ষ কর্তৃক তাদের আপ্যায়নকে এমন পাপকর্ম গণ্য করে যেন কুরআন-হাদীছ এ কাজকে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের এ কঠোরতাও সমীচীন নয়। এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি।

https://t.me/islaMic_fdf

সঠিক কথা হচ্ছে, বিবাহকালে বরের সাথে যদি পরিমিত সংখ্যক লোক কনের বাড়িতে যায় (যে সংখ্যা মেয়ের বাবার জন্য কোন বোঝা হবে না) এবং কনেপক্ষ মেয়েকে পাত্রস্থ করার আনন্দে তাদেরকে সহ নিজ আত্মীয়-স্বজনকেও আপ্যায়িত করে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এ কারণেই যে, এ বরযাত্রা ও তাদের আপ্যায়নকে সমাজ তার আপন স্থানে রাখেনি। বরং এটাকে বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ বানিয়ে ফেলেছে। ফলে এসব আঞ্জাম দেওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তাদেরও এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক এ ভার বহনে বাধ্য হয়ে যায়। আর এর জন্য অনেক সময় তারা অবৈধ পন্থা পর্যন্ত অবলম্বন করে ফেলে। অন্ততপক্ষে ধার-কর্জের বোঝা তো মাথায় চাপায়ই। আর কেউ যদি তা না করে এবং নিজ আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মেয়ের বিয়েতে বড় ধরনের আয়োজন করতে সম্মত না হয়, তবে সমাজে তাকে নিন্দা কুড়াতে হয়।

কাউকে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া বা আপ্যায়ন করার কাজটি যদি মহব্বতের সাথে ও খুশি মনে হয়, তবে গুনাহের তো প্রশ্নই আসে না, বরং এটা একটা বরকতপূর্ণ কাজ। বিশেষত যাদের সাথে নতুন আত্মীয়তা হতে যাচ্ছে, তাদের সাথে এরূপ সৌজন্য প্রদর্শন পারস্পরিক সম্প্রীতির পক্ষেও সহায়ক। শর্ত হল, তা হতে হবে আন্তরিকতার সাথে এবং সামর্থ্য অনুপাতে। যদি উদ্দেশ্য থাকে নাম কুড়ানো ও বাহাদুরি ফলানো অথবা থাকে বিনিময়ের প্রত্যাশা, তবে বরকত লাভ তো হবেই না; উল্টো গুনাহগার হতে হবে। এমনিভাবে সমাজের চাপে পড়ে করাও সংগত নয়। অর্থাৎ মনে তো ইচ্ছে নেই, কিন্তু নাক কাটা যাবে সেই ভয়ে যদি জবরদস্তিমূলক উপহার দেওয়া হয় বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাতে আদৌ বরকত লাভ হবে না; বরং তা গুনাহ ও অমংগলের কারণ হবে। বরং এর পরিণামে সমাজে বিভিন্ন রকম অনৈতিকতা জন্ম নেয়, মানুষ নানা চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এটা আমাদেরই কর্মফল যে, আমরা নানা রকম মনগড়া রসম-রেওয়াজের চক্করে পড়ে ভালো-ভালো কাজকেও নিজেদের জন্য মসিবত বানিয়ে ফেলেছি। অথচ সহজ সরলভাবে ও আন্তরিকতার সাথে করলে এসব কাজে কোন দোষ ছিল না। রসম-প্রথার বাধ্যকাধকতা, নাম-ডাকের প্রত্যাশা ও সামাজিক জোর-জবরদস্তিই যত অনর্থের মূল। এরই কারণে আজ এসব ভালো কাজ অতি বড় মন্দ কাজে পরিণত হয়েছে।

https://t.me/islaMic_fdf

সুতরাং কোন মেয়ের পিতা যদি মেয়ের বিবাহে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন, নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে খুশীমনে খাওয়ায় এবং এটাকে বিবাহের অপরিহার্য অনুষংগ মনে না করে এবং সুন্নতও গণ্য না করে, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। অনুরূপ কেউ যদি নাও খাওয়ায় তাও কোন অপরাধ নয় যে, সেজন্য তার নিন্দা-সমালোচনা করা যাবে। বরং তার সে সরলতা সুন্নতেরই বেশি কাছাকাছি। তাই এর প্রশংসাই করা উচিত।

মনে করুন, কেউ পরীক্ষায় তার পুত্রের ভালো ফলাফল করার কারণে কিংবা কেউ ভালো চাকরি পাওয়ার আনন্দে তার বিশেষ-বিশেষ লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াল। এ খাওয়ানোটা কি কিছু দোষের কাজ? নিশ্চয়ই নয়। অপরদিকে কত লোকের ছেলে-পুলে পরীক্ষায় ভালো পাশ করে কিংবা তারা পসন্দের চাকরি পেয়ে যায়, অথচ সে আনন্দে কোন অনুষ্ঠান করার কথা চিন্তাই করে না আর এজন্য সমাজ চোখে তারা নিন্দিতও হয় না এবং কেউ তাদের সমালোচনাও করে না ।

ঠিক এই একই পন্থা যদি বিবাহের ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়, তাতে অসুবিধা কোথায়? অর্থাৎ যার ইচ্ছা হয় অনুষ্ঠান করবে আর যার ইচ্ছা না হয় করবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো বিষয়টাকে সেভাবে ভাবা হয় না। বরং পাত্রপক্ষ থেকে পুরাদস্তুর দাবি থাকে যে, তাদের এত এত লোক যাবে এবং মেয়েপক্ষকে তাদের খাওয়াতে হবে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিতে যেন বিয়েই হল না। যারা বরযাত্রী ও মেয়েপক্ষের অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেন, তারা মূলত এই বাড়াবাড়ির দিকেই লক্ষ করেছেন। তারা উৎসাহ দিয়েছেন, যেন প্রভাবশালী কিছু লোক এসব বরযাত্রা পরিহার করে এবং বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মেয়ের বিয়ে দেয়। তা হলে তাদের দেখাদেখি সেসব দুর্বল ও সাধারণ শ্রেণীর লোকও সাদামাঠাভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে সাহস করবে, যারা সমাজের চাপে সামর্থ্যের বাইরে খরচ করতে বাধ্য হয়।

পত্রলেখক সবশেষে প্রশ্ন করেছিল, কোন কোন এলাকায় প্রচলন আছে, মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষ হতে পণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বিয়ের খরচাদি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা ছেলের কাছে দাবি করা হয়। তা ছাড়া তারা মেয়ে দিতে রাজি হয় না। এ প্রথা কতটা শরীআত সম্মত?

সন্দেহ নেই এটাও একটা ভিত্তিহীন প্রথা। কোন কোন এলাকায় এ প্রথা শক্তভাবে শেকড় গেড়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। আমাদের ফকীহগণ মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণকে ঘুষ সাব্যস্ত করেছেন। তাদের মতে এটা ঘুষের মতই গুনাহের

https://t.me/islaMic_fdf

কাজ। বরং এটা এক ধরনের নির্লজ্জতা ও আত্মাবমাননাও বটে। এ যেন টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করা। এ কারণেই যেসব এলাকায় এর প্রচলন আছে, সেখানে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী দাসীসুলভ ব্যবহারই করে থাকে। সুতরাং শরী'আত ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রথাটি অতি ন্যাক্কারজনক এবং অবশ্য পরিতাজ্য।

৩ রজব ১৪১৬ হিঃ
২৬ নভেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ
সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৮৭ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

বিবাহ ও ওলীমা : কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

পূর্বের নিবন্ধসমূহে আমরা বিবাহের বিভিন্ন দিক ও তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু রসম-প্রথা সম্পর্কে আলাচনা করেছিলাম। বোঝা যাচ্ছে, তাতে বেশ সাড়া পড়েছে। কেননা, তার পরই আমার কাছে এ সম্পর্কে পাঠকদের পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রস্তাবনা আসতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে এ সংক্রান্ত চিঠির একটা স্তূপ জমা হয়ে যায়। তা দ্বারা কয়েকটি জিনিস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়,

এক. বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত রসম-রেওয়াজ নিয়ে মানুষ বড় পেরেশান। তারা এ সম্পর্কে স্পষ্ট সমাধান পেতে চায়।

দুই. বিয়ে-শাদী সম্পর্কে শরীআত যে বিধি-বিধান দিয়েছে, সে সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ব্যাপক। যেসব সাধারণ বিষয় মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্যই এককালে বেশ জানত, আজ ভালো লেখা পড়া করা লোক পর্যন্ত সে সম্পর্কে কোন খবর রাখে না। উল্টো তার বিপরীতে ভিত্তিহীন ও মনগড়া নানা আচার-অনুষ্ঠানকে তারা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তিন. মানুষ এখন আবার দ্বীন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা এসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক শরীআতী সমাধান জানতে চায়।

কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল একান্তই ব্যক্তিগত। আমি তার উত্তর পত্রিকায় প্রচার করা অপেক্ষা আলাদাভাবে তাদেরকে জানানো বেশি সমীচীন মনে করেছি। আর কিছু প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ এবং তা জানা দরকার বলে মনে হয়েছে। তাই পত্রিকার কলামকেই তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। যাতে বৃহত্তর পরিসরে তা পাঠ করা যায় এবং সধারণভাবে সকলে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি চিঠি তার আপন-আপন ভাষায় উল্লেখ না করে সামষ্টিক আলোচনার অধীনে সবগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

বিবাহের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে 'ওলীমা'র অনুষ্ঠান এক বিশেষ মর্যাদা রাখে। কেননা, এটি সুন্নত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

https://t.me/islaMic_fdf

সরাসরি এর উৎসাহ দিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, এ অনুষ্ঠান ফরয বা ওয়াজিব স্তরের নয় যে, তা ছুটে গেলে বিবাহ না হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে। তবে এটা যেহেতু সুন্নত, তাই যথাসম্ভব এ সুন্নতের অনুসরণ করা কাম্য।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ সুন্নত আদায়ের জন্য শরীআত মেহমানদের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং খানারও কোন পদ ও মান-পরিমাণ স্থির করা হয়নি। বরং প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী যেই মান-পরিমাণে ইচ্ছা হয় ওলীমার অনুষ্ঠান করতে পারে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ওলীমা করেছিলেন মাত্র দু'সের জব দিয়ে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যাঃ (রাযি.)-এর বিবাহের ওলীমা করা হয়েছিল সফর অবস্থায় এবং তা এভাবে যে, একটি দস্তরখান বিছিয়ে তাতে কিছু খেজুর, কিছু পনির ও কিছু ঘি রেখে দেওয়া হয়। ব্যস এই ছিল তার ওলীমার আয়োজন। (বুখারী-হাদীছ নং ৪৯৬৮)

অবশ্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনত জাহ্শ (রাযি.) এর বিবাহে যে ওলীমা করা হয়েছিল তাতে আপ্যায়ন করা হয়েছিল রুটি ও ছাগলের গোশত দ্বারা। (বুখারী, অধ্যায় বিবাহ, হাদীছ ৪৭৭০)

সুতরাং ওলীমা সম্পর্কে এরূপ ধারণা ঠিক নয় যে, তাতে বিপুলসংখ্যক লোক দাওয়াত দিতে হবে এবং উৎকৃষ্ট মানের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিভাবে এ ধারনাও ভুল যে, যার সামর্থ্য নেই, তাকেও ধার-কর্জ করে হলেও উন্নত মানের ওলীমার ব্যবস্থা করতে হবে। বরং শরীআতে কাম্য কেবল এতটুকুই যে, প্রত্যেকে আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী ওলীমার অনুষ্ঠান করবে। যার সামর্থ্য কম সে তা সংক্ষিপ্ত ও সাদামাঠাভাবেই করবে আর যার সামর্থ্য বেশি, সে চাইলে বেশি মেহমানকে দাওয়াত করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাবারের এন্তেজামও করতে পারে, যদি তাতে মানুষকে দেখানো ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্য না থাকে।

উপরিউক্ত সীমারেখার ভিতর থেকে ওলীমা করা অবশ্যই সুন্নত এবং সে হিসেবে ছওয়াবের কাজ। কাজেই এরূপ একটি বরকতপূর্ণ কাজকে মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ও গুনাহের দ্বারা পঙ্কিল করে তোলা, কাজটিকে অবমূল্যায়ন, বরং অবমাননা করারই নামান্তর। কাজেই শান-শওকত জাহির করা, সুনাম, সুখ্যাতি যাতে হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া, অনুষ্ঠানের ব্যতিব্যস্ততায় নামায নষ্ট করা, সাজগোজ করে আসা নর-নারীদের অবাধ মেলামেশা করা। অনুষ্ঠানের ভি.ডি.ও করা এবং এজাতীয় আরো যেসব অনুচিত কর্মকাণ্ড হয়ে

https://t.me/islaMic_fdf

থাকে তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত। কেননা, এসব অনাসৃষ্টি দ্বারা এ মুবারক অনুষ্ঠানটির বরকত নষ্ট করে ফেলা কিছু বুদ্ধির কাজ নয়।

ওলীমা সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা অতি ব্যাপক। বহু লোক সে কারণে পেরেশান থাকে। এক ব্যক্তি বিশেষভাবে তার সে পেরেশানির কথা উল্লেখ করত তার সমাধান জানতে চেয়েছে। ভুল ধারণাটি হল অনেকে মনে করে বর-কনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ঘনিষ্ঠতা না হওয়া পর্যন্ত ওলীমা করা যায় না। করলে তা সঠিক হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কনের স্বামীগৃহে গমন এবং তার পরেও যে-কোনও সময়ই ওলীমা করার অবকাশ আছে। মুস্তহাব হল বধূকে তুলে আনার পর করা। তুলে আনা বলতে তুলে আনাই। এর বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে আসা ও উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হয়ে যাওয়ার পরই ওলীমা করা যাবে। এর জন্য উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীসুলভ ঘনিষ্ঠতা হওয়া শর্ত নয়। সে ঘনিষ্ঠতা না হলেও ওলীমা করতে কোন দোষ নেই এবং তাতে ওলীমা নাজায়েয হয়ে যায় না এবং একথা বলারও অবকাশ থাকে না যে, এভাবে ওলীমা করলে তাতে ওলীমা করার সুন্নত আদায় হয় না, বরং এটা নফল ওলীমারূপে গণ্য হয়। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওলীমা তো নববধূর স্বামীগৃহে গমনের আগেও করা যায়। শুধু এতটুকু কথা যে, তা মুস্তাহাব সময়ে করা হয় না, কিন্তু ওলীমা ঠিকই হয়ে যায়, (এস্থলে দলীল-প্রমাণ উল্লেখের অবকাশ নেই। যারা দলীল-প্রমাণ জানতে আগ্রহী, তারা ইবন হাজার (রহ.) কৃত ফাতহুল-বারী, (৯ম, খন্ড, ২৩১ পৃঃ গ্রন্থে ৫১৭৭ নং হাদীছের অধীনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দেখে নিতে পারেন)।

আরেক ব্যক্তির প্রশ্ন ছিল, বিবাহকালে যখন কনের অনুমতি চাওয়া হয়, তখন কি তার মৌখিক অনুমতি দেওয়া জরুরি, না কাবিননামায় দস্তখত করলেই যথেষ্ট?

এ ব্যাপারে আরজ হল, আমাদের এলাকায় সাধারণ নিয়ম হল, বিবাহের মজলিসে কনে নিজে উপস্থিত থাকে না। বরং বিবাহের আগে তার পরিবারের কেউ তার সম্মতি (ইয্ন) নিয়ে আসে। কনের পক্ষ থেকে তাকে উকিল গণ্য করা হয়। কাবিননামায়ও উকিলের ঘরে তার দস্তখত নেওয়া হয়। উকিল যখন কনের ইয্ন আনতে যায়, তখন বিবাহের ইজাব-কবূল হয় না, কেবল কনের সম্মতি নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সম্মতি গ্রহীতার কর্তব্য মেয়েকে এই কথা বলা যে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের সাথে এত টাকা মোহরের বিনিময়ে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করতে চাই। তুমি কি তাতে সম্মত আছ?

https://t.me/islaMic_fdf

মেয়ে কুমারী হলে মৌখিকভাবে সম্মতি জানানো অপরিহার্য নয়; বরং প্রত্যাখ্যান না করাই যথেষ্ট। অবশ্য মুখে সম্মতি জানালে বেশি ভালো। যদি কাবিননামায় দস্তখত করে দেয়, তাও সম্মতি হয়ে যাবে। হাঁ কোন মহিলা যদি পূর্ববিবাহিতা হয়, তবে এই দ্বিতীয় বিবাহে তার মৌখিক সম্মতি জানানোই জরুরি। অন্য কোন পন্থায় তার সম্মতি জানানো যথেষ্ট হবে না।

কনের পক্ষ থেকে এভাবে সম্মতি গ্রহণের পর সম্মতি গ্রহীতা উকিল হিসেবে যিনি বিবাহ পড়াবেন, তাকে বিবাহ পড়ানোর অনুমতি দেবে। তিনি বরকে যে কথা বলেন তা হয় বিবাহের ঈজাব আর বর যে উত্তর দেয় তা হচ্ছে কবুল। এই ঈজাব ও কবুল হয়ে গেলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

১১ রজব ১৪ হিঃ
৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ২৯৩ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

তালাকের সঠিক পদ্ধতি

বিভিন্নভাবেই মুসলিম জনসাধারণের পারিবারিক কলহ, বিশেষত দাম্পত্য কলহ নিষ্পত্তির সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে। দেখে দুঃখ লাগে যে, আমাদের সমাজে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা চরম আকার ধারণ করেছে। আগে ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত যেসব কথা জানত এখন বড়দেরও সে সম্পর্কে কোন খবর নেই। তাই কয়েক মাস আগে আমি এই স্বতন্ত্র কলামটি চালু করেছি এবং এতে বিবাহসংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করছি। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বিভিন্ন শিরোনামে তা প্রকাশ হচ্ছে। বিবাহের পর অনেক সময়ই তালাকের ঘটনা ঘটে, যে কারণে বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনার ধারায় তালাক সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করছি। সামাজিক অজ্ঞতা এখন এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তালাক সম্পর্কিত একদম প্রাথমিক মাসাইলও আম মুসলিমদের জানা নেই। ফলে তারা নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

সর্বপ্রথম ভুল হল রাগের বশে তালাক দেওয়া। লোকে এখন রাগ ঝাড়ার মাধ্যম হিসেবে তালাককে বেছে নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে কোন বিষয় নিয়ে মতভিন্নতা দেখা দিলে তা কেবল রাগারাগিতেই শেষ হয় না; বরং এক পর্যায়ে স্বামী উত্তেজনা বশে তালাক শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে। অথচ 'তালাক' তো কোন গালি নয় যে, তা শুনিয়ে দিয়ে মনের ঝাল মেটানো হবে। বরং এটা তো বৈবাহিক সম্পর্ক চুকানোর চরম ব্যবস্থা, যার পরিণাম অতি কঠিন। এর দ্বারা কেবল দাম্পত্য সম্পর্কেরই ইতি ঘটে না; বরং পারিবারিক জীবনে বহু সংকট খাড়া হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য পর হয়ে যায়। সন্তানদের লালন-পালনের ব্যবস্থা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। সম্পদ বন্টনে জটিলতা দেখা দেয়। মোহর, খোরপোষ ও ইদ্দত পালনের উপর তার প্রভাব পড়ে। মোটকথা, কেবল স্বামী-স্ত্রীই নয় বরং সন্তান-সন্ততি পরিবারের সদস্যবর্গ ও খান্দানের অন্যান্য লোকজন পযর্ন্ত এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়।

https://t.me/islaMic_fdf

এ কারণেই ইসলাম তালাকের অনুমতি দিলেও একে 'আবগায়ুল-মুবাহাত' বা ঘৃণ্যতম বৈধকাজ সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ বৈধ কাজ সমূহের মধ্যে তালাক এমন এক কাজ, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি অপসন্দ। খৃষ্টধর্মে তো তালাকের কোন সুযোগই ছিল না। একবার দুই নারী-পুরুষ পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে সে বন্ধন এমন স্থায়ী হয়ে যেত যে, তা ছিন্ন করার কোন পথ খোলা ছিল না। বাইবেলে তালাককে ব্যভিচারতুল্য বলা হয়েছে।

ইসলাম যেহেতু স্বভাবর্ধম, তাই তালাক সম্পর্কে তার অবস্থান এতটা কঠোর নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে কোনও কোনও সময় এমন কঠিন একটা পর্যায় এসে পড়ে, যখন সৌজন্যের সাথে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ পর্যায়ে ধামাচাপা দিয়ে বিবাহকে টিকিয়ে রাখার অর্থ তাদের জীবনকে দুর্বিষহ শাস্তিতে নিক্ষেপ করা (এ কারণেই খৃষ্টধর্ম তালাকের ক্ষেত্রে তার পুরানো অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ, যা বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই) তাই ইসলাম তালাককে নাজায়েয ও হারাম সাব্যস্ত করেনি এবং তার জন্য এমন কঠোর ও কঠিন কারণও নির্দিষ্ট করে দেয়নি, যদ্দরুন বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে তাদেরকে হাত-পা বাধা নিরুপায় মনে করা যাবে।

এক দিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা অপসন্দ হল তালাক। (আবূ দাউদ, হাদীছ ১৮৬৩; ইবন মাজাহ হাদীছ ২০০৮)

অন্য দিকে স্বামী-স্ত্রীকে এমন উপদেশ ও পথনির্দেশ করা হয়েছে, যা মেনে চললে তালাকের ঘটনা ঘটবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

তৃতীয়ত পরিস্থিতি যখন তালাক পর্যন্ত গড়াবে তখন তালাকের জন্য এমন পন্থা শেখানো হয়েছে, যা অনুসরণ করলে ক্ষতির মাত্রা হবে অনেক কম। আজ এসব শিক্ষার বহুল প্রচার ও আন্তরিকতার সাথে তার অনুসরণ করা অতীব প্রয়োজন। তা করলে ইনশাআল্লাহ পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের বহু সমস্যার আপনা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে।

তালাকের দুয়ার বন্ধ করার জন্য যে সব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশনা হল স্ত্রীর পক্ষ হতে অপসন্দীয় কিছু ঘটলে স্বামীর করণীয় সম্পর্কে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্ত্রীর কোন বিষয় যদি স্বামীর অপসন্দ হয়, তবে সে যেন তার ভালো দিকগুলোর প্রতি লক্ষ করে। বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ায় সম্পূর্ণ

https://t.me/islaMic_fdf

নির্দোষ কোন মানুষ নেই। কারও মধ্যে যদি একটা দোষ থাকে, তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার গুণ আছে দশটা। সে ক্ষেত্রে দশটা গুণ সম্পর্কে চোখ বন্ধ রেখে একটা দোষ নিয়ে লেগে পড়া কত বড়ই না অবিচার। এরূপ পন্থা অবলম্বন করলে কখনও কোন সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়। কুরআন মাজীদ তো এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছে যে,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

'তোমারা যদি তাদেরকে অপসন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপসন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১৯)

কুরআন মাজীদ দ্বিতীয় নির্দেশনা দিয়েছে এই যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে যদি নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে না পারে এবং কোমল-কঠোর সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও বিরোধের কোন সুরাহা না হয়, তবে তালাকের জন্য ব্যস্ত না হয়ে বরং তারা আপন-আপন খান্দান থেকে একজন করে সালিশ নিযুক্ত করবে। উভয় সালিশ বিচক্ষণতার সাথে সব কিছু খতিয়ে দেখবে এবং আপস-রফার কোন উপয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। আল্লহ তা'আলা এ ব্যাপারে আশ্বাসবাণী শোনান-

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকুল অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা নিসা : ৩৫)

যদি সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পরিশেষে তালাকেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হল, স্বামী তালাক দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করবে। উপযুক্ত সময় বলতে কী বোঝায়? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যা দান করেন যে, স্ত্রী যখন পাক-পবিত্র থাকে, তখন তালাক দেবে অর্থাৎ স্ত্রীর মাসিককাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর যতক্ষণ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠ না হবে, ততক্ষণই হল তালাকের উপযুক্ত সময়। সুতরাং স্ত্রীর ঋতুকালে তালাক দেওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে একটি গুনাহের কাজ (যদিও তালাক হয়ে যাবে)। এমনিভাবে ঋতু শেষ হওয়ার পর যদি তাদের আনন্দ-মিলনও ঘটে যায়, তখনও তালাক দেওয়া নিষেধ। এরূপ ক্ষেত্রে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে পরর্বতী মাসের অপেক্ষা করতে হবে।

https://t.me/islaMic_fdf

এ পন্থার উপকারিতা তো বহু। তন্মধ্যে এক বিশেষ উপকার এইও যে, এর ফলে কোন সাময়িক উত্তেজনা বা কলহের পরিণতিতে তালাক দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। এর আরেক সুবিধা হল, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকলে সেই অবকাশে স্বামী গোটা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করতে পারবে এবং বিবাহ যেমন চিন্তা ভাবনা করেই করেছিল, তেমনি তালাকও সে ভেবে চিন্তেই দিতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, অপেক্ষার সেই অবকাশে উভয়ের মত বদলে যাবে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তালাকের আর প্রয়োজন পড়বে না।

অতঃপর উপযুক্ত সময় আসার পরও যদি তালাকের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে, তবে তালাক দেওয়ার জন্য শরীআত সঠিক যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে তা এরকম, প্রথমে স্বামী মাত্র এক তালাক দেবে এবং ক্ষান্ত হয়ে যাবে। এতে এক রজ'ঈ তালাক হবে। এভাবে এক তালাকের পর যখন ইদ্দত শেষ হবে, তখন সৌজন্যের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আপনা-আপনি ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর উভয়ে নিজ-নিজ ভবিষ্যত সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

এ পদ্ধতির একটা সুবিধা হল, তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি মনে করে, তার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি এবং এখন অবস্থা ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তবে ইদ্দতের ভেতর সে নিজ প্রদত্ত তালাক প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। এর জন্য মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। এর ফলে বৈবাহিক সম্বন্ধ আপনিই পুনঃস্থাপিত হয়ে যাবে। এমনকি যদি ইদ্দত শেষও হয়ে যায়, তারপর স্বামী-স্ত্রী যদি মনে করে তাদের শিক্ষা হয়ে গেছে এবং এখন থেকে তারা আরও সহনশীলতা ও আপস-রফার সাথে জীবন যাপন করবে, তবে তাদের জন্য সে পথও খোলা আছে। তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এর জন্য নতুন মোহরে সাক্ষীদের সামনে ঈজাব, কবুল হওয়া জরুরি ।

উপরিউক্ত সুযোগ গ্রহণ করত তারা যদি নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পুনরায় দাম্পত্যজীবন শুরু করে দেয়, তারপর কোন কারণে তাদের মধ্যে আবারও কলহ দেখা দেয়, তবে এ ক্ষেত্রেও আগের মতই তাড়াহুড়ো করে তালাকের পথে অগ্রসর না হয়ে বরং উপরে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং স্বামী তালাক দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে, তখনও এক তালাকই দেবে। এতে মোট দুই তালাক হয়ে যাবে। তারপরও মামলা স্বামী-স্ত্রীর হাতেই থেকে

https://t.me/islaMic_fdf

যাবে। অর্থাৎ ইদ্দতের ভিতর স্বামী চাইলে তালাক প্রত্যাহার করে নিতে পারবে এবং ইদ্দতের পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারবে।

এই হল কুরআন-হাদীছে বর্ণিত তালাকের পদ্ধতি। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, বিবাহ বহাল রাখা ও বিচ্ছেদ হতে তাকে রক্ষার জন্য শরীআত বিভিন্ন ধাপে তার কত রকম পথ খোলা রেখেছে।

হ্যাঁ; কেউ যদি সবগুলো ধাপ অতিক্রম করে যায় এবং তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে এরপর আর কিছু করার থাকে না। বিবাহ তালাক তো কানামাছি খেলা নয় যে, অনন্তকাল তালাক-বিবাহের খেল খেলতে থাকবে। সুতরাং তৃতীয় তালাকের পর শরীআতের বিধান হল, তাদের মধ্যে পুনর্মিলনের পথ চিরতরে বন্ধ। এখন আর পুনঃবিবাহের কোন সুযোগ নেই। স্বামী তালাক প্রত্যাহারও করতে পারবে না এবং তারা পারস্পরিক সম্মতিতে ফের বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হতে পরবে না। এখন তারা স্থায়ীভাবে পৃথক হয়ে যেতে বাধ্য।

আমাদের সমাজে তালাক সম্পর্কে যে সব মারাত্মক ভুল ধারণা আছে, তার একটি হল, তিন তালাকের কম তালাককে মানুষ তালাকই মনে করে না। মনে করা হয়, তালাক শব্দটি এক-দু'বার বললে বা লিখলে তাতে তালাকই হয় না। সুতরাং তালাক দেওয়ার সময় তিন তালাকের নিচে থামাই হয় না। সর্বনিম্ন তিনবার তালাক উচ্চারণকে জরুরি ভাবা হয়।

অথচ উপরে লেখা হয়েছে যে, মাত্র একবার তালাক দিলেও তাতে তালাক হয়ে যায়। বরং শরীআতের দৃষ্টিতে তালাকের সঠিক ও উত্তম নিয়ম এটাই যে, তালাক শব্দ মাত্র একবার বলা বা লেখা হবে। তারপর বুঝে-শুনে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক নবায়ন করার ইচ্ছা হলে কারও মতেই তার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় না।

কিন্তু একত্রে তিন তালাক দেওয়া এক তো গুনাহ, সেই সংগে হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী চারও মাযহাব অনুযায়ী সে গুনাহের এক নগদ শাস্তি হল পুনঃবিবাহের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তিন তালাক দেওয়ার পর স্বামী যদি প্রত্যাহার করতে চায় বা পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যায়, সে সুযোগ আর বাকি থাকে না। ফলে এ চার মাযহাবের অনুসারী কেউ তিন তালাক দিয়ে ফেললে তাকে কঠিন জটিলতার সম্মুখিন হতে হয়।

সুতরাং তালাক সম্পর্কে সর্বপ্রথম এক তালাক দিলে তাতে তালাক হয় না'- এই ভুল ধারণার নিরসন করতে হবে। মনুষকে বোঝাতে হবে যে,

https://t.me/islaMic_fdf

এটাই তালাকের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নিয়ম। তালাক শব্দ উচ্চারণ করতে হবে মাত্র একবার। তার বেশি নয়। স্বামীর যদি ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করার অধিকার বাতিল করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে এক তালাক বায়েন দিয়ে দেবে। অর্থাৎ তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ যুক্ত করবে। এভাবে তালাক দেওয়ার পর এক মুহূর্তের জন্যও তা প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। হাঁ স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চাইলে ফের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক তালাকই যে সর্বোত্তম তালাক এটি গোটা উম্মতের সর্ববাদী সম্মত রায়। এতে কোন দ্বিমত নেই। উলামায়ে কিরামের উচিত বয়ান ও খুতবায় বিষয়টি তুলে ধরা এবং অন্যসব প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করেও তালাকের এসব বিধান সকলের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া।

৫ মুহার্‌রাম ১৪১৭ হিঃ
২৩ মে ১৯৯৬ খৃঃ
সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩১৯ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

ইহ্সান ও দাম্পত্য জীবন

[ইহ্সান-এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে করা। মূলত এটি কুরআন-হাদীছের একটি পরিভাষা। হাদীছে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ রকম– আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত এই ধ্যানের সাথে করা যে, আমি তাঁকে দেখছি। আর ধ্যানের এই স্তরে পৌঁছতে না পারলে অন্ততপক্ষে এই ধ্যান করা যে, তিনি আমাকে দেখছেন। বলাবাহুল্য যে, কোন কাজে এই ধ্যান থাকলে সে কাজ অত্যন্ত নিখুঁত হবে। এরূপ ধ্যান যার আছে তার দ্বারা আল্লাহ্ ও বান্দার কোন হক বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে না।] একবার এক ব্যক্তি হযরত ডা. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই 'আরিফী (রহ.) এর কাছে এসে বলল, আলহামদুলিল্লাহ 'ইহ্সান'-এর স্তর আমার অর্জিত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, হযরত ডা. 'আরেফী (রহ.) আমাদের এ যুগের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি জীবনভর সুনাম, সুখ্যাতি ও পাবলিসিটি থেকে দূরে থেকে নিভৃতচারী হয়ে দিন গুজরান করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও কীর্তির সুরভি আপনিই চৌদিকে বিস্তৃত হয়ে মানুষের মন দিল আমোদিত করেছে ও করে যাচ্ছে। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশারাফ আলী থানভী (রহ.)-এর হাতে গড়া তাঁর এক বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। ফলে আত্মশুদ্ধি প্রয়াসী মানুষ নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধনের লক্ষে তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং তাঁর পরামর্শ ও পথনির্দেশ দ্বারা নিজেদের ধন্য করে তুলত। উপরিউক্ত ব্যক্তিও ছিলেন তাদের একজন। তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, ইবাদত আদায়কালে আল-হামদুলিল্লাহ্ হাদীছে যাকে 'ইহ্সান' বলা হয়েছে, সেই ধ্যান আমার অর্জিত হয়ে গেছে। হযরত ডা.'আরেফী (রহ.) তাঁর কথার জবাবে তাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং বললেন, বাস্তবিকই ইহ্সান অতিবড় এক নিআমত। এ নিআমত অর্জিত হলে শুকর আদায় করা উচিত। তবে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ইহসানের এ স্তর কি আপনার কেবল নামাযেই অর্জিত হয়েছে, না স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আচরনেও ? অর্থাৎ তাদের সাথে যখন কোন আচরণ করেন তখনও কি আপনার অন্তরে এ ধ্যান থাকে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছি কিংবা অন্ততপক্ষে তিনি

https://t.me/islaMic_fdf

তো আমাকে দেখছেনই? একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলল, আমরা তো এ যাবৎকাল এ কথাই শুনে এসেছি যে, ইহসানের সম্পর্ক কেবল নামায ও অন্যান্য ইবাদতের সাথে। তাই আমি নামাযেই এর অনুশীলন করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে নামাযের ক্ষেত্রে এ অনুশীলনের সুফল পেয়েছি। কিন্তু নামাযের বাইরে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কখনও ইহসান চর্চার চিন্তা মাথায় আসেনি।

হযরত ডা.'আরেফী (রহ.) বললেন, এই ভুল ধারণা দূর কবার লক্ষেই আমি আপনাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। সন্দেহ নেই, নামায ও অন্যান্য ইবাদতে এ ধ্যান কাম্য যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কিন্তু এ ধ্যানের প্রয়োজন কেবল নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের সব কাজেই এর প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজর্কম, লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদিতেও এই ধ্যান থাকা চাই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তো এর প্রয়োজন অনেক বেশি। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক হল সার্বক্ষণিকের। তারা একে অন্যের প্রতি পলের সাথী। তাদের সম্পর্ক নানা চড়াই-উতরাই বেয়ে এগিয়ে চলে। অপ্রীতিকর অনেক কিছুই ঘটে যায়। সেরকম পরিস্থিতিতে মানবমন অন্যায়-অবিচার করতে উসকানি দেয়। ঠিক তখনই এই ধ্যানের বড় প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্তরে এ রকম অনুভূতি জাগ্রত না হলে সে উসকানির সামনে মানুষ পরাভব স্বীকার করে ফেলে। ফলে তার দ্বারা অন্যায় আচরণ হয়ে যায় এবং সংগীর অধিকার হরণের অপরাধে সে অপরাধী হয়ে যায়।

তারপর হযরত 'আরেফী (রহ.) ইরশাদ করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে কখনও নিজ স্ত্রীদের প্রতি কুপিত আচরণ করেননি এবং তাদের সাথে দেমাগ-দাপটের ভাব দেখাননি। তাঁর এ সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। ঘরের লোকদের উপর যাতে গোস্বা না করে বসি, সেজন্য নিয়মিত সাধনা করেছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার শুকর, আমার দাম্পত্য জীবনের একান্ন বছর গত হয়েছে, কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর স্ত্রীর সাথে কখনও রাগত স্বরে কথা বলিনি।

পরবর্তীকালে হযরত 'আরেফী (রহ.) এর মুহতারামা স্ত্রী নিজেই একবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, গোটা দাম্পত্য জীবনে আমার মনে পড়ে না, তিনি কখনও আমার সাথে অপ্রীতিকর আওয়াজে কথা বলেছেন। এমনও

https://t.me/islaMic_fdf

স্মরণ হয় না যে, তিনি সরাসরি নিজের কোন কাজের জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাজ করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম; কিন্তু তিনি নিজে কখনও আমাকে করতে বলতেন না।

হযরত 'আরেফী (রহ.)-এর এসব কথা আজ আমার বিশেষভাবে স্মরণ হওয়ার কারণ, গেল সপ্তাহে বিবাহের খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, আনন্দময় ও সুখের দাম্পত্যজীবন গড়তে হলে তাক্ওয়া অবলম্বন করা চাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি না থাকলে যত চেষ্টাই করা হোক তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনও দিনই মাধুর্যপূর্ণ হবে না। হযরত 'আরেফী (রহ.)-এর উপরিউক্ত আমল ও চরিত্র ছিল মূলত তাঁর অন্তরস্থ তাক্ওয়ারই বহিঃপ্রকাশ এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীর বাস্তব নমুনা যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।

(তিরমিযী, হাদীছ ৩৮৩; ইবনে মাজাঃ হাদীছ ১৯৬৭ ; দারিমী, হাদীছ ২১৬০ ;)

লোকে বুযুর্গানে দ্বীনের কারামত খোঁজে। আমি তো বলব হযরত 'আরেফী (রহ.) এর উপরিউক্ত কর্মপন্থা বাতাসে উড়ে যাওয়া ও পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলা অপেক্ষা হাজারও গুণ শ্রেষ্ঠ কারামত।

সন্দেহ নেই, কুরআন মাজীদ পুরুষদেরকে নারীদের তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ কী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আচরণ দ্বারা তা পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমরা তা দ্বারা জানতে পারি যে, তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার অর্থ এ নয় যে, পুরুষ সর্বদা নারীর উপর কর্তৃত্বপরায়ণতা দেখাবে, স্ত্রীর সাথে দাসীসুলভ ব্যবহার করবে বা তাকে নিজ আধিপত্যের যাঁতাকলে পিষ্ট করে রাখবে। কুরআন মাজীদেরই এক আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে সখ্য ও রহমত হিসেবে ব্যক্ত করেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও দয়া সঞ্চার করেছেন। (রূমঃ ২১)

উল্লিখিত আয়াতেরই শুরুর দিকে জানানো হয়েছে, স্ত্রী হল স্বামীর প্রশান্তি লাভের উপায়। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক হল সখ্য ও প্রীতির সম্পর্ক এবং তারা উভয়ে একে অন্যের স্বস্তি ও প্রশান্তির মাধ্যম। তবে এটাও ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যে, সমষ্টিগত কাজে যেন একজনকে নেতা বানিয়ে নেওয়া হয়, যাতে সে কাজ শৃঙ্খলার সাথে অনজাম দেওয়া যায়। এমনকি দু'জন লোক যদি কোন সফরে যায়, তখনও তাদের একজনকে

https://t.me/islaMic_fdf

আমীর বানিয়ে নিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাতে তারা দু'জন পরস্পর বন্ধুই হোক না কেন। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, যাকে আমীর ও নেতা বানানো হবে, সে সর্বক্ষণ অন্যদের উপর হুকুম চালাবে। বরং তাকে আমীর বানানো হয়েছে সফরের প্রয়োজনাদি আনজাম দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তার কাজ সফরসংগীদের খোঁজখবর রাখা এবং এমন ব্যবস্থাপনা করা, যাতে সকলের আরাম হয় এবং তারা স্বস্তিতে থাকতে পারে। সে যখন এ দায়িত্ব পালন করবে তখন অন্যদের কর্তব্য এসব ব্যাপারে তার আনুগত্য ও সহযোগিতা করা ।

ইসলাম যখন মামুলি এক সফরের জন্যও আমীর নিয়োগের শিক্ষা দিয়েছে ও সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যদেরকে তার আনুগত্য ও সহযোগিতার হুকুম দিয়েছে, তখন জীবনের সুদীর্ঘ সফরে তার এরূপ শিক্ষা থাকবে না কেন? সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের সম্মিলিত জীবনের সফর শুরু করতে যাচ্ছে, তখন স্বামীকে তার আমীর ও তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এ সফরের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য যে শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীর দরকার তা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের মধ্যে বেশি পরিমাণে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। বস্তুত এটা একটা ব্যবস্থাপনা, যা দাম্পত্য জীবনের শৃঙ্খলাবিধানের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

তাই বলে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর যে মূল সখ্য ও প্রীতির সম্পর্ক তা ম্লান হয়ে যায়নি। কাজেই তাদের কারও এ অধিকার নেই যে, অন্যের সাথে চাকর বা চাকরানীসুলভ আচরণ করবে বা স্বামী নিজ কতৃত্বের দাবিতে মনে করবে স্ত্রীকে তার হুকুম পালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই সুবাদে সে নিজের বৈধাবৈধ সব রকম ইচ্ছা তার উপর চাপিয়ে দেবে। বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলী দিয়েছেন, তার দাবি হল, নিজ পদমর্যাদার বৈধ সীমারেখার মধ্যে থেকে সে স্ত্রীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে এবং তার বৈধ চাহিদাসমূহ যথাসাধ্য পূরণ করবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে যেসব অধিকার দিয়েছেন, তার দাবি হল, সে আল্লাহরপ্রদত্ত যোগ্যতাসমূহকে তার জীবনসঙ্গীকে খুশী রাখা ও তাকে সহযোগিতা দানের কাজে ব্যয় করবে। তারা উভয়ে এ নীতিতে চললে তাদের ঘরখানি তাদের পক্ষে দুনিয়ার জান্নাতে পরিণত হয়ে যাবে এবং সবচে' বড় কথা, তাদের এ কর্মপন্থা এক স্বতন্ত্র ইবাদতের মর্যাদা লাভ করবে। ফলে তা তাদের আখিরাতের আসল জান্নাত লাভের অছিলা হয়ে যাবে। এজন্যই বিবাহের খুতবায় উভয়কে তাকওয়া অবলম্বনের হুকুম দেওয়া হওয়ছে। আর এজন্যই হযরত 'আরেফী

https://t.me/islaMic_fdf

(রহ.) বলেছেন ' ইহসান এর চর্চা কেবল নামাযের মধ্যেই নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আচার-আচরণের মধ্যেও করা জরুরি।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতের মধ্য হতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত তিনটি আয়াতকে বিবাহের খুত্‌বায় বেছে নিয়েছেন, সে তো এমনিই নয়। নিশ্চয়ই তার বড় কোন তাৎপর্য আছে। এ তিনও আয়াতের সাধারণ নির্দেশ হল, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন সম্পর্কে। এরই আদেশ দ্বারা তিনওটি আয়াত শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। কোনও অবচীন বলতে পারে, বিয়ের সাথে তাকওয়ার কী সম্পর্ক? কিন্তু যে ব্যক্তি পরিবেশ-পরিস্থিতির চড়াই-উৎরাই এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের নাজুকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, দাম্পত্য জীবনের গভীরতায় পৌঁছার অভিজ্ঞতা যার আছে, সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মধুময় করার এবং তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাকওয়ার কোন বিকল্প নেই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই নাজুক। তাদের প্রত্যেকের অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা এবং প্রত্যেকের স্বভাব-প্রকৃতি অন্যের সামনে যেভাবে উন্মোচিত হয়, অতটা অন্য কারও সামনে হয় না। যে কেউ তার ভেতরের বদ খাসলত মুখের হাসি ও ভাব-ভংগীর বহিরাবরণ দ্বারা অন্যের থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে, সে তার ভেতরের মানুষটিকে চমৎকার ভাষা ও কৃত্রিম ভদ্রতার কারুকার্য দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সে কারুকার্য খুব টেকসই হয় না। নিত্যদিনের মেলামেশায় তা আস্তে আস্তে খসে পড়ে এবং এক পর্যায়ে বাইরের খোলশ থেকে আসল বস্তুটি বের হয়েই যায়। ভেতরের মানুষটি তাকওয়ার গুণে ভূষিত না থাকলে জীবনসংগীর বাঁচন দায় হয়ে যায়। স্বামীর পক্ষ হতে একজন স্ত্রীকে যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় আদালতের মাধ্যমে তার অবসান ঘটানো সর্বদা সম্ভব হয় না। এমন বহু যাতনা আছে, যা আদালত তো দূরের কথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছেও তা প্রকাশ করা যায় না। এমনিভাবে স্ত্রী সম্পর্কে একজন স্বামীর যেসব অভিযোগ থাকে অনেক সময়ই তার নিজের কাছে তার কোন সমাধান থাকে না। আবার অন্য কারও মাধ্যমেও তার প্রতিকার করানোর সুযোগ থাকে না। এ জাতীয় কষ্ট ও অভিযোগের বাস্তবসম্মত দাওয়াই যোগানো দুনিয়ার কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব হয় না। তার দাওয়াই কেবল তাকওয়া। উভয়ের অন্তরে যদি তাকওয়া থাকে, প্রত্যেকের অন্তরে যদি এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, তারা একে অন্যের জন্য আমানত, এ আমানতের জবাবদিহি তাদেরকে একদিন

https://t.me/islaMic_fdf

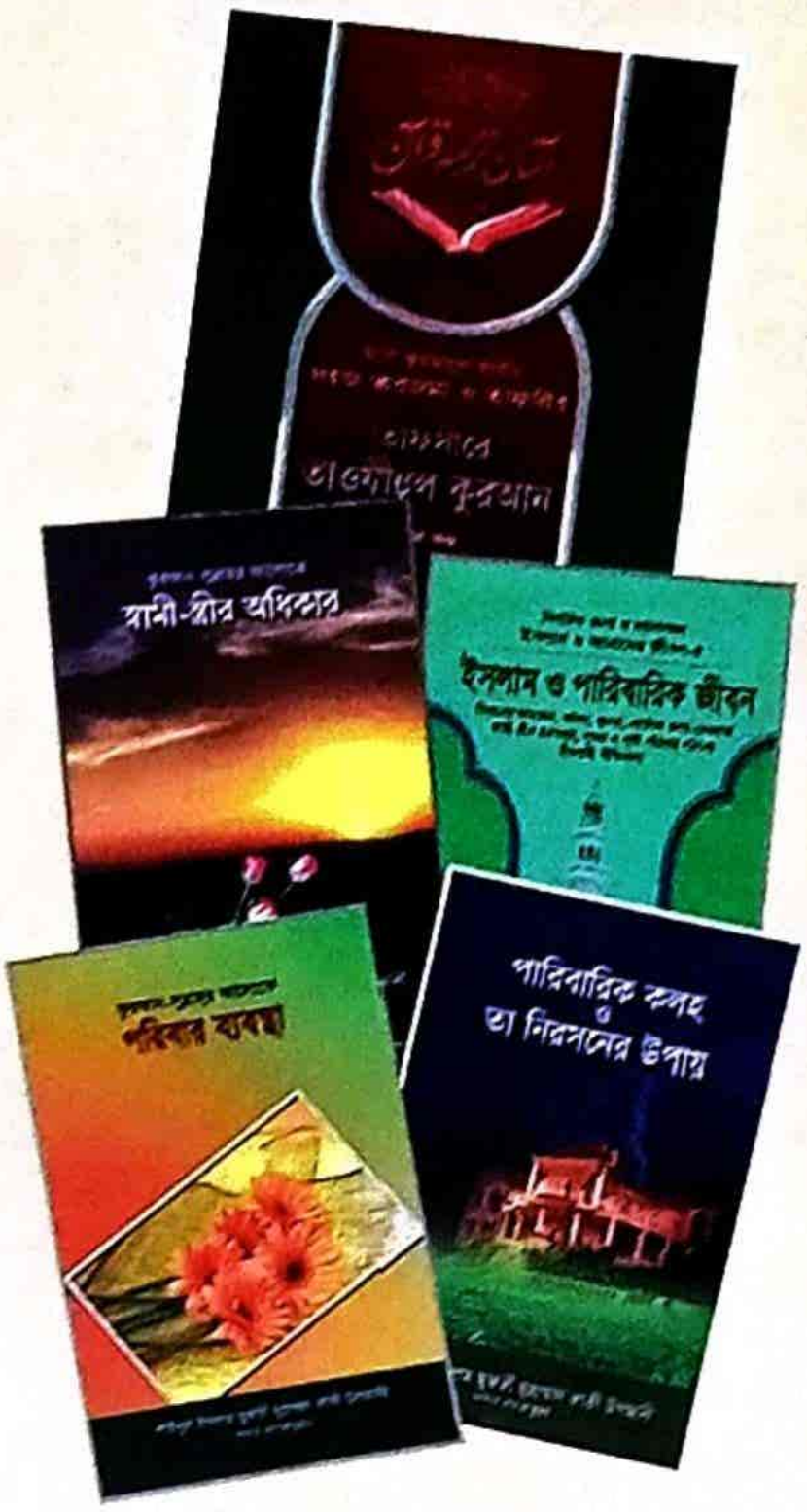
আল্লাহর আদালতে করতেই হবে, জীবনসংগীকে দুঃখ দিয়ে পার্থিব জবাবদিহিতা থেকে বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু একদিন তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে, সেদিন তাকে জবাব দিতেই হবে। সে দিন তাকে এই দুঃখদান ও অধিকার হরণের পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে। এই অনুভূতিরই নাম তাকওয়া। এটাই সে জিনিস, যা নিবিড় গোপনেও মানুষের অন্তরে পাহারাদারি করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম্পত্যজীবনের সূচনাতেই মানুষ যাতে নিজেদের অন্তরে এই প্রহরীকে বসিয়ে নেয় সে উৎসাহই দান করেছেন, যাতে তাদের সখ্য-ভালোবাসা স্থায়ী হয়ে যায় এবং তা সাময়িক মোহ ও ক্ষণিকের ভাবাবেগে পর্যবসিত না হয়, যা নতুন জীবনের উন্মাদনা ঘুচতে না ঘুচতেই হাওয়ায় মিশে যায়; বরং তা তাকওয়ার ছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে স্থায়ী মহব্বতরূপে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে, যা স্বার্থপরতার কলুষ হতে মুক্ত থেকে পারস্পরিক হিতৈষণা, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের সুষমায় স্নাত হয়ে চির বসন্তের স্নিগ্ধতায় সজীব হয়ে থাকে এবং যা দৈহিক স্থূলতা ভেদ করে হৃদয়-মনের গভীরে গিয়ে ঠাঁই নেয়। এরই জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহের খুতবায় বিশেষভাবে এ তিনটি আয়াত বেছে নিয়েছেন, যার প্রত্যেকটির শুরুর কথা হল তাকওয়া এবং তাকওয়াই তার মূল বার্তা।

২৫ রজব ১৪১৬ হিঃ
১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ খৃঃ

সূত্র : যিক্‌র ও ফিক্‌র ৩০২ পৃষ্ঠা

https://t.me/islaMic_fdf

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি কিতাব



মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com

https://t.me/islaMic_fdf